। প্রাদেশিক পঞ্চাঙ্ক লোকনাট্য ।

৪২-এর বিপ্লব

। রূপশ্রী নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনীত ।

। প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ।

তা রা লা ই ব্রে রী

॥ প্রকাশক ॥
ভোলানাথ চক্রবর্তী
তারা লাইব্রেরী
৩৬৮ রবীন্দ্র সরণি
কলিকাতা ৬

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা—

রোহিলা ফৌজ
তেরশ' পঞ্চাশ
কে দেবে জবাব
লৌহ কপাট
সোনার প্রতিমা

দাম ১৮.০০ টাকা

॥ মুদ্রাকর ॥
জি, চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৪/১ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন
কলিকাতা-৬

নাট্যকারের কথা

১৯৪২ সাল বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রক্তক্ষরা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়। অগ্নিযুগের অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে মৃত্যুপাগল বাংলার যৌবন জলতরংগ সেদিন জলে উঠেছিল দাবানলের মত, জীবন পণ করে নির্ভীক সৈনিকের মত আমৃত্যু যুদ্ধ করেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে, তাদেরই এক কাল্পনিক চরিত্রের সমাবেশ আমি এ নাটকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি।

কাল্পনিক চরিত্রের সঙ্গে কোন বাস্তব চরিত্রের কোথাও যদি মিল ঘটে যায় তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন, সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

বিনীত—

নাট্যকার

উৎসর্গ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন যোদ্ধা ও বিপ্লবী চরিত্রের চিরায়ত আদর্শ সদ্য পরলোকগত—

৺ত্রৈলোক্য মহারাজের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে।

—নাট্যকার

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

—পুরুষ—

দুঃশাসন চৌধুরী	...	পলাশপুরের জমিদার
মহেন্দ্র	...	ঐ পুত্র
স্বপন	...	মহেন্দ্রর পুত্র
গণপতি	...	দুঃশাসন চৌধুরীর শ্যালক
প্রকাশ	...	জনৈক বিপ্লবী
অহীন	...	বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক
যোগেশ	...	মহেন্দ্রর শ্যালক
হারু ঘোষাল	...	চাউল ব্যবসায়ী
ভুতুল	...	ঐ পুত্র
যাদু	...	কর্মকার
আকবর	...	চাষী
কাঙাল	...	ঐ পুত্র
ভুজঙ্গ	...	পুলিশ ইনস্পেক্টর
অখিল	...	ঐ সহকারী
ভবানন্দ	...	দেশভক্ত

কনষ্টেবল

—স্ত্রী—

কীর্তিমতী	...	মহেন্দ্রর শ্বশ্রূমাতা
কমললতা	...	মহেন্দ্রর স্ত্রী
শিখা	...	জমিদার কন্যা
ছলনা	...	পতিতা

বাইজী

। অন্য কোন নামে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ।

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের

সোনার প্রতিমা

(সামাজিক)

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

নেপথ্যে। [বহুকণ্ঠে] বন্দেমাতরম্—

[ভুজঙ্গ ও অখিলের দ্রুত প্রবেশ।]

ভুজঙ্গ। গুলী চালাও, গুলী চালাও অখিল। বদমায়েসগুলোকে এক পাও এগিয়ে আসতে দিও না। স্বদেশীর নামে গুণ্ডামী? মনে করেছে ওদের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনে পুলিশ অফিসার ভুজঙ্গধর ইদুরের গর্তে ঢুকবে যত সব ইডিয়েটের দল। আঃ তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন?

অখিল। কি করব স্যার?

ভুজঙ্গ। গুলী চালাবে গুলী।

অখিল। গুলী! নিরস্ত্র জনতার ওপর!

ভুজঙ্গ। তুমি মূর্খ। ওদের নিরস্ত্র কোথায় দেখলে? "বন্দেমাতরম্" কি ওদের এক মারাত্মক অস্ত্র নয়? দেখছ না গোটা দেশটা ওরা মাতিয়ে তুলেছে শুধু ওই এক 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতেই!

অখিল। আসুন না—আমরাও ওদের সঙ্গে ওই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সুরে সুর মেলাই!

ভুজঙ্গ। কি বলছো তুমি? তুমি কি পাগল হলে।

অখিল। আমার কিন্তু ওই "বন্দেমাতরম্" খুব ভালো লাগে স্যার।

ভুজঙ্গ। খবরদার, ভুলে যেওনা অখিল, তুমি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

অখিল। তার ওপর আবার ইংরেজের গোলাম।

ভুজঙ্গ। কথাটা মনে রাখলেই সুখী হবো।

অখিল। মনে রাখবার ত' চেষ্টা করি স্যার। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ভুল হয়ে যায়।

নেপথ্যে। [বহুকণ্ঠে] বন্দেমাতরম্।

ভুজঙ্গ। উঃ। আবার চেঁচাচ্ছে? নাঃ আমি ওদের আর আস্ত রাখব না। একে ওদিকে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে আমার মাথা খারাপ—

অখিল। জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হচ্ছে ত' আপনার কি স্যার?

ভুজঙ্গ। জার্মানীর হাতে ইংরেজ কাবু হলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে সেটা একবার ভেবে দেখেছো?

অখিল। তা বটে! একেই তো আমাদের মত সরকারী কর্মচারীরা স্বদেশীদের চোখের বালি। নেহাৎ ইংরেজরা পিছনে আছে তাই বাঁচোয়া!

ভুজঙ্গ। বোঝো ত' সব! দেরী কর না! ওরা যে এগিয়ে এল! যাও যদি সহজে ওদের বাগে আনতে না পারো—

অখিল। তাহলে ওদের গুলী করার ভারটা আপনাকে নিতে হবে স্যার। আমি পারবো না।

ভুজঙ্গ। ওরা টেররিষ্ট। বৃটিশ রাজের দুষমন!

অখিল। টেররিষ্ট হলেও ওরা আমার দেশের ভাই।

ভুজঙ্গ। ইংরেজ সরকারের বেতনভুক্ একজন সামান্য কর্মচারীর মুখে ওসব বড় বড় বুলি মানায় না।

অখিল। তাই ইংরেজ প্রভুদের মান রাখতে আমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলতে পারি। চাকরীর খাতিরে এ্যারেষ্ট করতে পারি। কিন্তু ওই নিরস্ত্র জনতার ওপর অকারণে গুলী চালাতে আমার বিবেক মোটেই সায় দিচ্ছে না স্যার!

ভুজঙ্গ। তোমার চাকরী এবার 'নট' হয়ে যাবে দেখছি!

অখিল। জীবনটাকে আমি এখনও চাকরী-সর্বস্ব করে ফেলিনি স্যার।

[প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। ননসেন্স। দারোগাগিরি করতে এসে যতো মেয়েলিপনা। অন্যের বিনা সাহায্যে স্বদেশী কুকুরগুলোকে একা আমিই ঠাণ্ডা করে দেব। [প্রস্থানোদ্যত।

৪২-এর বিপ্লব

প্রস্তাবনা

স্মৃতিমঞ্চ

সুসজ্জিত সভামঞ্চে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি যথাস্থানে সাজানো।
টেবিলের সামনে একটি ছোট ছেলে হাতে পুষ্পমাল্য
লইয়া দণ্ডায়মান। সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকাও
উড়িতেছিল। দূরে বন্দুকের আওয়াজ হইল।
খদ্দরের পোষাক পরিহিত প্রৌঢ় মহেন্দ্রকে
হাত ধরিয়া লইয়া একজন
যুবক আসিল।

যুবক। সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং আমার মা-বোনেরা। আমাদের জন্মভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির কবল-মুক্ত করতে যাঁরা রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদের সকলেই জনসমাজে সুপরিচিত নন। তেমন একজন পরিচয়হীন, অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া, এক মহান্ বিপ্লবী-বীরকে আমি আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত করেছি। এঁর নাম শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী। ১৯৪২ সালের স্বদেশী আন্দোলনে ইনি ছিলেন একজন অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সন্তান শ্রদ্ধেয় শ্রীমহেন্দ্র বাবুকেই আমরা প্রধান অতিথির আসনে আজ সানন্দে বরণ করছি।

[মহেন্দ্রকে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল। ছেলেটি

তাঁহার কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দান করিল। চারিদিকে
করতালি ধ্বনিত হইল।]

যুবক। এইবার আমাদের মহামান্য প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুকে আমি অনুরোধ করছি—তাঁর জীবনের রক্তঝরা ইতিহাস ১৯৪২ সালের বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি আমাদের আজ কিছু বলুন। (বসিয়া পড়িল)

মহেন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সমবেত ভদ্রমহোদয়, আমার মা বোনেরা এবং তরুণ বন্ধুগণ! যে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সেদিন সংগ্রাম করেছিলাম বস্তুতঃ সে স্বাধীনতা আমরা পাইনি। ইংরেজ দেশ ছেড়ে গিয়েছে সত্য, কিন্তু মুষ্টিমেয় কালোবাজারী, মুনাফাবাজ কায়েমী স্বার্থের দালাল নূতন করে আজ সেই চলে-যাওয়া ইংরেজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওইসব দেশদ্রোহীদের হাত থেকে চাষী, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, গরীব ভাইদের বাঁচাতে তাদের জীবন প্রকৃত স্বাধীনতার আলোয় ভরিয়ে দিতে সংগ্রাম এখনও করতে হবে, বিপ্লব আজও শেষ হয়নি। তাই আমাদের অতীত দিনের বিপ্লবের কাহিনী শুনে যাতে তরুণ বন্ধুগণ বিপ্লবের প্রেরণা পান সেইজন্যই আমি শোনাবো আজ অতীত বিপ্লবের কিছু রক্তমাখা কাহিনী। আসুন বর্তমানকে ছেড়ে ফিরে যাই আমরা সেই ১৯৪২-এর আন্দোলনমুখর পলাশপুর গ্রামে। স্বাধীনতার দাবীতে বিদেশী দস্যুর বন্দুক, বেয়নেট, রাইফেল উপেক্ষা করেও সেই গ্রামবাসীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—"বন্দেমাতরম্—"

[সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪২-এর কাহিনী আরম্ভ। সভাস্থ সকলে বসিয়া
পড়িলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া প্রস্থান করিলেন।]

প্রকাশ। আজকের সভা পণ্ড হলেও আবার আমরা সভা করবো কামাল! ...ত গুলীই ওদের থাক, যত রক্তই ওরা আমাদের নিক, স্বাধীনতার আন্দোলন ...কছুতেই ওরা দমাতে পারবে না। চল ভাই, যেমন করেই হোক আমি তোমাকে ...রিয়ে তুলবো!

কামাল। তা আর পারবে না প্রকাশদা! দেখছো সব রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে! তুমি পতাকাটি নিয়ে একবার আমার সামনে দাঁড়াও। আমার জন্মভূমি মায়ের পতাকা দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে যেন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ি।

প্রকাশ। কামাল—

কামাল। প্রকাশদা। আমার বুড়ো বাপটাকে একটু দেখো। আর তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ—বিপ্লবীদের এই রক্তস্রোত যেন বৃথা না হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন যেন নিভে না যায়।

প্রকাশ। নিভে যাবে? স্বাধীনতার আগুন নিভে যাবে? হিন্দু মুসলমানের রক্তস্রোত বৃথা হবে? না—না কামাল ভাই, তা আমি হতে দেব না। এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত অন্ততঃ একদিনের জন্যেও পলাশপুরের থানার ওপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ইউনিয়ন জ্যাক ছিঁড়ে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে, সেখানে উড়িয়ে দেব আমাদের জাতীয় নিশান—সত্য, রজঃ, তমঃ।

গীতকণ্ঠে ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। গীত

ওঠরে জেগে তরুণ দল।
ফেলিস কেন মিছেই বসে নারীর মত অশ্রুজল
মারছে যত তোদের গুলী,
ভাঙ্গা তত মাথার খুলি,
দেখবি তবে লুটিয়ে পায়ে কাঁদবে ওরা হারিয়ে বল।
এমনি আজি যুগের ধারা,
নইলে লাঠি খায় না যারা,
সবলেরে সবাই ডরে দুর্বলেরে চায় কেবা বল।

প্রকাশ। ভবানন্দ কাকা!

ভবানন্দ। ওরে বোকা অহিংস আন্দোলন করে হিংসার অস্ত্রকে কখনও কেড়ে নেওয়া যায় না। লাঠির বদলে ধরতে হবে লাঠি, রক্তের বদলে নিতে হবে রক্ত। গুলীর বদলে ভাঙতে হবে ওদের মাথার খুলি। তবেই হবে আমাদের জয়।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। তুমি ঠিকই বলেছো ভবানন্দ কাকা। অহিংস আন্দোলন করে কখনও হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না। চাই অস্ত্র, চাই শক্তি। চন্দ্র কামাল—আমি নিজে তোকে মাটির বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বজ্র বাহিনীর প্রশান্ত রায়ের সাহায্যে এবার থেকে শুরু করবো আমৃত্যু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

———

কামাল ও রাধু। বন্দেমাতরম্—

ভুজঙ্গ। হুঁশিয়ার! এক পা এগুলেই তোমাদের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

রাধু। মাটির নেশায় যারা পাগল হয়েছে, জীবনের ভয় তাদের নেই। আমাদের যেতে দিন দারোগাবাবু।

ভুজঙ্গ। যেতে দেব কি? তোকে তো আমি আগেই এ্যারেষ্ট করবো! বজ্র বাহিনীর লোকদের তুই অস্ত্র তৈরী করে দিয়েছিস! তোর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।

কামাল। থাকলেও রাধু ভাইকে আমরা আজ কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।

ভুজঙ্গ। কামালউদ্দিন!

কামাল। চৌধুরীদের মাঠে আমাদের সভা আছে, সভার শেষে না হয় এ্যারেষ্ট করবেন, এখন পথ ছাড়ুন।

ভুজঙ্গ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শহরে ১৪৪ ধারা জারী করেছে, সেদিকে খেয়াল আছে?

রাধু। রেখে দাও ১৪৪ ধারা। কে মানে তোমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম? বজ্র বাহিনীর নেতা প্রশান্তদা ছাড়া আর কারও কথা আমরা শুনবো না।

ভুজঙ্গ। বজ্র বাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়কে তোরা আমাদের হাতে বরং তুলে দে, মোটা বখ্‌শিস পাবি।

কামাল। বখশিস? বখশিসের লোভে বিদেশী কুত্তার গোলামী করে আপনি দেশের ভাই-এর বুকে বন্দুক তুলতে পারেন, কিন্তু আমরা তা পারি না।

ভুজঙ্গ। আমি তোদের জুতোপেটা করবো।

রাধু। আপনাদের অনেক জুতোর ঘা আমাদের পিঠে এখনও আঁকা আছে দারোগাবাবু। সময় হলে আমরাও তার শোধ নেবো।

ভুজঙ্গ। কি? আয় শুয়োরের বাচ্চা! দেখি জেলে ঢুকিয়ে তোর বিষদাঁত ভাঙতে পারি কিনা? [রাধুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত।]

প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। দাঁড়ান ভুজঙ্গবাবু। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন রাধুকে?

মহেন্দ্র। সাধে কি আর খেয়েছি! আজ যে ফুর্তিতে প্রাণ একেবারে নেচে উঠে। ওই কুমার দারোগা, স্বদেশীওয়ালাদের আচ্ছা ধোলাই দিয়েছে—

কমল। থামো!

মহেন্দ্র। কেন? ভালো লাগলো না কথাটা? তা লাগবে কেন? প্রকাশ পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, এ কি তোমার সহ্য হয়?

কমল। তুমি কি মানুষ?

মহেন্দ্র। না মাতাল। এখন দাও—কষ্ট করে গোটা দশেক টাকা দিয়ে দাও। আর একটু মাল চড়িয়ে নিয়ে তাজা হয়ে নিই। আবার এখনি বেরোতে হবে—সেই ডাকাত প্রকাশ দাদাকে খুঁজে বার করতে।

কমল। যা করতে হয় ওরা করুক, তোমার অত মাথা ব্যথা কেন?

মহেন্দ্র। হবে না কেন? ইংরেজদের হাতে না রাখতে পারলে ওই শালা স্বদেশীওয়ালারা কি সুখে স্বচ্ছন্দে আমাদের জমিদারী ভোগ করতে দেবে। দাও— দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে কুমার দারোগা বসে আছে।

কমল। টাকা আমার কাছে নেই। বাবার কাছ থেকে চেয়ে নাও।

মহেন্দ্র। আরে দূর! মদ খেয়ে বাবার সামনে যাওয়া চলে নাকি? দাও, ঝামেলা বাড়িও না।

কমল। টাকা পাবে না।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। নিশ্চয়ই পাবে বাবাজী। তোমার এখন হাতে বাড়লে পর্বত। টাকার ভাবনা? এই নাও, নগদ দশ।

মহেন্দ্র। বল কি মামা—এত টাকা—তুমি—?

গণপতি। আমি হেঃ হেঃ হেঃ—আমি কোথায় পাবো, টাকা দিয়েছে তোমার বাবা!

মহেন্দ্র। বাবা! মানে—বাবা!

গণপতি। হ্যাঁ, মানে তোমার বাবা। বুঝতে পারছো না বাবাজী? এটা তাঁর পুত্র বাৎসল্য.

মহেন্দ্র। খুব বুঝেছি মামা। আচ্ছা, টাকা যখন পেয়েছি আমি এখন আসি কমল!

কমল। কথা রাখো, আর মদ খেও না।

মহেন্দ্র। মদ না খেয়ে তোমার কথায় ওই স্বদেশীওয়ালাদের দলে ভিড়লে বুঝি ভাল হয়?

কমল। দেশের জন্য সংগ্রাম করা সকলেরই কর্তব্য।

মহেন্দ্র। সে কর্তব্য নিয়ে তুমি জাহান্নমে যাও। আমি মদ চাই, ফুর্তি চাই, চাই ইংরেজের কৃপায় জীবনের সব পাওনা সুখের পসরা দিয়ে কানায় কানায় ভরে নেবো। [প্রস্থান।

গণপতি। খাঁটি কথা বলেছো বাবাজী, স্বদেশী আবার মানুষে করে?

কমল। মদ খেতে যারা ছেলেকে টাকা দেয়, তারাই কি শুধু মানুষ মামা?

দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। মদ খেতে টাকা দিয়েছি—সেইটাই মনে রেখেছো বৌমা!

কমল। বাবা!

দুঃশাসন। ভেবে দেখ বৌমা। আমি যদি মহেন্দ্রকে বাধা দিই তা'হলে হয়তো সে বেঁকে বসে ওই স্বদেশী দলে গিয়ে ভিড়বে। তাতে তোমাকেও কাঁদতে হবে, আর আমারও—

গণপতি। রায় বাহাদুর উপাধিটা মাঝখান থেকে ভেস্তে যাবে।

দুঃশাসন। ঠিক বলেছো গণপতি! বড়লাট নিজে বলেছেন আমাকে রায় বাহাদুর খেতাব দেবেন। সুতরাং এ সময়ে আমার ছেলে যদি ওই সব চাষা-ভূষোদের সঙ্গে মিশে পথে পথে 'বন্দেমাতরম্' করে বেড়ায়, না না—সে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তা ছাড়া কি জান বৌমা! সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মিশতে গেলে অমন একটু আধটু—

কমল। অমন সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মিশে লাভ কি বাবা?

দুঃশাসন। বল কি বৌমা! সাহেবরা একে সভ্য জাতি, তার ওপর দেশের শাসনকর্তা। তাদের সঙ্গে না মিশে—থাক থাক; তুমি মেয়েছেলে, ওসব

ওমা কলের বোমা তৈরী করে দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে [মাগো]
ওমা বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ভারতবাসী।
হাতে যদি থাকতো ছোরা তোর খুদি কি পড়তো ধরা [মাগো]
ওমা রক্তে মাংসে এক করিতাম দেখতো ইংলণ্ডবাসী।

কমল। বাঃ, খুব সুন্দর গান!

স্বপন। বল'না মা? এই গানখানা গেয়েই বুঝি ক্ষুদিরাম ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেছিল?

কমল। হ্যাঁ বাবা।

স্বপন। বড় হয়ে আমিও তাহলে ক্ষুদিরাম হবো মা।

কমল। স্বপন।

স্বপন। ওরা কানাই চাচাকে গুলী করে মেরেছে, প্রকাশমামার বুকে লাথি মেরেছে। বড় হয়ে আমিও যদি ক্ষুদিরামের মত বোমা তৈরী করে ওই ভুজঙ্গ দারোগার মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারি—তবেই ত আমি হব দেশমায়ের প্রকৃত সন্তান। [প্রস্থান।

কমল। স্বপন! এ কি হ'ল ঠাকুর! এইটুকু একটা ছেলের মুখেও অগ্নিবাণী? হবে না কেন? ক্ষুদিরাম তো মরেনি। লক্ষ লক্ষ শিশুর মধ্যেই বেঁচে আছে সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে। কিন্তু আমার যে বড় ভয় করে। যার স্বামী ভুজঙ্গ দারোগার গোয়েন্দা, যার শ্বশুর রায়বাহাদুর উপাধির লোভে ইংরেজের পা ধুয়ে জল খায়, তার ছেলে—

মত্তাবস্থায় মহেন্দ্রর প্রবেশ।

মহেন্দ্র। [সুরে] মন কি আর বলিব তোরে—কে? কমললতা? আরে! আমি তো তোমাকেই খুঁজছি।

কমল। আবার তুমি মদ খেয়েছ?

মহেন্দ্র। আমরা বড়লোক, জমিদারের ছেলে, আমরা কি মদ খাই কমল? আমরা খাই সুধা।

কমল। দেশের এই দুর্দিনে ওই ছাই পাঁশ খেতে তোমার ইচ্ছেও করে?

শিখা আলাউদ্দীনের হাতে বন্দিনী। টাকা না পেলে ওরা তাকে খুন করবে? উঃ—

যোগেশ। ধৈর্য ধরুন চৌধুরী কাকা। যোগেশ যখন আছে—হ্যাঁ গণপতি দাদা। তুমি এখনি থানায় একটা খবর পাঠাও।

গণপতি। ইচ্ছে হয় তুমি খবর দাও বাবাজী! ওসব ভজকটো ব্যাপারে গণপতি নেই।

যোগেশ। আমার কথা শুনবে না?

গণপতি। কত করে মাইনে দাও আমাকে?

যোগেশ। আমি রায়বাহাদুরের শালা।

গণপতি। আমিও তার বাপের শালা। সুতরাং আমার গণপতি থাকতে তোমার কথা শোনে কে?

যোগেশ। কি? তাহলে মনে হয় এদেরই ষড়যন্ত্র।

দুঃশাসন। যারই ষড়যন্ত্র হোক শিখাকে আমি ফেরৎ চাই।

যোগেশ। সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি নিজে পুলিশ বাবুকে খবর দিচ্ছি—

দুঃশাসন। পুলিশবাবুকে খবর দিয়ে ডাকাতগুলোকে হয়তো গ্রেফতার করা যাবে যোগেশ—কিন্তু শিখাকে ফিরে পাওয়া যাবে না।

যোগেশ। তা'হলে?

দুঃশাসন। তুমি এক কাজ কর! সরকার মশাইকে বলে দু'হাজার টাকা—না না টাকা পাঠালে ইংরেজরা যদি মনে করে আমি ওই বদমাইসদের দলে? যদি বড়লাট আমাকে রায় বাহাদুর খেতাব না দেয়? আবার টাকা না পেলে ওরা যদি শিখাকে খুন করে? যদি তার কাটা মাথা আমাকে পাঠিয়ে দেয়? না না বাপ হয়ে আমি তা সইতে পারবো না। কিন্তু রায়বাহাদুর হতে না পারলে? ইংরেজদের প্রিয়পাত্র না হলে—উঃ, তাই তো, আমি কি করি? কি করি?

যোগেশ। চৌধুরী কাকা—

দুঃশাসন। আমার যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে যোগেশ। চিন্তার সেই

ভুলিয়ে রেখেছি! কিসে কি এমনি হয়? তুমি যা ভাল হয় করো যোগেশ। আমি আর ভাবতে পারি না—আর ভাবতে পারি না। শিখা—মা আমার—

[প্রস্থান।

যোগেশ। আপাততঃ টাকা পাঠিয়ে শিখাকে উদ্ধার করে আনি। তারপর—হাঁ-হাঁ, তারপর আমি মায়াবিনীর দলে কমলকান্তাকেও বুঝিয়ে দেব যোগেশের যোগ্যতা কতখানি।

———

তোমরা বুঝবে না। আসল কথাটা তোমাকে বলি শোন বৌমা! আমি ঠিক করেছি শিখাকে আর লেখাপড়া না শিখিয়ে খুব শিগ্‌গির তাকে পাত্রস্থ করবো।

কমল। সে তো আনন্দের কথাই। বলেন তো এখনই প্রকাশকে একটা খবর পাঠিয়ে—

দুঃশাসন। প্রকাশ? তোমার বাপের বাড়ীর আশ্রিত সেই অজ্ঞাত-কুলশীল ছোকরা?

কমল। আমার মা তাকে বাবার চেয়েও বেশী ভালবাসে। বেচারার মা-বাপ নেই। শিক্ষিতও বটে। আপনিই একদিন বলেছিলেন তার সঙ্গে শিখার বিয়ে দিয়ে তাকে ছেলের মত ঘরেই রাখবেন।

দুঃশাসন। বলেছিলাম। কিন্তু আজ আর তা হতে পারে না বৌমা। পরিস্থিতি বিশেষে মানুষের প্রয়োজনবোধও পাল্টে যায়। তাছাড়া সে এখন বেকারই তো—

গণপতি। সুতরাং অপাংক্তেয়।

কমল। তাহলে কাকে আপনি পাত্র ঠিক করেছেন?

দুঃশাসন। সে আমার বাড়ীতেই আছে। শুনলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে। মনে কর তোমার ভাই যোগেশের সঙ্গে—

কমল। আমার দাদা—?

গণপতি। আজ ছেলে তো নয়, একেবারে ঘরের ছেলে।

দুঃশাসন। যেমন শিক্ষিত তেমনি স্মার্ট। চাপরাশি থেকে জজ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই তার বহরম মহরম।

কমল। তবু এ বিয়েতে আমার মত নেই।

(যোগেশের প্রবেশ — পরনে সাহেবী পোশাক।)

যোগেশ। প্রকাশের সঙ্গে হলে নিশ্চয়ই মত থাকতো!

কমল। সেটাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু তার যোগ্যতা তোমার চেয়ে অনেক বেশী।

যোগেশ। দু' চারটে পাশের বুলি কপচালেই বুঝি যোগ্যতার মাপকাঠি?

কমল। নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে পাশ্চাত্ত্য প্রভুদের অন্ধ অনুকরণই তোমাদের মাপকাঠি নয় দাদা! মা তোমাকে অনেক আশা নিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। কিন্তু তুমি যে এমন অমানুষ হবে—

যোগেশ। কমল, ভুলে যাস্‌নি তুই আমার ছোট বোন।

কমল। ছোট বোন হলেও অপদার্থ বড় ভাইকে যে সুপাত্র বলতে হবে এমন কথা কমল কখনও ভাবে না দাদা!

হংসমন। বৌমা—

কমল। ঠাকুরঝি আপনার মেয়ে, আপনি তাকে অপাত্রে দান করলেও কারও কিছুই বলার নেই। তবে আমি তাকে ভালবাসি, তাই অনুরোধ করে যাচ্ছি আমার দাদা ছাড়া যে কোন পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে আমি সুখীই হবো।

[প্রস্থান।

যোগেশ। নিজের বোন যে এমন কালসাপিনী হবে—

গণপতি। যুগের হাওয়া বাবাজী, যুগের হাওয়া। নইলে তোমার মত ভাইকে চিনতে ভুল হয়!

হংসমন। বৌমা চিনতে না পারলেও যোগেশকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি গণপতি।

গণপতি। হবে কেন? জহুরী জহর চিনবে বৈকি।

হংসমন। তুমি পুরোহিতকে খবর দাও গণপতি। বিয়ের আয়োজন কর। সামনের লগ্নেই আমি শিখার বিয়ে দেবোই।

পত্র লইয়া জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু। আপনার পত্র— [পত্র দান করিয়া প্রস্থান।

হংসমন। পত্র, আমার পত্র! দেখি কে লিখেছে! [পত্র পাঠ] মাননীয় জমিদারবাবু! আগামী পরশু রাত্রে গাঁয়ের সীমান্তে কালী মন্দির চত্বরে আপনি দুই হাজার টাকা পাঠাইবেন। মনে রাখিবেন টাকা না পাঠাইলে আমরাই আপনাকে উপহার পাঠাইব, আপনার কন্যা শিখার কাটা মাথা। ইতি— রক্তবাহিনী তোরেন! [পত্র পাঠান্তে, সবিস্ময়ে] গণপতি, আমার কন্যা

তৃতীয় দৃশ্য

পুলিশ কোয়াটার

হারু ঘোষাল ও তুতুলের প্রবেশ।

হারু। আরে ছ্যা ছ্যা! যতসব তানপিটে বকাটের দল। ওদের সঙ্গে মিশলে, তোর বাপ-ঠাকুরদার মান থাকবে কেন? যেমন-তেমন তুই হারু ঘোষালের ছেলে।

তুতুল। আরে রেখে দাও হারু ঘোষালের কথা। লোকে বলে তোমার নাম করলে নাকি হাঁড়ি ফাটে।

হারু। কে—কে বলে? তার নাম বল। সে শালাকে আমি চড়িয়ে ছাতারে করবো।

তুতুল। স্বদেশী দলের লোকেরা বলেছে তোমাকেও তারা মেরে তক্তা বানাবে।

হারু। আর সে কথা শুনে তুই হজম করলি?

তুতুল। সে ছেলেই আমি নয়। আমিও তাদের বলে এলুম—

হারু। কি?

তুতুল। তাড়াতাড়ি তোমাকে মেরে তক্তা বানিয়ে যমের বাড়ী পাঠাতে পারলে আমি তাদের মিষ্টিমুখ করাবো।

হারু। তুতুল!

তুতুল। আমি তোমার ওই কালোটাকার পাহারাদার হবো ভেবেছো? তুমি টিকিট কাটলেই দুদিনে সব ফুঁকে না দিই তো আমার নাম তুতুলই নয়।

হারু। শত্তুর! শত্তুর! এ ব্যাটা আমার বংশের কুলাংগার!

তুতুল। সে কথা আর সবাই জানে। এখন এখানে কেন এসেছো— তাই বল?

মহেন্দ্র। আমিও ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মিঃ দাস। বেটাদের এতবড় সাহস কিনা আমার বোন শিখাকে—উঃ কথাটা শোনা পর্যন্ত আমার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আবার বলেছে—ঘোষাল মশাই-এর চালের গোলাও নাকি তারা লুট করবে।

হারু। এ্যাঁ লুট? আমার চালের গোলা? ওরে বাবা! কি সর্বনাশ? কালে কালে হল কি! স্বদেশী লেগে গুণ্ডামী। আমাদের মত নিরীহ লোককে নাজেহাল করা! যুদ্ধের বাজারে দুটো পয়সা লুটবো বলে দুমুঠো মজুত করে রেখেছি, তাতে…? দোহাই দারোগাবাবু। এখনি কিছু পুলিশ পাঠিয়ে দিন।

মহেন্দ্র। আগে আমার বোনকে উদ্ধার করা হোক।

হারু। তোমার বোন মরুক বাবাজী। আগে আমার চালের গোলাটা রক্ষে হোক। দারোগাবাবু! আমি না হয় আপনাকে লাভের অর্দ্ধেক ভাগ দেব, দেখবেন এই গরীব বামুন যেন পথে না বসে। [প্রস্থান।

সুমন। ছোঁড়াগুলো কি মনে করেছে! এদিকে দেশের শাসন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে? না-না আজই আমি ওদের চিট করে দেব। হ্যাঁ, আপনি ওদের আড্ডার কোন সন্ধান পেলেন?

মহেন্দ্র। তা পেলে তো আপনাকে নিশ্চয়ই জানাতাম।

সুমন। তবে কি জানেন? ঐ প্রকাশ ছোঁড়াটার ওপরই আমার বেশী সন্দেহ হয়। চলুন না তাকেই না হয় একবার ধরে আনা যাক?

মহেন্দ্র। সে আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের পুষ্যিপুত্র। সুতরাং আমার সংগে-যাওয়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ওরা যদি জেনে ফেলে আমি আপনাদের পক্ষে, তাহলে তথ্য সংবাদ যোগাড় করার বিশেষ অসুবিধা হবে। তার চেয়ে আপনি পাঁড়েজী পাণ্ডা যোগেশকে সংগে নিয়ে যান। আমি ততক্ষণ আর এক বোতল খাঁটি টেনে—পলাশপুরের জংগলের আশপাশটা ভালো করে খুঁজে দেখি, ঝড়বাহিনীর কোন হদিস পাই কিনা?

সুমন। ঝড়বাহিনীকে ধরিয়ে দিতে পারলে লাটসাহেবকে দিয়ে আপনাকে আমি মোটা রিওয়ার্ড দেওয়াবো।

মহেন্দ্র। রিওয়ার্ড? রিওয়ার্ড আমি চাই না মিঃ দাস। আমি শুধু চাই সুসভ্য সুশিক্ষিত মহামান্য ইংরেজ সরকারের একটু আশির্বাদ। আর কিছু না—আর কিছু না। [প্রস্থান।

কুমার। আমিও চাই ইংরেজদের প্রিয় পাত্র হয়ে নিজের ভাগ্য ফেরাতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জানিয়েছেন পলাশপুরের এই আন্দোলনকে সমূলে নির্মূল করতে পারলে সামান্য একজন দারোগা থেকে তিনি আমাকে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তাই কি আরও উঁচু পদেও বহাল করতে পারেন। যেমন করেই হোক ওই স্বদেশী কুত্তাগুলোকে শায়েস্তা করে সৌভাগ্যের শিখরে আমাকে উঠতেই হবে।

ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। তবে দেখবেন দারোগাবাবু। সেই ওপরতলা থেকে পা হড়কে ডিগবাজী খেয়ে যেন নীচে পড়ে না যান আবার।

কুমার। কে তোমাকে ডেকেছে এখানে?

ভবানন্দ। ডাকতে হয়নি। যাচ্ছিলাম পথ দিয়ে। আপনার গলার আওয়াজ পেয়ে দু'টো কথা আপনাকে বলতে এলুম।

কুমার। কি কথা?

ভবানন্দ। গীত

গোলামীর শিকল ছিঁড়ে
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে
আসবে আবার আসবে ফিরে।
চোখ বুজে তুই শোন রে কানে
কাঁদছে মা তোর আকুল প্রাণে
বলছে সবাই "অবোধ ছেলে"
ঘুমিয়ে সে যায় অকালে-এ

কুমার। বেরিয়ে যাও। এখানে পাগলামি করলে হাজতে ঢোকাবো।

ভবানন্দ। ক'জনকে হাজতে ঢোকাবেন দারোগাবাবু! গোটা দেশ যে আজ জেগে উঠেছে মুক্তির নেশায়। তাহলে গোটা দেশকেই যে হাজতখানা বানাতে হবে!

অখিল। গোল্লায় যাবে ইংরেজ।

ভুজঙ্গ। তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

অখিল। কিন্তু আপনার মত অপদার্থ নই।

ভুজঙ্গ। অখিল!

অখিল। ঘাবড়াবেন না স্যার! আমাদের যখন পা-চাটা অভ্যেস আছে, গদীতে যেই বসুক আমাদের কাটি মারে কে?

ভুজঙ্গ। আহা তুমি বুঝতে পারছো না। ইংরেজরা হচ্ছে আমাদের আপনার লোক—পরমাত্মীয়।

হাতকড়ি পরানো অবস্থায় সাধুর প্রবেশ।

সাধু। আর বাঙালী ভাইরা তোমাদের শত্রু। তাই না দারোগাবাবু?

ভুজঙ্গ। থাম্। তোকে আর মুরুব্বিয়ানা করতে হবে না। যে জন্যে তোকে ডেকেছি—

সাধু। বলে ফেলুন—

ভুজঙ্গ। তুমি বজ্রবাহিনীর আড্ডার সন্ধানটা বলে দাও।

সাধু। বলেন তো যমের বাড়ী যাওয়ার পথটা বরং বলে দিতে পারি।

ভুজঙ্গ। আমি চাবকে তোর পিঠের ছাল তুলে দেবো।

সাধু। হত্যা করলেও কথা বার করতে পারবেন না।

ভুজঙ্গ। তবে রে বেইমান! [সাধুকে চাবুক প্রহার]

সাধু। মারো—যত ইচ্ছা মারো। সাধু মরবে তবু বাংলা মায়ের সঙ্গে বেইমানী করতে পারবে না।

ভুজঙ্গ। দেখি কথা বার হয় কিনা! [পুনঃ পুনঃ প্রহার]

সাধু। ওঃ—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

অখিল। কি করছেন স্যার? লোকটা মরে গেলে কে কথা বলবে?

ভুজঙ্গ। মরবে? এরা সব আকাঁড়া জান নিয়ে এসেছে। অত সহজে মরবার পাত্র এরা নয়। সর্দার জি—

জনৈক কনষ্টেবলের প্রবেশ।

সর্দার। হুজুর!

ভূষণ। নিয়ে যাও একে। যে হাতে ও বন্দবাহিনীর লোকদের অস্ত্র তৈরী করে দিয়েছে ওর সেই হাতটা কেটে দেবে।

অখিল। স্যার!

ভূষণ। ওর কাটা হাত দেখে দেশের কর্মকাররা জানবে ইংরেজের শত্রুকে অস্ত্র তৈরী করে দেওয়ার শাস্তি কি ভীষণ! যাও নিয়ে যাও।

রামু। যত ভীষণই হোক, তোমাদের শাস্তিকে আমরা আর ভয় করি না! হাত কাটো, পা কাটো, মাথা কাটো, জ্যান্ত গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে জুতো তৈরী কর, তবু তোমাদের অত্যাচার সহ্য করেও মরার আগে পর্য্যন্ত বলে যাবো, এদেশ আমাদেরই দেশ। এ মাটিতে আমাদেরই অধিকার। আমাদের জন্মভূমি মায়ের বুক থেকে পরদেশী ইংরেজকে তাড়াবোই তাড়াবো। [প্রস্থান।

ভূষণ। বেইমান—বেইমান।

অখিল। বেইমান ওরা নয় স্যার। বেইমান আমরাই। ওই দেখুন আমাদের বেইমানীতে সোনার ভারতভূমিতে আজ আগুন ধরেছে। ওই শুনুন বাতাসে ভেসে আসছে জন্মভূমি মায়ের অভিশাপ বাণী। স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে ইংরেজের ক্রীতদাস সেজে, স্বদেশী স্বজাতি ভাই-এর রক্তের কালিতে ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে বেইমানীর পরিচয় আমরা লিখে রেখে যাচ্ছি—যুগ যুগান্তের অনুতাপের অশ্রুতেও সে কালি মুছবে না।

ভূষণ। সাবধান অখিল! পুলিসের ইউনিফর্ম পরে বৃটিশ সরকারের বিপক্ষে কথা বলা তোমার অন্যায়।

অখিল। তার চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় ভারত মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে ভারতীয় ভাইদের মুক্তি সংগ্রামে বাধা দেওয়া।

ভূষণ। তুমি আমার আদেশে প্রকাশকে ধরে আনতে যাবে কিনা?

অখিল। নিশ্চয়ই যাবো! কারণ আমিও তো আপনারই মত বৃটিশের পা-চাটা কুকুর।

কুমার। অখিল!

অখিল। তবে মনে রাখবেন উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে কাউকে অ্যারেস্ট করা অখিলের সাধ্যাতীত। [প্রস্থান।

কুমার। এই সাধুতার জন্যেই অখিলকে জাহান্নমে যেতে হবে। কিন্তু— না না—কিসের 'কিন্তু'? ইংরেজের শত্রু যে, সে আমারও শত্রু। হোক ভারতবাসী। তাদের রক্তে আমি পলাশপুরের মাটি ধুয়ে দেবই। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রান্তর।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। কামাল—কামাল—দু'দিন হ'ল বেরিয়েছে, কোথায় নামটি নেই। হাবাগবা ঐটুকুনই আমার বুকের হাড়। ভিক্ষে-সিক্ষে করে কত কষ্টেই না লেখাপড়া শিখিয়েছি। ভেবেছিলুম ছেলেটা মানুষ হলে আমার আর কোন দুঃখই থাকবে না। কিন্তু কি যে হল! ভদ্দর লোকের ছেলেদের সংগে মিশে 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' করেই পাগল। যাকগে, এখন খোদার মেহেরবাণীতে দেখাটা হলেই বাঁচি। [জোরে ডাকিল] কামাল—কামালুদ্দিন।

কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। কে? কে—'কামাল' 'কামাল' বলে ডাকছে?

আকবর। আমি কামালের বাবাগো মা-ঠান! আমার কামালকে দেখেছো? দুদিন মেয়ের বাড়ী গিছনু। বাড়ী ফিরে দেখি ছেলেটা নেই। যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউ কিছু বলে না। তোমাদের প্রকাশের সংগে সে বড্ড মিশতো। তাই এখানে খোঁজ করতে এনু। একবার ডেকে দাও তো—দেখি ব্যাপারটা কি?

কীর্তিমতী। তুমি আমার বাড়ী চল আকবর, সব কথা আমি বলছি।

আকবর। যাব মা-ঠান! তবে আজকে নয়। এই দেখ না মেয়ের বাড়ী থেকে আমার সোনা কামালের জন্যে একটু খাবার এনেছি। আগে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেটুকু তাকে খাওয়াই, তারপর—

কীর্তিমতী। তোমার কামাল—

আকবর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে যে আমার কামাল—আমার কামাল গো। কতো

মরার সময় আমার হাতেই তো ওকে তুলে দিয়ে গেলো। তখন থেকে কত কষ্ট করেই যে ওকে মানুষ করেছি। আর দেরী কর না মা-ঠান!

কীর্তিমতী। কিন্তু—

আকবর। আবার কিন্তু কিসের? বলছি তো? একদিন বাপ-বেটায় এসে তোমার বাড়ী একপাত খেয়ে যাবো। এখন বল সে কোথায়?

কীর্তিমতী। সে—

আকবর। ওই দেখ আবার ঢোক গিলছো কেন? আমার কামাল—?

কীর্তিমতী। নেই!

আকবর। নেই? কামাল নেই?

কীর্তিমতী। না আকবর। গতকাল ভুবনের দারোগা তাকে গুলী করে মেরেছে!

আকবর। ওঃ—খোদা! একি হল মা-ঠান! যে আমার চোখের আলো, বুকের হাড়, সেই কামাল আর দুনিয়ায় নেই! উঃ বুকটা ফেটে গেল যে! আমি যে কত আশা করে তাকে একপেট লেখাপড়া শিখিয়েছিনুম। তার শাদী দেব—একঘর বাচ্চা কাচ্চা হবে, নাতি নাতনী নিয়ে আমার ভাঙা ঘরে আবার আমি চাঁদের হাট বসাবো—সব আশা বরবাদ, সব খোয়াব আমার মাটি হল!

কীর্তিমতী। আকবর—

আকবর। তোমাদের জন্যই আমার কামাল হারিয়ে গেছে মা-ঠান। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের ওই প্রকাশই তার মাথাটা খেয়েছে। না—না আমি কিছুতেই ছাড়বো না। কামালকে না পেলে আমি তোমাদের পায়ে মাথা ঠুকে মরবো।

কীর্তিমতী। ধৈর্য ধর আকবর। তোমার কামাল তো মরেনি, বিদেশী কয়েদখানা থেকে তার দেশকে মুক্ত করতে শত্রুর গুলী বুক পেতে নিয়ে কোটি কোটি দেশবাসীর কাছে অমর হয়ে আছে সে। চোখের জল মোছো, সোজা হয়ে দাঁড়াও। তোমার ছেলের বুকে গুলী মারার প্রতিশোধ নিতে তোমাকেই এখন হাজার হাজার চাষী ভাইদের নিয়ে রুখে দাঁড়াও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

রাধুর প্রবেশ। তাহার একটি হাত কাটা।

রাধু। অত্যাচার! অত্যাচার! দেখবে? ইংরেজের অত্যাচার কি দেখবে! এই দেখ। [হাত দেখালো।]

আকবর। কেনো? তোর হাত?

রাধু। নেই চাচা। এই হাতে বন্যবাহিনীর লোকেদের জন্য আমি হাতিয়ার তৈরী করেছিলুম কিনা; তাই ওরা আমার হাত কেটে দিয়েছে।

কৌশিকী। উঃ, কি নিষ্ঠুর ওরা!

অহীনের প্রবেশ।

অহীন। আরও আছে, আরও আছে, প্রমাণ দেব? ভালো করে আমার দিকে চেয়ে দেখ। কেমন? চিনতে পারছো? পারছো না? পারবে কি করে? ওরা যে আমাকে ওষুধ খাইয়ে নতুন করে দিয়েছে। আমি নতুন হয়েছি, নতুন হয়েছি, হাঃ-হাঃ-হাঃ।

রাধু। অহীনদা পাগল হয়ে গেছে নাকি?

অহীন। [রাধুকে] ওকি, তোমার বুঝি হাত নেই? [আকবরকে] তোমার বুঝি কেউ হারিয়ে গেছে? তাই কাঁদছো? না না কেঁদো না। হাসো, খুব জোরে হাসো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কৌশিকী। অহীন—

অহীন। কেন আমি হাসি শুনবে? না, আজ নয়—আর একদিন বলবো। এখনি ওরা হয়তো আমাকে আবার ওষুধ খাইয়ে দেবে। আমি পালাই—আমি পালাই। [প্রস্থানোদ্যত]

চোখ বাঁধা অবস্থায় শিখাসহ প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। দাঁড়াও অহীন। এসো শিখা। যাদের জন্য বন্যবাহিনীর নেতা তোমাদের আটকে রেখে তোমার বাপের কাছ থেকে চাপ দিয়ে দু'হাজার টাকা আদায় করেছে তাদের দু'টি একবার চক্ষে দেখ। [শিখার চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল।]

শিখা। একি আমি কোথায়? প্রকাশ, তুমি? মাসীমা আপনি? এ্যা—

প্রকাশ। এই দেখ কামালের বাবা। কামালকে ওরা গুলী করে মেরেছে। এই দেখ রাধু। মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র তৈরী করে দেওয়ার অপরাধে ওর হাত কেটে দিয়েছে। এই দেখ অহীন,—ইউনিভারসিটির কৃতী ছাত্র, স্বদেশী করার জন্য যে পীড়ন করে ওকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে।

কীর্তিমতী। আর এ সব কটা কাজই করেছে ইংরেজের পা-চাটা গোলাম ঐ কুন্দন দারোগা।

অহীন। কুন্দন দারোগা! কই, কোথায় কুন্দন দারোগা? না না— আর আমি 'বন্দেমাতরম্' বলবো না। আর আমি ওষুধ খাবো না। আমি হাসবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

আকবর। আমিও হাসবো। দিল খুলে হাসবো—কবে জান? যেদিন আমার কামালের আশা আমি মেটাতে পারবো। তুমি ঠিক বলেছ মা-ঠান। এ দেশ তো শুধু তোমাদের নয়, এ দেশ তো শুধু তোমাদের নয়, এ যে আমাদেরও দেশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার কামাল মাটির মাকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করতে ওই কুন্দন দারোগার টাটকা রক্তে যদি আমি গোসল করতে না পারি, তা হলে আমার নাম আকবর মিঞাই নয়। [প্রস্থান।

রাধু। আমিও বলে রাখছি প্রকাশ ভাই। ওরা আমার একটা হাত নিয়েছে। কিন্তু আরও একটা হাত আছে। এই হাতেই আমি তোমাদের সড়কী, বল্লম, তীর, তলোয়ার সব তৈরী করে দেব। সেই অস্ত্র দিয়েই তোমরা ওই কুন্দন দারোগার মাথাটা কেটে চৌমাথার মোড়ে ঝুলিয়ে দেবে। শয়তানের কাটা মাথা থেকে টস্ টস্ করে রক্ত ঝরবে, আর আমি তা চক্ চক্ করে পেট ভরে খাবো—পেট ভরে খাবো। [প্রস্থান।

প্রকাশ। এখন বুঝলে তো মুক্তিবাহিনীর নেতারা কাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে?

শিখা। এ সবটাই যে তোমাদের চক্রান্ত নয় তারই বা প্রমাণ কি? তোমরা এমন হীন! পরের টাকা কৌশলে আত্মসাৎ করার জন্য তোমরা এমন নীচে নামতে পারো! ছিঃ ছিঃ! প্রকাশ! ফুল নাইক থেকে লাফ মেরে বলে আমি তোমাকে শ্রদ্ধাই করতাম। কিন্তু, মাসীমা—আমাদের স্বামীজী আপনি, তাদের

[illegible] আপনি, বৌদি মা আপনি, আপনিও এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে [illegible]? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!

অখিলসহ যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। বিশ্বাস আমি করিয়ে দেব! যে শিখা—যাই হোক। আসামী সমেত যে তোমাকে এত সহজে উদ্ধার করতে পারবো—

কীর্তিমতী। তা বুঝি আগে ধারণাই করতে পারোনি যোগেশ?

যোগেশ। মা তুমি এখানে কেন? এতবড় একটা গুণ্ডামী সত্ত্বেও—প্রকাশকে গ্রেপ্তার করুন।

অখিল। আপনার যে দেখছি সবুর সয় না। আগে আমাকে প্রকাশবাবুর অপরাধ সম্বন্ধে প্রমাণ নিতে দিন!

যোগেশ। প্রমাণ তো আপনার সামনেই রয়েছে। শিখাকে জিজ্ঞাসা করুন কে ওকে আটক করেছিল।

অখিল। অবশ্যই করবো মিস্ চৌধুরী। আমি যা জানতে চাই, নিশ্চয়ই তার সদুত্তর দেবেন।

শিখা। যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

অখিল। কাল থেকে আপনি নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন?

যোগেশ। আর সে ওই প্রকাশের চক্রান্তে।

অখিল। এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন?

শিখা। না।

অখিল। তাহ'লে কাল থেকে আপনাকে না পাওয়ার কারণ?

শিখা। আমি স্বেচ্ছায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলাম।

যোগেশ। ডাকাতদের চিঠি—

শিখা। সেটা বাবার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা আদায় করার জন্য আমিই লিখেছিলাম।

কীর্তিমতী। শিখা—

শিখা। আমি আসছি মামীমা।

যোগেশ। আমি বুঝতে পারছি না কি স্বার্থে তুমি একজন অজানা দুর্বৃত্তকে রক্ষা করে যাচ্ছো!

শিখা। নিজের স্বার্থ বড় করে দেখলে অন্যের স্বার্থ বোঝা যায় না যোগেশ!

যোগেশ। কিন্তু ও তোমার বাবার দু'হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে।

শিখা। তাতে তোমার গাত্রদাহ কেন? টাকাটা যখন আমার বাবার তখন তিনিই বুঝবেন। তোমার অনধিকার চর্চা ভালো দেখায় না যোগেশ! মনে রেখো—তুমি আমার বাবার শালা হতে পারো, কিন্তু আমার কেউ নও। [প্রস্থান।

যোগেশ। আই সীন, আমার কি মনে হয় জানেন অখিলবাবু! এরা নিশ্চয়ই শিখাকে হিপ্‌নোটাইজ্‌ করেছে।

প্রকাশ। দেশমাতার ডাক যাদের কানে পৌঁছায় তাদের হিপনোটাইজ করতে হয় না যোগেশ।

যোগেশ। যান অখিলবাবু! আমি বলছি—আপনি [illegible] অ্যারেস্ট করুন।

অখিল। বলেন তো বরং আপনাকেই অ্যারেস্ট করতে পারি।

যোগেশ। প্রকাশ রাজদ্রোহী!

অখিল। আপনিও দেশদ্রোহী।

যোগেশ। কি বলছেন? আপনি পুলিশ—

অখিল। পুলিশ হলেও আমি এই দেশের ছেলে! তাই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে আপনি প্রকাশবাবুকে আমার হাতে তুলে দিতে চাইলেও বিনা প্রমাণে আমি তাকে অ্যারেস্ট করে আমার দেশের মুক্তি সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে পারি না। [প্রস্থান।

যোগেশ। বা!

কীর্তিমতী। কুকুরের মুখে যা-তা শুনতে আর আমি চাই না।

যোগেশ। প্রকাশকে আমি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব।

কীর্তিমতী। প্রকাশ এখানে থাকবে।

যোগেশ। তাহলে ওর সঙ্গে তোমাকেও—

কীর্তিমতী। যোগেশ, তুমি কি মানুষ?

যোগেশ। বেশী মনুষ্যত্বের বাহাদুরী দেখাতে গেলে আমি তোকে—

প্রকাশ। সাবধান যোগেশ! প্রকাশ দুর্বল নয়—

যোগেশ। তবে বীরত্বের পরিচয় হয়ে যাক পিস্তলের মুখেই— [প্রকাশকে গুলি করতে উদ্যত]

সহসা কালো পোষাক ও চোখে কালো চশমা পরিয়া
প্রশান্ত রূপে মহেন্দ্র আসিয়া পেছন হইতে
যোগেশের হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেন্দ্র। সে অবসর আর পাবে না বন্ধু! [জোরে যোগেশের হাতে মোচড় দিয়ে] ফেল—পিস্তল ফেল।

যোগেশ। [পিস্তল ফেলিয়া] তুমি!

মহেন্দ্র। পরিচয়টা জেনে রাখো—আমি নির্যাতিত ভারতবাসীর বন্ধু। বিদেশী ইংরেজের শত্রু। তোমাদের মত স্বদেশশত্রু বিভীষণের যম।

যোগেশ। তাহলে তুমিই?

মহেন্দ্র। হাঁ, আমিই বজ্রবাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়। যাও এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালে এই পিস্তলে আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব।

[যোগেশের অবনত মস্তকে প্রস্থান।

কীর্তিমতী। তুমিই বজ্রবাহিনীর নেতা প্রশান্ত?

মহেন্দ্র। প্রকাশকে বাঁচাতেই আমি আপনার ছেলের হাত থেকে বলপূর্বক পিস্তল কেড়ে নিয়েছি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে—

কীর্তিমতী। অমন অন্যায় করার সাহস সেদিন প্রতিটি দেশবাসীর প্রাণে জাগবে, সেদিন তারা এমনি বিভীষণের হাত থেকে নিজের ভাইকে বাঁচাতে শিখবে, সেইদিনই দেশমায়ের মুখে ফুটবে সত্যকারের স্বাধীনতার হাসি।

মহেন্দ্র। মা!

কীর্তিমতী। ওরে আমার বীর সন্তান—আমি তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি বিদেশী শাসকের নিষ্ঠুর শোষণ থেকে পরাধীন ভারতবাসীকে রক্ষা

কমাতে আমার মাথার যত চুল তত পয়সা নিয়ে ধুপ ধুপ করে তুই বেঁচে থাক দেশমায়ের কোল আলো করে—কোল আলো করে। [প্রস্থান ।

প্রকাশ । আমার কাকীমাকে কেমন দেখলে দাদা ?

মহেন্দ্র । দেখলুম রাণী দুর্গাবতী চাঁদসুলতানার ঐতিহ্য ভারতের মাটি থেকে এখনও মুছে যায়নি । এই নাও প্রকাশ । চৌধুরী মশাইয়ের দেওয়া দু'হাজার টাকা, সংগ্রামী মানুষের সেবায় খরচ কর ।

প্রকাশ । কিন্তু আমার মনে হয় দাদা সশস্ত্র সংগ্রাম না হলে—

মহেন্দ্র । তার জন্য আগে রসদের প্রয়োজন ।

প্রকাশ । সে রসদ—

মহেন্দ্র । সংগ্রহ করতেই আমি লুট করবো হারু ঘোষালের সোনা । তোমরা শুধু বাইরের থেকে আমাকে একটু সাহায্য কর । পারবে না ?

প্রকাশ । কেন পারবো না । মুনাফার লোভে ইংরেজ প্রভুদের সংকেতে দীন-দরিদ্র মেহনতী মানুষের মুখের অন্ন মজুত রেখে দেশের বুকে যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে চায়, সেই পাষণ্ড কালোবাজারী হারু ঘোষালের স্বার্থের পাহাড় চূর্ণ করে ধূলোয় মিশিয়ে দিতে আপনার কথায় আমরা রক্ত দিয়েও সংগ্রাম করবো ।

মহেন্দ্র । তবে এসো ভাইসব । তোমাদের নিয়ে আমি জ্বলে উঠি—স্বাধীনতা-যজ্ঞের দীপ্ত হুতাশন হয়ে । ভারতের মাটিতে জন্ম নিয়েও নিরন্ন ভারতবাসীর রক্ত-মাংস-অস্থি-পিঞ্জরের বুনিয়াদে যারা গড়ে তুলেছে নিজেদের বিলাসের প্রাসাদ, যাদের বেইমানীর কুটিল কটাক্ষে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীনের মত শত শত শহীদের তাজা রক্তে ভিজে গেছে দেশমায়ের আঁচল, সেই দেশদ্রোহী শয়তানদের সঙ্গে ওই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে পুড়িয়ে ছাই করে সগর্বে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে আমরা বলি—"বন্দেমাতরম্" ।

প্রকাশ । বন্দেমাতরম্ । [উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

জমিদার বাটি কক্ষ

একটি খেলার বন্দুক লইয়া স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। মা-মণির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে গাজন তলার মেলা থেকে বন্দুক কিনেছি। আর আমায় পায় কে? এবার প্রকাশ মামার সঙ্গে দেখা হলে বলবো, "আমাকে তোমাদের দলে নাও।" না নেয় বয়ে গেল। আমি একাই ঝোপের ভেতর বসে থাকবো। সেই দুর্জন দারোগা যখন যাবে অমনি [বন্দুক তাক করিল]

দ্রুত কমললতার প্রবেশ।

কমল। স্বপন—স্বপন—[স্বপনকে দেখিয়া] ও এইজন্যে বুঝি লুকিয়ে পালিয়ে আসা হয়েছে?

স্বপন। সরে যাও মা-মণি। নইলে এখনি—

কমল। কি হবে শুনি?

স্বপন। দুম!

কমল। মাকে বুঝি গুলি করে মারতে হয়?

স্বপন। না রে! তোমাকে মারবো কেন?

কমল। তবে কাকে মারবি?

স্বপন। ঐ দুর্জন দারোগাকে—

কমল। স্বপন!

স্বপন। জান মা মণি! দুর্জন দারোগা ভারী দুষ্টু। সে না, রাধু কামারের হাত কেটে দিয়েছে।

শিখার প্রবেশ।

শিখা। পারো তুমি তার মাথা কেটে নিতে, তাহলে বুঝব তুমি কেমন বীর।

স্বপন। দিদিমণি—

শিখা। কি বৌদি? অবাক হয়ে কি দেখছো আমার মুখের দিকে? ভেবেছিলে বুঝি তোমার সাধের ননদিনীকে ডাকাত হরণ করে নেছে?

কমল। ডাকাতের হাত থেকে কে তোমাকে উদ্ধার করল ঠাকুরঝি, আমার দাদা বুঝি?

শিখা। তাকে আর কষ্ট করতে হয়নি। বাবার কাছ থেকে হাজার টাকা পাওয়ার পর তারাই ভদ্রতা করে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

কমল। তুমি তাদের কাউকে চিনতে পারনি?

শিখা। নিশ্চয়ই পেরেছি। ওর তাদের একজন বড়বাড়িনীর নেতা প্রকাশ রায়। আর একজন—

কমল। কে?

শিখা। সে আমাদের পলাশপুরের সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত, প্রকাশ রায়।

স্বপন। প্রকাশ মামা?

কমল। প্রকাশ ডাকাত?

শিখা। তাদের মত ডাকাতি করার সাহস যদি দেশের সব-যুবকদের থাকতো বৌদি, তাহলে মাত্র কনাকয়েক ইংরেজ চল্লিশ কোটি ভারতবাসীকে-পশুর মতো শাসন করতো না।

স্বপন। তুমি আমাকে প্রকাশ মামার কাছে নিয়ে যাবে দিদিমণি?

শিখা। বড় হলে যেও।

স্বপন। দূর। সেতো অনেক দেরী লাগবে। আমি এখনি চললুম—

কমল। কোথায়?

স্বপন। প্রকাশ মামার কাছে।

শিখা। স্বপন—

স্বপন। আমাকে বাধা দিও না দিদিমণি। তাহলে—

শিখা। তাহলে?

স্বপন। একেবারে খুন্ করে দেব। [প্রস্থান।

কমল। ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না।

শিখা। ওদের মত ছেলেরাই তো দেশমায়ের গৌরব।

কমল। কিন্তু যারা তোমার দু'হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে?

শিখা। শুধু টাকা কেন? বিদেশীর নির্মম শোষণে জর্জরিত পরাধীন ভারত মায়ের ম্লান আকাশকে বুকের রক্ত দিয়ে যারা স্বাধীনতার আলোয় ভরাতে চায়, তাদের জন্ত জীবন দিতে পারলেই আমি সবচেয়ে সুখী হবো বৌদি।

কমল। সে সুযোগ হয়তো তুমি পাবে না। তার আগেই বাবা তোমাকে আমার সংগে গাঁটছড়া বেঁধে দেবেন।

শিখা। অর্থাৎ, বিয়ে?

কমল। একরকম ঠিকঠাক। আগামী গোধূলিতেই—

শিখা। গোধূলির রঙলায় আমার জীবনে আর আবীর মাখাতে পারবে না বৌদি।

কমল। ঠাকুরঝি!

শিখা।— গীত

(আমি) হারিয়ে গেছি কিসের ডাকে কোন সে অচেনায়।
গোধূলি আর আসবে না তো মনের আঙিনায়।
সিঁদুর তোরা আঁখির মাঝা— গোপন কথা লুকিয়ে রাখা—
গোপনে হায় যাবেই ঝরে সবার অজানায়।
অজানারি ডাকডিয়ে যাক না যত গান শুনিয়ে
প্রাণের পাখা ভরবে না তো রঙিন ফুলে হায়।

কমল। তোমার মনের কথা আমি জানি ঠাকুরঝি। তুমি প্রকাশকেই—

দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। প্রকাশ? হাঁ—হাঁ বদমায়েশটাকে আমি বেঁধে চাবুক লাগাবো।

শিখা। বাবা!

দুঃশাসন। বৌমা, শিখাকে নিয়ে ভেতরে যাও। দু'দিন হয়তো একটু জলও বল পেটে পড়েনি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। শিখা, মা মা মা। তাড়াতাড়ি

কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম নে গে যা। এখনি নূতন দারোগা আসবে। তার কাছে তোকে সব কথা জানাতে হবে।

শিখা। যা জানাবার সব ইন্‌স্পেক্টর অমিয়বাবুকেই আজ আমি তা জানিয়ে দিয়েছি বাবা।

দুঃশাসন। জানিয়ে দিয়েছিস ?

শিখা। আর তুমিও জেনে রেখো, যাদের তুমি ডাকাত বলে সন্দেহ করছো—

দুঃশাসন। তাদের দলেই প্রকাশ আছে ?

শিখা। থাকলেও তারা ডাকাত নয়।

দুঃশাসন। তবে কি ?

কমল। তারা দেশমাতার আদর্শ সন্তান।

দুঃশাসন। থামো বৌমা। সব কিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি আমি পছন্দ করি না।

শিখা। রায়বাহাদুর খেতাবের লোভে তোমারও এতখানি বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না বাবা।

দুঃশাসন। কি বলছিস মা ? তোর কি মাথা খারাপ হলো ?

শিখা। নিষ্ঠুর বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের নগ্ন ছবি দেখে কেউ স্থির থাকতে পারে না বাবা।

দুঃশাসন। অর্থাৎ ?

শিখা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওরা সাধু কামারের হাত কেটে দিয়েছে।

দুঃশাসন। সে শাস্তি তার প্রাপ্য—

শিখা। অহীনদাকে পাগল করেছে—

দুঃশাসন। স্বদেশী করতে গেলে পাগল হতেই হয়।

কমল। কামালউদ্দীনকে ওরা গুলী করে মেরেছে—

দুঃশাসন। নির্বোধদের মারাই উচিত।

শিখা। তোমার কাছে কি স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই বাবা!

দুঃশাসন। স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল।

কমল। উৎসন্নের পথ থেকে দেশকে বাঁচাতেই মানুষ আজ জেগে উঠেছে বাবা।

কৃপানন্দ। আঃ—বৌমা! মেয়েছেলে তোমরা। বাইরের ঝঞ্ঝাটে মাথা ঘামানো তোমাদের উচিত নয়।

শিখা। জন্মভূমির মুক্তি সংগ্রামে মেয়েরাও আর পিছিয়ে থাকবে না বাবা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের অত্যাচারের কবল থেকে চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির দাবী আদায় করতে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও এবার সমবেতকণ্ঠে ধ্বনি দেবে "বন্দেমাতরম্"—

গীতকণ্ঠে ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। গীত

ওরে এসো সব সবহারা, ঘরের কোণে আর থেকো না আর থেকো না।
বিদেশীর চাবুক খেয়ে চোখের জলে আর ভেসো না—আর ভেসো না।
ঘোমটা খুলে বাঁধিয়ে সাড়ী জোরসে বল মোদের মাটি
মাটির মায়ের মান বাঁচিয়ে সলাজে মুখ আর ঢেকো না।

কৃপানন্দ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ভবানন্দ। সে আপনাকে বলতে হবে না। কিছু ভিক্ষা পেলেই—

কৃপানন্দ। ভিক্ষা!

ভবানন্দ। আন্দোলন চালাতে খরচ আছে তো?

কৃপানন্দ। ডাকাতি করে যারা আমার দু'হাজার টাকা নিয়েছে আমি তাদের একটা কানাকড়িও ভিক্ষা দেব না। দূর হও।

কমল। দাঁড়াও ভবানন্দ কাকা। আমি তোমাকে—

কৃপানন্দ। ভুলে যেও না বৌমা—এ বাড়ীতে যা আছে সবই আমার সম্পত্তি, তোমার নয়।

শিখা। আমার হাতের এই বালা দু'গাছা কিন্তু আমার দিদিমার দেওয়া, তোমার নয় বাবা। তাই দেশের সেবায় এই সোনাটুকু আমি দান করলাম। এই নাও ভবানন্দ কাকা। [ভবানন্দকে বালা প্রদান]

কৃপানন্দ। শিখা!

শিখা। যে শিখা এতদিন ছাই চাপা ছিল সে আজ জ্বলে উঠেছে। শত চেষ্টাতেও তুমি তার মন থেকে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারবে না।

দুঃশাসন। ওদের কথা শুনলে তোকে পথে দাঁড়াতে হবে।

শিখা। ইংরেজের মান রাখতে গেলে তোমাকেও বেইমানীর কালি মুখে মাখতে হবে বাবা। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। দুর্বুদ্ধি আমার মেয়েটাকেও বিগড়ে দিয়েছে।

যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। আপনার জীবনটাকেও ওরা এবার বিষিয়ে তুলবে চৌধুরী কাকা।

দুঃশাসন। যোগেশ! ওই গুণ্ডার কাছ থেকে আমার শিখার বাবা ছুঁশাহা কেড়ে নিয়ে তুমি ওকে দূর করে দাও।

কমল। ঠাকুরঝি স্বেচ্ছায় যা দান করেছে তা কেড়ে নেওয়ার অধিকার আপনাদের নেই বাবা।

ভবানন্দ। অধিকার না থাকলেও আছে মা। ওঁরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোক কিনা?

যোগেশ। মুখ সামলে কথা বল।

ভবানন্দ। তুমিও একটু সামলে চল বাবাজী। তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চেয়েছিলে, প্রকাশকে গুলী করতে চেয়েছিলে, তবু প্রকাশ তোমাকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু আবার কোনদিন তেমন অপরাধ করলে তখন মাথাটাই হয়তো উড়ে যাবে। [প্রস্থান।

কমল। তুমি এতদূর নেমে গেছো দাদা! মাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে গিয়েছিলে?

যোগেশ। প্রকাশকেও আমি গুলী করে মারবুম।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। পাজোনি, আজাদহিন্দের নেতা তোমার গালে চড় মেরে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছিল বলে, তাই না বাবাজী?

দুঃশাসন। বজ্রবাহিনীর নেতা তোমার কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছে?

গণপতি। গালে চড়টাও মেরেছে ভয়ানক জোরে। আহা এখনও বাঁদরের পশ্চাদ্‌ভাগের মত মুখখানা লাল হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ বাবাজী, বলি দু'একটা দাঁত নড়ে যায়নি তো?

যোগেশ। ইয়ার্কিরও একটা সীমা আছে মামা।

কমল। বাঁদরামীরও একটা সীমা থাকা উচিত দাদা।

দুঃশাসন। খবরদার বৌমা! তুমি সংযত হও। আমি জমিদার দুঃশাসন চৌধুরী। দুদিন পরে বড়লাট আমাকে রায়বাহাদুর খেতাব দেবেন। আমার বাড়ীতে বসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করলে, যোগেশের সঙ্গে শিখার বিয়েতে বাধ সাধলে…হ্যাঁ-হ্যাঁ, আবার আমি মহেন্দ্রর বিয়ে দেব।

কমল। একটা ছাড়া দশটা বিয়ে দিন। বড়লোক আপনি, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। আমার মা গরীব। একমুঠো খেতে দিতে না পারে, একটু আশ্রয় যেখানে না পাই—বিষ খেয়ে মরবো, তবু অপদার্থ মাতাল স্বামীর স্ত্রী হয়ে আপনাদের শত অত্যাচারকে দিনের পর দিন মুখ বুজে সহ্য করে এখানে আর পড়ে থাকতে চাই না।

দুঃশাসন। তুমি চলে যাবে বৌমা!

কমল। থেকে লাভ কি বাবা? যে স্বার্থের প্রাসাদে বসে দেশের দুঃখে একটু সমবেদনাও প্রকাশ করা যায় না, সে প্রাসাদ যত মনোরমই হোক, আমার কাছে তা মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই না—আর কিছুই নয়। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। একি হোল? এই জন্যই কি এত আশা নিয়ে মহেন্দ্রর সঙ্গে আমি কমললতার বিয়ে দিয়েছিলুম! এখন বুঝতে পারছি কেন মহেন্দ্রকে মদ খেতে হয়। উঃ! আমি ভুল করেছি। বৌমা শুধু মেয়েটাকেই পর করে দিতে চায় না, আমাকেও লাটসাহেবের বিষ-নজরে ফেলতে চায়। রায়বাহাদুর খেতাব থেকে বঞ্চিত করে ওরা আমাকে পথের ভিখারী সাজাতে চায়!

যোগেশ। আমি থাকতে আপনাকে পথের ভিখারী সাজাবে কে?

গণপতি। তুমি থেকেও তো নেই বাবাজী! অমন কাঁদিয়েছেন চড় খাওয়ার পর—

যোগেশ। গণপতি মামা!

গণপতি। আমাকে ধমকালে আর কি হবে? তুমি আমার হবু ভাগ্নী-জামাই! চড় তো চড়, তোমাকে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়লেও আমি কি তা বাইরে প্রকাশ করতে পারি? তবে যারা সেদিন দেখেছে তোমার মার খাওয়াটা—

দুঃশাসন। আঃ গণপতি! এখানে বাচালতা না করে মহেন্দ্রকে ডাকো। পুরোহিতকে খবর দাও। বিয়ের আয়োজন কর।

গণপতি। বিয়ে? ভাগ্নী তো বাবাজীর নাম শুনে চটে লাল।

দুঃশাসন। তবু তো সে আমার মেয়ে, আমি তাকে যোগেশের হাতে তুলে দেবই।

যোগেশ। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে বিয়ের যোগাড় করার চেষ্টা দেখুন।

গণপতি। বিয়ে নয় বরং শ্রাদ্ধই বলতে পারো।

দুঃশাসন। শ্রাদ্ধ!

গণপতি। মেয়ের অমতে তাকে পাত্রস্থ করা শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কি?

যোগেশ। গণপতি মামা!

গণপতি। গালটার চিকিৎসা করিও বাবাজী। নইলে যে-চড় খেয়েছো, এই অল্প বয়সে দাঁত ক'টা খোয়া গেলে মাংস চিবোবে কি করে? [প্রস্থান।

যোগেশ। এরা দেখছি সবাই আপনার বিপক্ষে।

দুঃশাসন। তুমি যখন আমার স্বপক্ষে আছো, আমি কাউকে ভয় করি না।

যোগেশ। কিন্তু ভুজঙ্গ দারোগা এসে তোকে কি বলবেন?

দুঃশাসন। ভুজঙ্গ দারোগা? আমার এখানে?

ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। আপনাদের মত মানী ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া আমাদের চলতেই পারে না চৌধুরী মশাই। তাছাড়া অখিলের মুখে শুনলাম আপনার মেয়ে নাকি কিছুই বলতে পারেনি, তাই আমি একবার নিজে এলুম। দেখি যদি ডাকাতদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।

যোগেশ। আসুন! আসুন! বিঃ দাস!

ভুজঙ্গ। চৌধুরী মশাই! আমার আবার সময় অল্প। আপনার মেয়েকে ডেকে দিন।

দুঃশাসন। আমার মেয়ে নেই।

ভুজঙ্গ। নেই!

যোগেশ। থাকলেও তার মুখ থেকে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না।

ভুজঙ্গ। কারণ?

যোগেশ। ডাকাতরা তাকে হিপ্‌নোটাইজ করেছে।

ভুজঙ্গ। আমাকে তা বিশ্বাস করতে বলেন?

দুঃশাসন। আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না মিঃ দাস। কিন্তু এখন দেখছি ওদের অসাধ্য কিছুই নেই। ওই বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের জোরে ওরা সব কিছু করতে পারে।

ভুজঙ্গ। বন্দেমাতরমের মাথায় আগুন। বেটারা রাম রাজত্বে বাস করে তবু ইয়ার্কি করতে ছাড়বে না। ওদের গুপ্ত আড্ডার সন্ধানটা একবার পেলে হয়, আমি পাইকারী হারে সব কটাকে গুলী করে মারবো।

দুঃশাসন। সেই চেষ্টাই করুন ভুজঙ্গবাবু! তাতে আর কারও না হলেও আমার পূর্ণ সহযোগীতা আপনি পাবেন। কিন্তু যোগেশ, তুমি এক কাজ কর—

যোগেশ। কি চৌধুরীকাকা! বিয়ের আয়োজন?

দুঃশাসন। না! পারো তো তোমার মায়ের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিও।

যোগেশ। ক্ষমা!

দুঃশাসন। তুমি তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে না?

যোগেশ। যে মা বিপ্লবীর পক্ষ নেবে—

দুঃশাসন। তবু তিনি তোমার মা। স্বার্থের লোভে মাটির মাকে চিনলে না, আবার গর্ভধারিণী মায়ের প্রাণে ব্যথা দিলে! তোমার স্থান যে অনন্ত নরকে হবে!

[প্রস্থান।

যোগেশ। আমার মায়ের কাছে ওঃ যেন দরদ উথলে উঠছে। বুড়ো হলে মানুষের সত্যিই ভীমরতি হয় দেখছি!

ভুজঙ্গ। চৌধুরী মশাই-এর কথা ছেড়ে বজ্রবাহিনীর কথাই ভাবুন। মহেন্দ্র-বাবু তো এখনও তাদের আড্ডার কোন সন্ধান দিতে পারলেন না!

যোগেশ। আমি দেব। শুনুন, বজ্রবাহিনীর গুপ্ত আস্তানার সন্ধান শিখা জানে।

ভুজঙ্গ। তবে সে বলছে না কেন?

যোগেশ। বলবে কি করে? প্রকাশকে যে শিখা ভালবাসে!

ভুজঙ্গ। আই সি?

যোগেশ। ওই ভালোবাসাটায় ঘুণ ধরাতে পারলেই—

ভুজঙ্গ। কিভাবে?

যোগেশ। ধরুন শিখাকে যদি কৌশলে কোথাও আটক রেখে তাকে বোঝানো যায়, প্রকাশই তার নারীত্ব হরণ করতে আটক করেছে—এবং আমরা যদি উদ্ধার করার অভিনয় করে তাকে ফিরিয়ে আনি, তাহলে প্রকাশ আর বজ্রবাহিনীর উপর সে নিশ্চয়ই বীতশ্রদ্ধ হবে।

ভুজঙ্গ। আর সঙ্গে বজ্রবাহিনীর গুপ্ত আড্ডার সন্ধান সে আমাদের কাছে বলে দিতে পারে?

যোগেশ। ঠিক তাই।

ভুজঙ্গ। কোন চিন্তা নেই। আজ রাতেই হারু ঘোষালের বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। সেখানেই চন্দনাকে ডাকিয়ে তাকে দিয়েই কাজ হাসিল করবো। ওয়েল মাই ফ্রেণ্ড, তোমার এই সৎ পরামর্শের জন্য—

যোগেশ। আমি আর কিছুই চাই না ভুজঙ্গবাবু। চাই মাত্র ওই শিখাকে।

ভুজঙ্গ। শুধু শিখা না যোগেশবাবু। আপনার বুদ্ধিতে ওই স্বদেশী গুণ্ডাদের শায়েস্তা করে যদি ইংরেজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি তাহলে শিখার সঙ্গে দুঃশাসন চৌধুরীর পরিবর্তে আমি আপনাকেই দেওয়াবো রায়বাহাদুর খেতাব। এখন আসি? কেমন—

যোগেশ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহেন্দ্রও যেন কিছু জানতে না পারে।

ভুজঙ্গ। মহেন্দ্র তো দূরের কথা, পুলিশ নিজের বাপকেই বিশ্বাস করে না।

কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। [প্রস্থান।

যোগেশ। নিশ্চিন্ত? না না কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। যেমন করেই হোক এক ঢিলে দুই পাখী মারতেই হবে। একদিকে প্রকাশের সঙ্গে বন্যবাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়কে যমের বাড়ী পাঠানো হবে। অন্যদিকে শিখাকে বিয়ে করে দুঃশাসন চৌধুরীর প্রিয়পাত্র হতে পারলে মাতাল মহেন্দ্র আর কমললতাকে তাড়িয়ে বিশাল জমিদারীর মালিকও হবো আমি। তার ওপর রায়বাহাদুর খেতাব তো আছেই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—। [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

হারু ঘোষালের বাটীর কক্ষ।

ভুতুলের প্রবেশ।

ভুতুল। বাবা বড় চালাক। মনে করেছে ভুজঙ্গ দারোগাকে জোগাড় করে বাড়ীতে রাখলেই বজরাছিনীর লোকেরা ভয়ে পিছিয়ে যাবে! কিন্তু জানেনা যে এই ভুতুলেই তার সব চাল ভুণ্ডুল করে দেবে। আগে থেকে বাড়ীর ভেতর ঢুকে এক জায়গায় ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে হবে। তারপর সুযোগ বুঝে দরজা খুলে দিতে পারলেই ব্যস, পঞ্চুদেবের সাধের চালের গোলা একেবারেই ফাক।

হারু ঘোষালের প্রবেশ।

হারু। হারু ঘোষালের বাড়ী লুট করবে? বেটারা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি! এবার—কে?

ভুতুল। আমি তোমার পিণ্ডদাতা।

হারু। ভুতুল বটে?

ভুতুল। যে আজ্ঞে।

হারু। কেন এসেছিস্?

ভুতুল। তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না বলে।

হারু। পিতার সঙ্গে ইয়ারকি?

ভুতুল। সত্যি বলছি বাবা। তোমার পা-ধোয়া জল না খেলে আমার ভাত হজম হয় না।

হারু। আমি তোকে ত্যাজ্য পুত্র করছি।

ভুতুল। ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে এবার মাপ করে দাও।

হারু। আর স্বদেশী দলে মিশবি না তো?

ভুতুল। পাগল হয়েছো? আবার ওদের দলে?

হারু। শালারা আমার গোলা লুট করবে বলেছে।

কমল। তুমিও তো যেমনি ওষুধ ঠিক করেছো বাবা?

হারু। করেছি বৈকি? ভুবন দারোগা আর অখিল দারোগা দু'জনকে নেমন্তন্ন করেছি। সারারাতও তারা আমার বাড়ীতে থাকবে। আসুক না ধর্মবাহিনীর লোকেরা, দু'জনে দফা করবো না?

কমল। তোমায় কিছু করতে হবে না। দু'গাছা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে আমিই দরজায় পাহারা থাকছি। বদমাইশরা কাছে এলেই—

হারু। কি করবি?

কমল। একেবারে মেরেই ফেলবো।

হারু। আর খাবি?

কমল। নইলে আমি তোমার ছেলেই নই। [প্রস্থান।

হারু। বটেই তো! আমার লোক ছেলে তো? কেমা-ঘেন্না করে নিলুম। আমার আবার দয়ার শরীর। লোকের দুঃখ তো সইতে পারি না। তাইতো, দারোগাবাবুরা এখনও আসছে না কেন? নেমন্তন্নটা ভুলে গেলো নাকি!

অখিলের প্রবেশ।

অখিল। তা কি ভুলতে পারি? আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ—

হারু। আসুন—আসুন! কইরে কমল—

অখিল। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

হারু। হবো না? আপনারা আমার দেবতা!

অখিল। কিন্তু আমি ভাবছি ঘোষাল মশাই! পুলিশ দারোগাকে নেমন্তন্ন করে কতদিন আপনি সোনা রক্ষে করবেন?

হারু। তার মানে?

অখিল। মানে—ধরুন আজ না হয় আপনার বাড়ীতে আছি, কাল যদি ওরা লুট করতে আসে?

হারু। আপনারা থাকতে?

অখিল। সব সময় পুলিশ দারোগার ওপর নির্ভর করে বাঁচা যায় না—ঘোষালমশাই! তার চেয়ে আমার যুক্তি শুনুন। আমাদের পেছনে অনেক

অপব্যয় না করে দেশের গরীব দুঃখীদের জেনে কিছু চাল আপনি দান করুন।

হারু। দান?

অখিল। হ্যাঁ দান! দুবেলা দুমুঠো খাবার অভিমুখী। দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না। এ সময় কালোবাজারে মোটা মুনাফা লোটার আশায় চাল মজুত করে রাখা আপনার উচিৎ হয় না। আপনিও তো এই দেশেরই মানুষ। আপনার এক ভাই উপোষ করে মরবে, আর আপনি তাদের বুকের খাবার বেচে টাকার বিছানায় শুয়ে থাকবেন?

হারু। টাকা? টাকা কোথায় দেখলেন দারোগাবাবু? যা দু'চার পয়সা আছে—

অখিল। ও। ওই গরীবদের বুকের রক্ত।

হারু। কি যে বলেন দারোগাবাবু?

অখিল। যা বলছি তা আপনাদের মত জীবের মগজে ঢোকে না। কারণ মানুষের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ যাদের কাছে বড়—

ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। তারাই খাঁটি মানুষ।

অখিল। মানুষ নয় স্যার। তারা মানুষরূপী জানোয়ার।

ভুজঙ্গ। তোমায় দারোগাগিরি করতে আনা ভুল হয়েছিল।

অখিল। আপনারও দারোগা আনা উচিৎ বার অন্যায়।

ভুজঙ্গ। অখিল!

অখিল। সাধারণ মানুষ অন্যায় করলে তার ক্ষমা আছে স্যার, কিন্তু অন্যায়ের শাসক ওই দারোগা নেজে যে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় তার শাস্তি প্রাণদণ্ডই হওয়া উচিৎ।

হারু। বাবু—বাবু—তর্ক করে আর বাজে সময় নষ্ট করবেন না স্যার! আপনাদের জন্যে বাধা লাগলে আমিই হয়তো ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলব। তার চেয়ে কোলকাতা থেকে যে বাঈজী আনিয়েছি—

অখিল। বাঈজীর গান শুনে আপনাদের পেট ভরতে পারে খোষামুদেরাই,

কিন্তু আমার মন ভরবে না। আমি আসি তাহলে—

ভুজঙ্গ। তুমি গান শুনবে না ?

অখিল। না স্যার। বিদেশীর নিষ্ঠুর পীড়ন আর এই সব কালোবাজারী মজুতদারের নির্মম শোষণে যে দেশের মানুষ কংকাল-সার হয়ে পেটের জ্বালায় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, সেই দেশের মাটিতে বসে বাঈজীর গান শোনার চেয়ে মড়ার কান্না শোনা অনেক ভাল।

ভুজঙ্গ। তুমি পুলিশ হলেও নির্বোধ।

অখিল। আর আপনি পুলিশ অফিসার হয়েও নিতান্ত অমানুষ। [প্রস্থান।

হারু। আপনাকে অমানুষ বলল স্যার!

ভুজঙ্গ। তাতে তোমার গায়ে জ্বালা ধরছে কেন ?

হারু। আপনি আমার মেরেও!

ভুজঙ্গ। থাক, অত আর সোহাগ করতে হবে না। আমি চন্দনাকে তোমার এখানে আসতে বলেছিলুম। দেখ সে এল কি না!

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। আপনার হুকুম শুনে না এসে কি পারি দারোগাবাবু!

ভুজঙ্গ। আরে এই যে চন্দনা। এসো এসো, তোমাকে আমার বিশেষ দরকার। হ্যাঁ যোষাল, তুমি একটু বাইরে যাও। চন্দনার সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে।

হারু। আজ্ঞে আমি—

ভুজঙ্গ। যাও।

হারু। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। তুমি আমার একটা কাজ করতে পারবে চন্দনা ?

চন্দনা। নিশ্চয় পারবো। আপনাদের কাজ না করলে আমাদের কাজ-কারবারই যা চলবে কি করে!

ভুজঙ্গ। তবে খুব গোপন।

চন্দনা। কাক কোকিলেও জানবে না দারোগাবাবু।

কুমার। বেশ, শোন! আমি জমিদার রূপনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ে শিখাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসবো। তুমি তাকে বোঝাবে বাঙালী দস্যু পাঞ্জা আর দস্যুবাহিনীর নেতা প্রতাপ রায়ের কাছে অসৎ উদ্দেশে তোমাকে রেখে গেছে।

চন্দনা। তারপর?

কুমার। তারপর উপযুক্ত সময়ে আমি তাকে উদ্ধার করে আনবো। উদ্ধার করার সময় তুমি এমন অভিনয় করবে যাতে শিখার মনে হয় তুমি অনেকই বল।

চন্দনা। দারোগাবাবু বুঝি তার প্রেমে পড়েছেন?

কুমার। হাঁ। তাই তো বীরত্বের বাহাদুরী দেখিয়ে আমি তার মন জয় করতে চাই।

চন্দনা। সে আমি আপনার মুখ দেখে বুঝে নিয়েছি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। এই চন্দনাই সব ঠিক করে দেবে। কিন্তু—

কুমার। কিন্তু—

চন্দনা। ভদ্র লোকের মেয়েকে ঘরে আটকে রাখলে আমি বাসা করবো কি করে?

কুমার। তার জন্য আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি।

চন্দনা। মাত্র পঞ্চাশ? না দারোগাবাবু। খাতায় নাম লিখিয়ে বাজারের বেশ্যা হয়েছি। দু'ঘণ্টা বাইরে দাঁড়ালে অমন কত পঞ্চাশ রোজগার হয়। আর তদু—

কুমার। আচ্ছা, এই নাও আরও একশো।

চন্দনা। তবে দিন। কি আর বলি। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে তো বিবাদ করা চলে না। আপনাদের খাতিরে করতেই হবে।

কুমার। কিন্তু সাবধান।

চন্দনা। সে আপনাকে বলতে হবে না। চন্দনা তেমন কাঁচা মেয়েই নয়। টাকা পেলে সে হককে না করে দিতে পারে। আচ্ছা আসি বাবু। নমস্কার।

[প্রস্থান।

কুমার। এইবার কোন রকমে শিখার মুখ থেকে অপরাজেয় পাঞ্জার আস্তানা

বাঈজী। ওটা বরং আপনার কাছেই রাখুন।

প্রশান্ত। বাঈজী—

বাঈজী। বাঈজীর এই ঘৃণ্য জীবনে আপনাদের মহৎ কাজে আমি যে একটু সাহায্য করতে পেরেছি তাতেই আমি ধন্য। আমি আর কিছুই চাই না।

[প্রস্থান।

প্রশান্ত। সমাজ-পরিত্যক্তা একজন বাঈজীর প্রাণেও যে দেশপ্রেম আছে এই অর্থবেণী পশুদের অন্তরে যদি তার কণামাত্রও থাকতো—[নেপথ্যে গুলীর শব্দ ও বহুকণ্ঠে "লুট, লুট"]

হারু। [চমক ভাঙিয়া] লুট? কোথায় লুট? আমার চালের গোলা? ও মামাবাবু—[ভূধরকে জোরে ধাক্কা দিল]

ভূধর। এঁ্যা—কি হয়েছে গোপাল?

হারু। আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল?

ভূধর। বাঈজী কোথায়? অর্জুন সিং—হাবিলদার—[প্রস্থানোদ্যত]

প্রশান্ত। [বাধা দিয়া] খবরদার। এখান থেকে এক-পা কোথাও যেতে চাইলে বা চীৎকার করলে আমি তোমাদের গুলী করে মারবো।

ভূধর। কি? তবে রে—[সহসা পিছনে হাত দিতে গিয়া] একি—আমার পিস্তল?

প্রশান্ত। এই যে আমার হাতে।

হারু। আমার চাবি?

প্রশান্ত। গোলা লুট হওয়ার পর ফেরৎ পাবে।

ভূধর। তোমরা তাহলে লুট করতে এসেছো?

প্রশান্ত। বাধ্য হয়ে। নইলে যাদের কাছে পাওয়া যায় না, মেহনতী মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ক্ষুধার অন্ন গোপনে মজুত রেখে যারা দেশের বুকে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, দেশবাসীর বুকের রক্ত নিংড়ে নিয়ে যারা সিন্দুক ভরাতে চায়, যাদের কাছে পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামের চেয়ে নিজেদের সুখ স্বার্থই অনেক বড়—সেই দেশদ্রোহী স্বার্থপর বিবেকহীন ধনপতিদের অর্থের

সম্পদ গায়ের জোরে লুট করে আমরা তা মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিতে চাই দেশের নিরন্ন মানুষের মধ্যে।

ভূষণ। ডাকাত!

প্রশান্ত। আপনাদের কাছে ডাকাত হলেও নিরন্ন ভারতবাসীর কাছে আমি তাদের বন্ধু। ভারত-মায়ের কাছে আমি তাঁর বীর সন্তান।

ভূষণ। তুমি দস্যুবাহিনীর নেতা?

প্রশান্ত। আপনার অনুমান সত্য।

ভূষণ। লুট করার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

প্রশান্ত। শাস্তি আপনাকেও পেতে হবে ভূষণবাবু। যেদিন জন্মভূমির মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদী দস্যু ইংরেজ শক্তিকে আমরা সমূলে উপড়ে ফেলতে পারবো সেই-দিন জনগণের আদালতে আজকের বেইমানীর জন্য আপনাকে নিতে হবে চরম শাস্তি। আমাদের কাজ শেষ। এই নিন, যাবার সময় আপনার পিস্তলটা আপনাকেই দিয়ে যাচ্ছি। [পিস্তল দান]

ভূষণ। এই পিস্তলের গুলীতেই—[গুলী করিতে উদ্যত]

প্রশান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওটা বাজে পিস্তল। গুলী বেরুবে না। আপনার কাজের পিস্তলটা সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি। আসি বন্ধু, আবার দেখা হবে। বন্দেমাতরম্।

[প্রস্থান।

হারু। হায় হায় রে! আপনি থাকতে আমার এক গোলা চাল লুট হয়ে গেল!

দ্রুত ভুতুলের প্রবেশ।

ভুতুল। গেল—গেল, সব গেল! ওরে আমার বাবার গোলা রে!

ভূষণ। আঃ চিল্লাচ্ছো কেন? ডাকাতরা কোন পথে গেল বলতে পারো?

ভুতুল। সেই খবর দিতেই তো আমি এলুম। ঐ যে রায়েদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যে পাকা রাস্তা, ঐ পথ দিয়েই তো দৌড়।

ভূষণ। রায়েদের বাড়ীর পাশ দিয়ে? গোপাল, তুমি থানায় খবর দাও। আমি চললুম ডাকাতদের পিছনে।

হারু। আমার চাল?

ভূষণ। ভূতোর তোমার চালের নিবৃত্তি করেছে। পিস্তলটা উদ্ধার করতে না পারলে আমার চাকরী থাকবে না, সে খবর রাখো? [প্রস্থান।

হারু। ওঃ। আমি কি করি? চাল ক'টা থাকলে বর্ষাকালে আমি যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপায় করতুম রে? আমার যে ছ'কুল গেল? বাঈজী আর মদে তো মোটা টাকা গেলই, তার ওপর সোনাও ফাঁক হলো! ওঃ! আমার যে চোখে সরষে ফুল ফুটছে। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরছে। কি করি?

ঝুমুর। আরেকটু সুধা খাও না বাবা?

হারু। তোর মাথা খাবো ভয়োর— [প্রস্থান।

ঝুমুর। সে আর খেতে হবে না। তোমার মাথাই আমি চর্বন করেছি। দারোগা সাহেবকে যে পথ দেখিয়েছি তাতে বজ্রবাহিনীর সন্ধান আর করতে হচ্ছে না। মাগো, ভারত জননী! এই ঝুমুরকে তুমি আশীর্বাদ কর মা—আজ যেমন বাবার সোনা ফাঁক করে দিলুম, এমনি করেই তোমার পরাধীনতার শিকল ছিঁড়তে এই ইংরেজের গুলী বুকে নিয়েও আমি যেন হাসি মুখে মৃত্যু বরণ করতে পারি। বন্দেমাতরম্! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কীর্তিমণির বাটী।

শিখার প্রবেশ।

শিখা। মাসীমাও বাড়ী নেই। প্রকাশকেও দেখছি না। স্বাধীনতার বীর তরুণেরা হারু ঘোষালের চালের গোলা লুঠ করল। ভুবন দারোগাকে বোকা বানিয়ে পিস্তল কেড়ে নিল। কথাটা শোনার পর থেকে আনন্দে যেন আমি আত্মহারা হয়ে যাচ্ছি। প্রকাশ তাহলে ডাকাতের দলে মেশেনি? সত্যিই সে জন্মভূমিকে ভালবাসে? আমি তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছি তা কি আবার—না-না এ আমি কি বলছি? যে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামের দুরন্ত সৈনিক, তাকে আমার আঁচল-ছায়ায় বেঁধে রাখলে চলবে কেন? তার চোখে—

গীত

সোনাঝরা মোর সোনার স্বপন
ভেঙে যদি যায় যাক;
ফোটা ফুল শুধু কাঁটা জ্বালা হয়ে
পায়ে-পায়ে ফুটে থাক।
মনে মনে গাঁথা ঘর-বাঁধাটিরে
ভেঙে দেব আমি মরমেতে ফিরে।
বাঁধিতে দেব না কি যে আশা মোর?
পুড়ে যদি হই খাক।

প্রকাশ প্রবেশ করিয়া গান শুনিতেছিল।

প্রকাশ। বন্দেমাতরম্।

শিখা। প্রকাশ!

প্রকাশ। স্বামীমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো ?

শিখা। যদি বলি তোমার সঙ্গে ?

প্রকাশ। শিখা !

শিখা। স্কুল লাইফের কথা তুমি কি ভুলে গেছ প্রকাশ ?

প্রকাশ। জানি, আমাকে তোমার ভালো লাগতো।

শিখা। এখন তোমাকে আরও বেশী করে ভাল লাগছে।

প্রকাশ। কিন্তু—

শিখা। কোন 'কিন্তু' নেই প্রকাশ। বিশ্বাস কর। তোমার জন্ত আমার বাবার অগাধ ঐশ্বর্য আমি ধূলি মুষ্টির মত ত্যাগ করে চলে আসতে পারি।

প্রকাশ। তুমি বুঝতে পারছো না। আমাদের চলার পথে কাঁটা বিছানো।

শিখা। সে পথে যদি আগে যেতে চাই আমি ?

প্রকাশ। তোমার সঙ্গে যোগেশের বিয়ের কথা শুনেছিলাম।

শিখা। হিন্দুর মেয়ের বিয়ে একবারই হয়।

প্রকাশ। অর্থাৎ—

শিখা। মনে মনে আমি তোমাকেই যে স্বামীত্বে বরণ করে ফেলেছি।

প্রকাশ। না না, তা হতে পারে না। তুমি আমাকে ভুলে যাও শিখা। বড়লোকদের কাছে যে চক্ষুশূল, পুলিশ যার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইংরেজ সরকার যাকে আগায় প্রাণদণ্ড দিয়েই রেখেছে, সেই হতভাগ্যের জন্ত নিজের জীবনটাকে মরুভূমি ক'র না।

শিখা। তোমার জন্ত মরতেও আমার আনন্দ হয়।

প্রকাশ। তবু আমি তোমাকে—না না, এ অসম্ভব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি শিখা, আমার জন্মভূমি মা-কে স্বাধীনতার অলংকারে সাজাতে না পারলে আমি বিবাহ করবো না।

শিখা। বেশ তো ! এসো, আমরা দুজনে একসঙ্গে নূতন করে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

প্রকাশ। কি সে প্রতিজ্ঞা ?

শিখা। যদি কখনও আমাদের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মা-কে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারি, সেদিন তুমি আমি বন্দী হবো,—প্রজাপতির প্রীতির বাঁধনে।

কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। সে বাঁধন অটুট রাখতে আমিও তোমাদের দুজিকে আশীর্বাদ করবো ঠিক মায়ের মত মা হয়ে।

শিখা। মাসীমা! প্রকাশের সঙ্গে আমাকেও দেশের কাজ করার অধিকারী দিলেন তো?

কীর্তিমতী। কেন দেব না মা? দেশের কাজে যে সকলেরই অধিকার আছে!

প্রকাশ। তোমাকে দেখেই অবগুন্ঠনে মুখঢাকা মা-বোনেরা বুঝবে, বিদেশী শত্রু-নিধনে মেয়েদেরও তুলে নিতে হয় সংগ্রামের হাতিয়ার।

শিখা। আমি তুলে দেব তাদের হাতে সংগ্রামের হাতিয়ার, আমি যোগাবো তাদের বুকে মুক্তির প্রেরণা, আমিই টেনে আনবো তাদের অবগুণ্ঠন মুক্ত করে ঘরের কোণ থেকে বাহিরের আলোকে। এগিয়ে যাও প্রকাশ। জয় হয় বীরদর্পে। মেয়েদের জাগিয়ে তোলার ভার আমি আজ থেকে নিজের মাথায় তুলে নিলাম।

কীর্তিমতী। শিখা! ওরে মা, তুই কি।—

শিখা। আমি আপনারেই মত দেশ-মায়ের এক অভাগিনী মেয়ে।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। আগায় জোয়ার এসেছে মাসীমা. আর দেখতে হবে না। ইংরেজ প্রভুদের শাসনের ভিত্ এবার টলবেই।

কীর্তিমতী। তোমরা কিন্তু বাবা একটু সাবধান হয়ে থাকো। হাজ যোধাজোর সোনা লুঠ হওয়ার পর নূতন দারোগা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ। হাঁ, শয়তানটা এবার শেষ আঘাত হানবার চেষ্টা করবে।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। আমরাও পাল্টা জবাব দিতে কসুর করবো না।

কীর্তিমতী। আকবর!

আকবর। কান পেতে শোন মা-ঠান। ভুজঙ্গ দারোগার গুলীর ঘা বুকে নিয়ে আমার আব্বাজান কি বলেছে জান? বলেছে—বাপজান, তুমি শয়তানের তাজা খুনে ধুয়ে দাও আমার কবরের মাটি। তাই তো আমি এই চকচকে ছোরা নিয়ে প্রতিশোধের নেশায় ছুটে বেড়াচ্ছি। [ছুরি দেখাইল]

প্রকাশ। একা তুমি প্রতিশোধ নিতে পারবে না চাচা। তোমার আব্বাজানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হলে সংঘবদ্ধ হয়েই শত্রুর বুকে চরম আঘাত হানতে হবে। সেই জন্যই আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। তুমি আমাদের আস্তানায় যাও। সময় হলেই আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

রাধুর প্রবেশ।

রাধু। তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে প্রকাশ। আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলবে না।

প্রকাশ। কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বো রাধুদা? থানা আক্রমণ করতে?

রাধু। না, জমিদারবাবুর মেয়ে শিখাকে উদ্ধার করতে।

কীর্তিমতী। শিখা!

রাধু। একটু আগে ওই মোড় থেকে কতকগুলো লোক জোর করে তাকে একটা ট্রাকে করে তুলে নিয়ে গেল।

আকবর। তুই খাড়া হয়ে তা দেখলি বেটা?

রাধু। বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলুম চাচা। কিন্তু এক হাতে—

প্রকাশ। এমন দুর্বৃত্ত কারা আছে পলাশপুরে, যারা নারীর সম্ভ্রম লুট করতে চায়? তবে কি? না না, রক্ষীবাহিনীর নেতা প্রশান্ত টাকার জন্য সেদিন তাকে আটক করলেও আজ আবার—

রাধু। মুক্তিবাহিনীর নেতা নয় সে ভাই—মুক্তিবাহিনীর নেতা নয়! তাদের একজনকে খানিকটা চিনতে পেরেছি।

কীর্তিমতী। কে সে? কি নাম তার?

রাধু। সে—

আকবর। দুষমনের নাম বলতে তুই অত ঢোক গিলছিস কেন? বল্ বল্, কে—? দেখি, তার ঘাড়ে কটা মাথা?

রাধু। আমার যেন মনে হ'ল চাচা—তাকে দেখতে অনেকটা আমাদের যোগেশের মতই।

কীর্তিমতী। যোগেশ!

প্রকাশ। কিন্তু যোগেশ কি স্বার্থে শিখাকে সেখান থেকে চুরি করবে?

কীর্তিমতী। স্বার্থ একটা নিশ্চয়ই আছে প্রকাশ। জমিদার দুর্গাপদ চৌধুরীর কাছে তোমাদের আরও হেয় করতে, দেশের চোখে তোমাদের নারীহরণকারী সাজাতেই সেই কালসাপটা এই নতুন চক্রান্ত করেছে।

প্রকাশ। তবু যোগেশের সম্বন্ধে—

কীর্তিমতী। কোন দ্বিধা আর নেই। যে মা-কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই থাকতে পারে না। তোমরা আর দেরী করো না বাবা। মুক্তিবাহিনীর লোকেদের খবর দাও। পলাশপুর খুঁজে ফেল। শিখাকে উদ্ধার করতে, দরকার হয় আমার সুপুত্রের ঘাড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দিও।

রাধু। সে যে আপনার ছেলে মাঈমা!

কীর্তিমতী। দেশের শত্রু যে, তাকে তোমরা খুন করতে না পার আমার কাছেই ধরে এনো, আমি নিজেই তার বুকে ছুরি বসাবো।

প্রকাশ। মাঈমা!

কীর্তিমতী। কীর্তিমতী শুধু মাঈমা নয় প্রকাশ, সে মা-ও। তাই তোমাদের মত শত শত সন্তানের মুখের দিকে চেয়েই একটা কুসন্তানের অভাব সে হাসিমুখে ভুলতে পারে। [প্রস্থান।

আকবর। কি ভাবছিস্ কেষ্টো? আমার তো সারা গা টন্ টন্ করে

খুঁজছে। মেয়েছেলে চুরি হওয়ার কথা শুনেও তোর মাথায় খুন চাপছে না!

প্রকাশ। আকবর চাচা!

আকবর। তবে তুই বসে বসে ভাব, আমি চললুম।

প্রকাশ। দাঁড়াও!

আকবর। আমাকে বাধা দিবি?

প্রকাশ। হত্যাই করবো।

আকবর। আমাকে?

প্রকাশ। না চাচা না, আমি হত্যা করবো তাদের, যারা তুচ্ছ স্বার্থের নেশায় একজন নিষ্পাপ মেয়ের মুখে কলঙ্কের কালো মাখিয়ে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র বহ্নিকে নিভিয়ে দিতে চায়। বল রাজুদা, কোন পথে তারা গেছে?

রাজু। রাজেনের নতুন সড়ক ধরেই, তারা সোজা ট্রাক চালিয়ে—

প্রকাশ। তুমি আর আকবর চাচা বজ্রবাহিনীর আড্ডায় খবর দাও। আমি সাইকেলেই ওদের পেছনে ধাওয়া করলুম।

আকবর। কিন্তু অতগুলো দুষমনের সঙ্গে—

প্রকাশ। ভুলে যাচ্ছ কেন চাচা? আমরা ক্ষুদিরাম বাঘা যতীনের দেশের ছেলে। জন্মভূমির মুক্তিসাধনে মৃত্যুর খাতায় নাম লিখিয়ে যখন মৃত্যুঞ্জয় সেজেছি, শত্রু যত দুর্ধর্ষই হোক তাদের ভয় করা আমাদের সাজে না।

রাজু। তবু একা—

প্রকাশ। একা নয় রাজুদা, সঙ্গে তোমার রইলো আমার এই প্রিয় বন্ধু।

[পিস্তল বাহির করিয়া চুম্বন করতঃ প্রস্থান।

আকবর। বজ্রবাহিনীর আড্ডায় তুই খবর দিস্ বেটা।

রাজু। তুমি কোথায় যাবে চাচা?

আকবর। ছেলেটার যাওয়ার পথে—

রাজু। তুমিও যাবে?

আকবর। ওরে, আমার কামাল যে মরে ওদের মধ্যেই বেঁচে আছে বাপজান।

তাই ওকে মৃত্যুর গুহায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ছেলের বাপ হয়ে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি?

বাধু। চাচা?

আকবর। আমিও যাবো, প্রকাশ যে আমার কামালের দোস্ত। কামালকে হারিয়েছি কিন্তু প্রকাশকে আমি হারিয়ে যেতে দেব না। যে ওর গায়ে আঙুল ছোঁয়াবে, আমি লাথি মেরে ভাঙবো তার মাথা, নখ দিয়ে চিরে ফেলবো তার বুক। দাঁত দিয়ে খুবলে খুবলে খাবো তার কাঁচা মাংস। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

বাধু। মুসলমান হয়েও আকবর চাচা প্রকাশকে এত ভালবাসে! বাসবেই তো! প্রকাশ তো মানুষ নয়, সে যে স্বর্গ থেকে ঠিকরে পড়া ভগবানের আশীর্বাদ। না-না, আকবর চাচার পেছনে আমিও—কিন্তু আমার যে একটা হাত নেই! উঃ ভগবান! পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তুমি আমাকে মৃত্যু দাও ঠাকুর—মৃত্যু দাও! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জমিদার বাটীর একটি কক্ষ।

চিন্তামগ্ন যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। শিখাকে চন্দনার বাড়ীতেই আটকে রাখা হয়েছে। চন্দনা তাকে বোঝাবে ওই প্রকাশ তার শত্রু। এদিকে আমি যখন উদ্ধার করার অভিনয় করে বীরদর্পে তাকে ফিরিয়ে আনবো তখন স্বভাবতই তার মন আমার দিকে চলবে। বজ্রবাহিনীর আড্ডার সন্ধান বলতেও সে দ্বিধা করবে না! তারপর পুলিশ-পল্টন নিয়ে কুমার দারোগা বজ্রবাহিনীর সঙ্গে প্রকাশের মুণ্ডপাত করবে, সেই সুযোগে আমিও শিখাকে বিয়ে করে কোলকাতায় গিয়ে উঠবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। বেশী হেসো না বাবাজী! রামচন্দ্র খাওয়ার পর সবে দাঁত কটা গজা—

যোগেশ। থামো! বাড়ীতে সর্বনাশ হয়ে গেল, আর তুমি—

গণপতি। সর্বনাশ!

যোগেশ। তা নয়তো কি? কাল থেকে শিখাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তা জানো?

গণপতি। তাই বুঝি তুমি দাঁত বার করে শোক জানাচ্ছো?

যোগেশ। তুমিই বা কোন চোখের জলে ভাসছো?

গণপতি। চোখের জলে ভাসবো কি বাবাজী, আমি তোমার বিয়েতে লুচি মোণ্ডা খাওয়ার জন্যে এখন থেকেই জোলাপ নিয়ে বসে আছি!

যোগেশ। আমি আশ্চর্য হচ্ছি তোমাকে দেখে!

গণপতি। কেন বলতো বাবাজী?

যোগেশ। তুমি কি মানুষ?

গণপতি। তবে কি তোমার মত চতুষ্পদ?

যোগেশ। গণপতি মামা! তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

গণপতি। তোমার বিয়ের লুচি সন্দেশ না খেয়ে নড়বো ভেবেছ? এখন তাড়াতাড়ি ভাগ্নীটাকে বার করে দাও বাবাজী। তোমার মত সুপাত্রের মামা-শ্বশুর হবার জন্যে আমার পেট ফুলে উঠছে।

যোগেশ। আমি তাকে কোথা থেকে বার করবো?

গণপতি। যেখানে লুকিয়ে রেখেছো।

যোগেশ। সাবধান। সাবধান গণপতি মামা!

অহীনের প্রবেশ।

অহীন। সাবধান, সাবধান। বিলাতী মাল কেউ কিনো না। বিলাতী পোশাক কেউ পরো না। বিলাতী ওষুধ কেউ খেও না। তাহলে আমার মত সকলকেই পাগল হতে হবে।

যোগেশ। তুই আবার এখানে কেন?

অহীন। তোমার কাছে একটা জিনিষ চাইতে এসেছি।

যোগেশ। কি?

অহীন। দুটো ভাত দেবে?

যোগেশ। রাস্তায় আঁস্তাকুড় আছে।

গণপতি। সে তো কুকুরে খায় বাবাজী।

যোগেশ। ওরাও কুকুর।

অহীন। কুকুর! আমরা কুকুর?

যোগেশ। গণপতি মামা, একে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দাও।

গণপতি। চাবুকে সুবিধে হবে না বাবাজী। আমি জমিদারবাবুকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

যোগেশ। তিনি কি করবেন ?

গণপতি। অর্ধচন্দ্র দিয়ে তোমাকে বিদায় করবেন।

যোগেশ। আমাকে কেন ? আমি কি পাগল ?

গণপতি। পাগলকে যে চাবুক মারে, সে পাগল নয় বাবাজী—ছাগল।

[প্রস্থান।

যোগেশ। কি ? আচ্ছা। এই সব! তবু দাঁড়িয়ে রইলি ? আমি নিজেই তোকে চাব্‌কাবো।

দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। কাকে চাবকাচ্ছো যোগেশ ? এ কে ?

যোগেশ। এ বেটা স্বদেশীদের গুপ্তচর। ওকে চাবুক মেরেই তাড়ানো উচিত।

দুঃশাসন। অথচ তোমার বাপের মৃত্যুর পর ওর বাপের সাহায্যেই তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে! ভাগ্যের কি পরিহাস!

যোগেশ। সেজন্তে ওর পা ধুয়ে জল খেতে হবে নাকি ?

দুঃশাসন। চাবুক মেরে অপমান করতেও আমি দেব না। যাও—অহীন! সরকার মশাই-এর কাছ থেকে দু'টো টাকা নিয়ে বিদায় হও।

অহীন। দু'টাকা ? না-না, টাকা আমি চাই না।

দুঃশাসন। তবে কি চাও ?

অহীন। চাই—কি চাই ? দাঁড়াও, ভেবে দেখতে হবে—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেবে দেখতে হবে। একবার ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। [প্রস্থান।

যোগেশ। অহীনকে ছাড়া ঠিক হল না। ওকে—

দুঃশাসন। ওর কথা ছেড়ে শিখার কথা ভাবো। আমি বুঝতে পারছি না দেশটার হল কি ? আইন-কানুন সব কি উঠে গেল ? দুবন্দ দারোগার মত দুঁদে পুলিস অফিসার থাকতে—

যোগেশ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি চৌধুরী কাকা, পরজনয়া শিখাকে পাতালেই লুকিয়ে রাখুক, আব রাতের মধ্যে তাকে আমি উদ্ধার করবোই।

দুঃশাসন। কেমন করে উদ্ধার করবে? কোথায় পাবে তুমি তার সন্ধান?

রাধুর প্রবেশ।

রাধু। তার সন্ধান? আমি দিতে পারি জমিদারবাবু।

দুঃশাসন। তুমি? রাধু? তুমি সন্ধান পেয়েছো? বল কোথায় সে? কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে?

রাধু। সে আপনারই সামনে।

যোগেশ। মানে তুই কার কথা বলছিস?

রাধু। বলছি তোমার কথা। সকলের চোখে ধুলো দিলেও, এই রাধুর চোখে ধুলো দিতে তুমি পারবে না।

দুঃশাসন। রাধু!

রাধু। রাধুর মানুষ চিনতে একটুও ভুল হয়নি জমিদারবাবু।

যোগেশ। কি; নিজেদের দোষ ঢাকতে আমাকে চোর সাজানো? তবে রে ছোটলোক! [রাধুকে ধাক্কা মারিলে সে পড়িয়া গেল]

সহসা কমললতার প্রবেশ।

কমল। কি করলে দাদা? কেন রাধুকে ফেলে দিলে?

যোগেশ। ফেলে দিয়েছি, ওকে খুন করলেও রাগ যায় না। চৌধুরী কাকা, আর আমার কোন সন্দেহ নেই। আমি ঠিকই ধরেছি—এই রাধুই শিখাকে দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিয়েছে।

কমল। তোমার মত রাধুদা ইতর নয়! ওর নামে এই মিথ্যা অপবাদ—

যোগেশ। অপবাদটা যে কতখানি সত্য শিখাকে উদ্ধার করার পর তার মুখ থেকে যদি প্রমাণ করাতে না পারি তাহলে আমার নাম যোগেশই নয়।

[প্রস্থান।

কমল। ওঠ রাধুদা। কেন এসেছিলে এখানে? গরীব তুমি, তোমার কথার মূল্য তো বড়লোকেরা দেবে না।

রাধু। ঠিক বলেছিস বোন। তবে কি জানিস? প্রকাশ আর আকবর চাচা মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেল দেখে আমি ভাবলুম—কথাটা জমিদারবাবুকে বলে আমি হয়তো তাকে—

কমল। বাবা। এখনও ওই কালসাপটাকে বিশ্বাস না করে এই রাধুদার কথামত আপনি নিজে একবার ঠাকুরঝিকে খুঁজে দেখুন।

দুঃশাসন। বুদ্ধিটা চমৎকার এঁটেছো বৌমা। শিখা গেছে, এইবার আমাকেও তুমি যমের বাড়ী পাঠাতে চাও!

কমল। বাবা!

দুঃশাসন। আর সেই জন্যেই তুমি রাধুকে খবর দিয়ে আনিয়েছো, তাও বুঝতে আমার বাকী নেই।

কমল। আমাকে আপনি এতখানি শত্রু ভাবলেন!

দুঃশাসন। আমার পুত্রবধূ হয়ে একজন স্বদেশী গুণ্ডার জন্য যে অন্দর ছেড়ে বাইরে ছুটে আসে, আমি আর তাকে আপন ভাবতে পারি না।

রাধু। এসব আপনি কি বলছেন জমিদারবাবু?

দুঃশাসন। আমিও এইবার তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। যদি বাঁচতে চাস তো বল বজ্রবাহিনীর আড্ডার সন্ধান, নইলে ভুজঙ্গ দারোগা নিয়েছে তোর হাত, এবার আমি নেব তোর প্রাণ।

কমল। আমি থাকতে তা আপনি পারবেন না বাবা। একজন পঙ্গু মানুষকে বিনা দোষে আপনি নির্যাতন করবেন তা আমি হতে দেব না। যাও রাধুদা—বিদেশী ইংরেজের চাটুকার বড়লোকের প্রাসাদে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

দুঃশাসন। তুমি আমাকে এতবড় কথা বলতে পারলে বৌমা!

কমল। যা সত্য তা বলতে কমললতা কখনও ভয় পায় না।

দুঃশাসন। উত্তম! তাহলে ইংরেজের চাটুকার এই দুঃশাসন চৌধুরীর বাড়ীতে আর তোমার ঠাঁই হবে না।

কমল। বাবা!

দুঃশাসন। যাও—এই মুহূর্তে তুমি দূর হও এখান থেকে।

বাধু। আমার জন্য আপনি কমলকে পথে নামিয়ে দেবেন না জমিদারবাবু। যদি আমাকেই সন্দেহ হয় কেটে টুকরো টুকরো করে আমাকে নদীর জলে ফেলে দিন। কিন্তু কমলকে—না না, দুঃখিনী মায়ের কোলে অনেক কষ্টে ও মানুষ হয়েছে। আপনি আর ওর বুকে নতুন করে দাগা দেবেন না।

দুঃশাসন। আমার শত্রু যে, পুত্র মহেন্দ্র হলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

মহেন্দ্রর প্রবেশ।

মহেন্দ্র। আপনার শত্রুকেও মহেন্দ্র ক্ষমা করবে না বাবা।

কমল। তুমিও আমাকে তাড়াতে চাও?

মহেন্দ্র। অনেক আগেই তোমাকে তাড়ানো উচিৎ ছিল।

কমল। স্ত্রীর প্রতি কি তোমার কিছুমাত্র কর্তব্য নেই?

মহেন্দ্র। আছে বৈকি! সেই জন্যই তো চাবুকটা সঙ্গে এনেছি। সহজে না বেরোয় হলে চাবুক মেরেই তাড়াবো।

বাধু। মহেন্দ্রদা! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে আমাদেরও হাত কাঁপে, আর তুমি শিক্ষিত হয়ে—

মহেন্দ্র। যা ব্যাটা যা। তোকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। এটা তোদের স্বদেশী আখড়া নয়। এখানে বেশী মাতব্বরী করতে এলে তোকেও আমি—

কমল। তোমাকে আর অতখানি কষ্ট করতে হবে না। বাধুদাকে নিয়ে এখনি আমি চলে যাচ্ছি।

দুঃশাসন। বৌমা!

কমল। করুন আপনারা যত ইচ্ছে ইংরেজের তোষামোদ, পরুন মাথায় বিদেশীর দেওয়া খেতাবের মুকুট, সাজুন জন্মভূমি মায়ের কাছে দেশদ্রোহী বেইমান—আমি আর আপনাদের পথের অন্তরায় হবো না। অভাগিনী মায়ের মেয়ে আমি দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে সমাজের আঁস্তাকুড়েই পড়ে থাকবো। বাধুদা! একটু অপেক্ষা কর। আমি স্বপনকে—

মহেন্দ্র। স্বপন আমার। তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তোমার

নেই। একা এসেছিলে একাই তোমাকে যেতে হবে।

কমল। যে স্বপনকে আমি গর্ভে ধরেছি তাকে নিয়ে যেতে পারবো না ?

মহেন্দ্র। গর্ভে ধরলেও সে আমারই উত্তরপুরুষ। তোমাদের দুর্ভাগ্যের ঝড়ে আমি তাকে হারিয়ে যেতে দেব না।

কমল। স্বপন—স্বপন তাহলে আমার কেউ নয় !

সাধু। কাঁদিসনে বোন ! ভয় কি ? একটা ছেলে ওরা কেড়ে নেয় নিক, লক্ষ ছেলে তোর আছে। তাদের মুখে 'মা' ডাক শুনেই তুই ভুলে থাকবি সব।

দুঃশাসন। তবে একটা কথা বৌমা, তুমি যদি বজ্রবাহিনীর গুপ্ত আড্ডার সন্ধান বলে দিতে পারো—

কমল। তাদের আড্ডার সন্ধান আমি জানি না, আর জানলেও আমি বলব না। এই নিন, আপনাদের দেওয়া গহনাগুলো আপনাদেরই বাড়ীতে রেখে গেলাম। [সমস্ত গহনা খুলিয়া দিয়া মহেন্দ্রকে প্রণাম করতঃ] আমি চললাম। [দুঃশাসনকে প্রণাম করতঃ] বাবা, আশীর্বাদ চাই না, অভিশাপই দিন, দেশবাসীর মুখে আপনাদের বেইমানীর পরিচয় শোনার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় !

দুঃশাসন। ফিরে এস বৌমা। আমি তোমাকে—

কমল। তা আর হয় না বাবা। বাঁধ যখন ভেঙেছে, আড়াল দিয়ে লাভ নেই। ভিখারিণীর মেয়ে আমি, রাজপ্রাসাদ আমার সইবে কেন ? আপনি আবার ছেলের বিয়ে দিন। নতুন বৌমা ঘরে আসুন। সুখী হোন। দূর থেকে আপনাদের সেই সুখের গল্প শুনে আমি ভুলে যাব নিজের দুঃখ।

[প্রস্থান।

মহেন্দ্র। যাক্ একটা আপদ গেল।

সাধু। আপদ নয় মহেন্দ্রবাবু। কমল তোমার বাড়ীর লক্ষ্মী ! আমি জাতে ছোট হলেও তোমাদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, আজ যে সোনার প্রতিমাকে তোমরা বিসর্জন দিলে তার জন্য একদিন তোমাদের সকলকে হাহাকার করে কাঁদতে হবে—হাহাকার করে কাঁদতে হবে ! [প্রস্থান।

দুঃশাসন। চলে গেল ! বৌমা চলে গেল ! আমি শত্রু, না হয় বলেছি

একটা কথা! তা বলে, সেতো আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারতো! একটা অনুরোধও তো করতে পারতো? তা করবে কেন! পরের মেয়ে কি কখনও আপন হয়? তুই এক কাজ কর মহেন্দ্র। এখনও হয়তো তারা বেশী দূর যেতে পারেনি। তুই বরং—

মহেন্দ্র। আমি এখ'ন যাচ্ছি বাবা—

দুঃশাসন। বৌমাকে ফিরিয়ে আনতে?

মহেন্দ্র। না, শিখাকে উদ্ধার করতে।

দুঃশাসন। কিন্তু বৌমা?

মহেন্দ্র। বৌমা মরুক। পরের জন্য যে আপনার মুখের ওপর কথা বলে তেমন বৌকে নিয়ে মহেন্দ্র ঘর করে না।

দুঃশাসন। মহেন্দ্র!

মহেন্দ্র। মনে রাখবেন বাবা। আপনার রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়ার পথে সব চেয়ে বড় বাধা ওই কমললতাই। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক। বৌমাই শিখার মনে স্বদেশী নেশা জাগিয়েছে। পাছে যোগেশের সঙ্গে তার বিয়ে দিই, নিশ্চয়ই সেই জন্য বৌমাই তাকে কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। না—না, কমললতাকে আমি কিছুতেই আর বাড়ীতে স্থান দেবো না।

খেলার বন্দুক নিয়ে স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। তাহলে তোমাকেও আমি কি করবো জান দাদু?

দুঃশাসন। কি?

স্বপন। দুম্ করে দেব।

স্বপন। শীগ্‌গির বল আমার মা কোথায়?

দুঃশাসন। তোর মা?

স্বপন। তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো?

দুঃশাসন। আমি?

স্বপন। আগে বল আমার মা কোথায় ?

দুঃশাসন। বলছি, অত ব্যস্ত কেন ? চল আজ তোকে নিয়ে আমি কোলকাতায় যাবো। হ্যাঁ, কি নিবি বলতো দাদু ? ঘোড়া ? মোটর ?

স্বপন। না—না—

দুঃশাসন। তবে কি চাস ?

স্বপন। চাই আমার মাকে !

দুঃশাসন। তোর মায়ের কথা তুই ভুলে যা ভাই !

স্বপন। ভুলবো বরং তোমাদের !

দুঃশাসন। স্বপন !

স্বপন। আমি মায়ের কাছেই যাবো দাদু ! মা—মাগো।

দুঃশাসন। ওরে তোর মায়ের কাছে গেলে তোকে শুকিয়ে মরতে হবে।

স্বপন। আমি শুকিয়েই মরবো দাদু। তবু মাকে ছেড়ে তোমাদের কাছে থাকতে পারবো না ! [প্রস্থান।

দুঃশাসন। স্বপন ! একি ! এতটুকু একটা ছেলের জন্যে আমার বুকখানা এমন কেঁদে উঠছে কেন ? তবে কি সত্যই আমি ভুল করেছি ? বিদেশী ইংরেজের তোষামোদ করে নিজের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করা কি আমার অন্যায় ? না না কিসের অন্যায় ? কিসের ভুল ? অর্থ, সম্পদ, জমিদারী, পুত্র, কন্যা, এমন কি জীবনের বিনময়েও রায়বাহাদুর আমাকে হতেই হবে—রায়বাহাদুর আমাকে হতেই হবে।

———

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

চন্দনার কক্ষ।

শিখার পশ্চাতে চন্দনার প্রবেশ।

শিখা। কেন আমাকে আটকে রেখেছো; ছেড়ে দাও—দরজা খুলে দাও। আমি বাইরে যাবো।

চন্দনা। অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন দিদিমণি? তোমার তো এখানে কোন কষ্ট হচ্ছে না। কি খাবে? চা আনিয়ে দেব? পাঁউরুটি? কেক?

শিখা। উনোনের ছাই খাবো। শয়তানী, ভাল চাস তো আমাকে যেতে দে।

চন্দনা। আমি তো তোমাকে যেতে দিতেই চাই। কিন্তু কর্তার হুকুম না হলে—

শিখা। কে তোর কর্তা? ডাক তাকে। আমি কথা দিচ্ছি তার ওপর কোন প্রতিশোধ নেবো না। এমন কি যদি চাস আমার গহনাগুলোও আমি তোকে দিতে রাজি আছি। ছেড়ে দে—

চন্দনা। গহনার লোভে কর্তার সঙ্গে বেইমানী করব? তোমায় কোল-কাতায় নিয়ে সাহেব-সুবোদের হাতে তুলে দিতে পারলে গয়নায় কর্তা আমার গা মুড়ে দেবে।

শিখা। কি বললি? আমায় কোলকাতায় নিয়ে যাবে?

চন্দনা। সেই জন্যেই তো তোমাকে এত কষ্ট করে আটকে রেখেছি গো। তা বাপু এখন তুমি নতুন তো, তাই প্রথম একটু আন-কান করছে। দুদিন বাদে গা-সওয়া হয়ে গেলে বুঝবে এই লাইনে কত সুখ।

শিখা। চুপ। উঃ কি স্পর্ধা। এখনও ভাল চাস তো আমাকে ছেড়ে দে, নইলে—

চন্দনা। তোমার বাবা চৌধুরী মশাই বুঝি আমার মাথা নেবে?

শিখা। আমার বাবা ছেড়ে দিলেও প্রকাশ ছাড়বে না। আজ না হোক দুদিন বাদেও তোদের এই আঁস্তাকুড় থেকে সে আমাকে উদ্ধার করবেই। সেদিন—

চন্দনা। কার কথা বললে—প্রকাশ? প্রকাশবাবু? ও হরি তিনিই তো আমার কর্তা গো—

শিখা। চন্দনা!

চন্দনা। জেনেই যখন ফেলেছো লুকিয়ে আর করব কি? তবে আমি বলেছি যেন বল না। তাহলে এত দিনের পীরিত চটকে যাবে। আমিও পথে বসবো।

শিখা। এখনও ভণিতা?

চন্দনা। ভণিতা? ভণিতা করবো কেন! প্রকাশ তো আমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক দিয়ে এখানে আটকে রেখেছে। কি জানি বাবা, কেউ আবার শুনতে পেলো নাতো? তাহলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না।

শিখা। প্রকাশ? না না, এ কি করে হয়? সে যে দেশমায়ের আদর্শ ছেলে! চন্দনা আমাকে ভুল বোঝাসনি। সত্য বল—

চন্দনা। না বাপু, আর বলতে পারবো না। একটু আগেই প্রকাশবাবু এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে।

শিখা। প্রকাশ? না না। [স্বগতঃ] কিন্তু চন্দনার কথা! যদি তাই না হবে, তাহলে—উঃ, ওরা এত নীচের মানুষ? বাইরে দেশপ্রেমিক সেজে ভেতরে এমন জঘন্য প্রবৃত্তি ওদের! চন্দনা তুমি যাই হও, তুমিতো মেয়েছেলে! একজন অসহায় মেয়ের এতবড় সর্বনাশ হতে তুমি দিও না।

নেপথ্যে গোলমাল। দরজা খোলো—দরজা খোলো—

চন্দনা। ওকি! কে? কার গলা? কি সর্বনাশ? তবে কি পুলিশ! ও মা কি করি?

নেপথ্যে যোগেশ। দরজা খোল। নইলে ভেঙে ফেলবো দরজা।

চন্দনা। যাই বাবু যাই— [প্রস্থান।

শিখা। কে? কে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছে? ভুজঙ্গ দারোগা? যোগেশ?

যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। হ্যাঁ যোগেশ। শুধু তোমাকে উদ্ধার করা নয় শিখা, ওদেরও আচ্ছা করে শায়েস্তা করে দিয়ে যাবো। হ্যাঁ—দুর্বৃত্তদের কাউকে তুমি চিনেছো?

শিখা। হ্যাঁ, চিনেছি। তার নামটা মুখে আনতেও এখন আমার ঘৃণা হচ্ছে।

যোগেশ। তবু বলতে হবে। সঙ্গে ভুজঙ্গবাবুও এসেছেন। তার কাছে তোমাকে এজাহার দিতে হবে। আজ তোমাকে গুম্ করতে চেয়েছে, কাল আরও একজনকে করবে। এমনি করে দেশের বুকে ওরা প্রেতের তাণ্ডব চালাবে। আমরা তা কিছুতেই হতে দেব না।

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। দোহাই—দোহাই বাবু, আমি তোমাদের পায়ে ধরছি, আমার কর্তাকে কিছু বলো না। তার কোন দোষ নেই।

যোগেশ। কে তোর কর্তা? সে-ই বুঝি শিখাকে আটকে রেখেছে! বল— শীগ্গীর তার নাম বল, নইলে আমি তোকে—

চন্দনা। [কপট কান্নার ভাণ করতঃ] বলছি বাবু, বলছি—তার নাম— প্রকাশ।

যোগেশ। প্রকাশ! হোয়াট? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি শিখা! প্রকাশ—!

শিখা। হ্যাঁ প্রকাশ। এমন ঘৃণ্য চরিত্র তার, তা যদি আমি আগে জানতুম। না না, আর আমি তাদের ঔদ্ধত্য কিছুতেই সইবো না। প্রকাশ কল্যাবাহিনী সব একদলে। ভুজঙ্গবাবুর কাছে আমি তাদের সব কথা খুলে বলবো।

যোগেশ। নিশ্চয় বলতে হবে। তা'নাহলে; যাক শিখা—তোমার বাবা— চৌধুরী কাকা বড় ভেঙে পড়েছেন। এখানে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। বাইরে আমি গাড়ী এনেছি। চল—

প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। দাঁড়াও। কোথায় নিয়ে যাচ্ছো শিখাকে ?

চন্দনা। এই যে তুমি এসেছো। কেন এলে ? পালাও পালাও।

প্রকাশ। কোথায় পালাবো ? কার ভয়ে ? ঐ লম্পট যোগেশের—

শিখা। লম্পট—যোগেশ না তুমি ?

প্রকাশ। শিখা !

শিখা। ইতর ছোটলোক কোথাকার ? তোমার এত সাহস জমিদার কৃপাসিন্ধু চৌধুরীর মেয়েকে তুমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পতিতাবৃত্তি করাতে চাও ! এই তোমার দেশপ্রেম ? এই তোমার বন্দেমাতরম্ ?

প্রকাশ। শিখা ! কি বলছো ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

শিখা। হয়েছিল তোমাদের কথা শুনে। কিন্তু এখন আমি সুস্থ। কি তা বছো যোগেশ ? ঘাড় ধরে ইতরটাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারছো না ?

যোগেশ। তা কি তোমায় বলে দিতে হবে ? ওরই জন্য আমার মা আমার বোন 'পারেল' হয়ে যাচ্ছে। চল ইডিয়েট্—

প্রকাশ। যোগেশ, মনে হয় পিছনে তুমি একটা ভাল ফন্দি এঁটেছো। কিন্তু তাতেও তুমি আমাদের কায়দা করতে পারবে না। শিখাকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যেতে চাও, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার গায়ে হাত তুলতে এলে—

যোগেশ। কি করবে ?

প্রকাশ। কি করবো ? সেদিন যা পারিনি [পিস্তল দেখাইয়া] আজ এই পিস্তলের গুলীতেই তোমার মত দেশদ্রোহীর মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারব।

ভুজঙ্গর প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। সে চেষ্টা করলে তোমার মাথাটাই আগে উড়ে যাবে। ফেল— পিস্তল ফেল—

চন্দনা। দারোগাবাবু আমার কর্তাকে মেরো না।

প্রকাশ। বাঃ, এদেরও বেশ তৈরী করা হয়েছে দেখছি ! দেশমায়ের মুক্তি

সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য এমন হীন চক্রান্তও আপনারা করতে পারেন!

শিখা। তোমাদের চেয়ে চক্রান্তকারী আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। ভুজঙ্গবাবু, ওদের বাঁচানোর জন্য সেদিন অখিলবাবুকে আমি মিথ্যা বলেছিলাম। আমার বাবার কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে ওরা। ওদেরই জন্য আমি এই নরকের গুহায় বন্দিনী। দেশোদ্ধার ওদের কপটতা। ডাকাতি করে দেশবাসীকে নিঃস্ব-রিক্ত-ভিখারী সাজানোই ওদের কাজ। আপনি নন্দেলালটাকে বেঁধে নিয়ে যান। বজ্রবাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়কেও ওই সঙ্গে—

ভুজঙ্গ। মিস্ চৌধুরী!

শিখা। দুর্বৃত্তদের নামে আদালতে আপনি মামলা দায়ের করুন—আমি হবো ওদের বিপক্ষে প্রথম সাক্ষী। [প্রস্থান।

যোগেশ। বাই দি বাই ভুজঙ্গবাবু! শিখা একা গেল, আমি ওকে তাড়াতাড়ি চৌধুরী কাকার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি। আপনি ইতিমধ্যে প্রকাশকে এ্যারেষ্ট করুন।

ভুজঙ্গ। ঠিক আছে। মিস চৌধুরীকে বলবেন আমি সন্ধ্যের দিকে যাচ্ছি। তাঁর কাছ থেকে এদের সম্বন্ধে আমাকে আরও কিছু জানতে হবে।

যোগেশ। নিশ্চয়ই যাবেন! এই সব সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে দরিদ্র দেশবাসীকে রক্ষা করতে আপনার মত মহানুভব পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমরা সবদাই সহযোগিতা করবো। [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। কি প্রকাশবাবু, বজ্রবাহিনীর আড্ডার খবরটা এবার পাবো কি? প্রশান্ত রায়ের সন্ধান জানাতে এখনও আপত্তি? হাক ঘোষালের গোলা লুট করা চালগুলো কোথায় রাখা হয়েছে?

প্রকাশ। আমায় নিয়ে যেতে চান চলুন, বাজে কথা বলে বিরক্ত করবেন না।

ভুজঙ্গ। বাজে কথা! আচ্‌-ছা! ওয়েল! থানায় নিয়ে গেলে জলন্ত লোহার শিক যখন চোখের ভেতর দিয়ে মাথার খুলুতে ঢুকবে, দেখবো তখন কথা

বেরোয় কিনা! চল্—

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। হুঁশিয়ার! ছেড়ে দাও প্রকাশকে। আমার কামালকে গুলী করে মেরেছো। প্রকাশের গায়ে হাত দিলে আমি এবার তোমার মুণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলবো।

ভুজঙ্গ। ওরে রে শয়তানের বাচ্চা—[সজোরে আকবরকে লাথি মারিল এবং সে পড়িয়া গেল]

প্রকাশ। আকবর চাচা!

ভুজঙ্গ। খবরদার ওকে স্পর্শ করতে পারবে না। চল।

আকবর। প্রকাশ!

প্রকাশ। চাচা! তোমার কামাল গেছে, এবার আমাকেও হয়তো ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে জয়ের মত যেতে হবে। তবে তোমরা ভেঙে পড় না। প্রশান্তদাকে বল, বেকায়দায় প্রকাশ এ্যারেষ্ট হলেও তার দেহে প্রাণ থাকতে কোন কথাই সে প্রকাশ করবে না। যেমন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তেমনি যেন চালিয়ে যায়। আর কিছু না হোক বিদেশীর পা-চাটা কুকুর এই ভুজঙ্গ দারোগা আর ওই যোগেশের মাথাটা কেটে এক দিনের জন্যেও যদি সে পলাশপুর থানার ওপর আমাদের জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারে তাহলে জানবো আমাদের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সার্থক।

আকবর। প্রকাশ, ওরে বাপজান—

প্রকাশ। কেঁদো না, চাচা। বল—বন্দেমাতরম্-বন্দেমাতরম্—

[ভুজঙ্গ দারোগাসহ প্রস্থান।

আকবর। ওঃ বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি কিনা—তাই আমার বুখ থেকে প্রকাশকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তবে আমি ছাড়বো না। ভুজঙ্গ দারোগার মাথাটা আমার চাই-ই।

চন্দ্রা। আর আমার [illegible] বাবং আমার মাথাটা নাও চাচা।

আকবর। চন্দনা—

চন্দনা। হ্যা, টাকার লোভে আমিই প্রকাশবাবুকে পুলিশে ধরিয়ে দিলুম। আমারই জন্য—হ্যা হ্যা, তুমি আমাকে খুন করে যাও চাচা। তাতে হয়তো তোমাদের অনেক পুণ্যি হবে—পুণ্যি হবে।

আকবর। তুই, তোর জন্যই প্রকাশ ধরা পড়লো! ওরে কসবী—তোকে আমি; না—না বজ্রবাহিনীর নেতার হুকুম, দোষ থাকলেও মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে পারবে না। বড় বেঁচে গেলি, বড় বেঁচে গেলি।

চন্দনা। এ বাঁচার চেয়ে মৃত্যুতেও আমার অনেক সুখ।

আকবর। সুখের এখন হয়েছে কি? যেদিন যৌবন থাকবে না, তুফান দারোগার মত বাবুরা যেদিন মুখে লাথি মারবে, সেদিন বুঝবি ক'টা টাকার জন্যে দেশ-মায়ের সঙ্গে বেইমানী করার শাস্তি কি ভীষণ, কি ভীষণ। [প্রস্থান।

চন্দনা। দেশ-মা—দেশ-মা—ওঃ টাকার লোভে আমি কি করেছি? না—না কিসের ভুল? কিসের অন্যায়? আমি পতিতা, আমি বেশ্যা, আমি কি কখনো দেশ-মায়ের কন্যা হতে পারি? দেশ কি আমার মা হতে পারে? পারে না। পারে না। [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

কীর্তিমতীর বাটীর অভ্যন্তর।

হারু ঘোষালের প্রবেশ।

হারু। কই গো বৌঠান? গেলে কোথায়?

কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। কে? ঘোষাল-মশাই! আবার এখানে কি মনে করে?

হারু। আমার যথাসর্বস্ব দেশবাসীকে দান করতে।

কীর্তিমতী। তার মানে?

হারু। মানে আর বুঝলে না? জান তো একেই আমার হয়ার শরীর। তার ওপর সেদিন ওরাই আমার গোলা লুট করে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। ভাবলুম, কে বা কার? সবই যখন অসার, যা দু'চার পয়সা আছে দেশের সেবায় দান করে পরকালের কাজ করি। তুমি কি বল বৌঠান?

কীর্তিমতী। উদ্দেশ্য আপনার মহৎ! তবে—

হারু। না—না, 'তবে' বলে আমাকে আর ভড়কে দিও না। আহা বন্দে-মাতরম্! বঙ্কিমবাবু সত্যই নমস্য ব্যক্তি। দেশ-বন্দনার এমন বাণী লোহাও গলিয়ে জল করতে পারে। কেমন বৌঠান, তাই নয়?

কীর্তিমতী। তাই, কিন্তু—

হারু। কোন 'কিন্তু' আমি শুনবো না বৌঠান। ভুজঙ্গ দারোগা [illegible] হয়েছে শুনে অবধি আমার ব্রহ্মতালু দপ্‌দপ্‌ করছে। প্রতিশোধ নিতেই হবে। তুমি প্রশান্তকে বলে আমায় যা হোক একটা গতি করে দাও!

কীর্তিমতী। আপনি স্বদেশী দলে মিশবেন?

হারু। যদি তুমি দয়া করে—

কীর্তিমতী। ওকথা বলবেন না। দেশকে বিদেশীর শাসন-মুক্ত করতে হলে প্রত্যেকেরই ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা দরকার। সত্যিই যদি আপনার ভুল ভেঙে থাকে, এখনি প্রশান্ত এলে তাকে বলে—

হারু। প্রশান্ত এখনি আসবে ?

কীর্তিমতী। [কথাটা বলে ফেলার জন্য তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া] না, মানে—যদি আসে আমি তাকে আপনার সম্বন্ধে বলবো—

হারু। বিলক্ষণ বলবে ; তবে আসি এখন আমি। আহা বন্দেমাতরম্।
[স্বগতঃ] সঠিক খবর পেয়েছি। এইবার ভুজঙ্গ দারোগাকে জানাতে পারলেই— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার চালের গোলা লুট করার শোধ তুলে তবে ছাড়বো। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা বৌঠান। আসি।

রাধুর প্রবেশ।

রাধু। কিছু পেলেন ঘোষাল মশাই ?

হারু। খবর ?

রাধু। তবে কেন এসেছিলেন ?

হারু। কেন এসেছিলাম ? বৌঠান! রাধুকে তুমিই বুঝিয়ে দাও কেন এসেছিলাম! আহা বন্দেমাতরম্। [প্রস্থান।

রাধু। ওই ইংরেজের দালালটাকে তুমি কিছু বলনি তো মা ?

কীর্তিমতী। হয়তো ওর হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে রাধু।

রাধু। কস্মিন কালেও তা হবে না মা। শকুনি যত উঁচুতেই উড়ুক চোখ পড়ে থাকবে তার ভাগাড়ে। যাক, প্রকাশ ভাই-এর খবর কি ?

কীর্তিমতী। সে নাকি ভুজঙ্গ দারোগার হাতে ধরা পড়েছে!

রাধু। শিখাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ?

কীর্তিমতী। তাইতো শুনলুম! তুমি নাকি চৌধুরীমশাই-এর ওখানে গিয়েছিলে ?

রাধু। না গেলেই ভাল হতো মা।

কীর্তিমতী। কেন? শিখাকে তো ওরা ফিরে পেয়েছে—

রাধু। শিখাকে ফিরে পেলেও তোমার কমললতাকে—

কীর্তিমতী। কি হয়েছে? কমললতাকে—

রাধু। চৌধুরী মশাই তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কীর্তিমতী। তাড়িয়ে দিয়েছেন? কেন?

কমললতার প্রবেশ।

কমল। স্বদেশী-করা-মায়ের মেয়েকে তিনি ছেলের বউ করে রাখতে চান না বলে।

কীর্তিমতী। মহেন্দ্র কিছু বললে না?

কমল। কেন বলবে মা? বাপের মন না রাখলে যদি জমিদারী হাতছাড়া হয়!

কীর্তিমতী। তবু নিজের স্ত্রীকে—

রাধু। ভুজঙ্গ দারোগার গোয়েন্দাগিরি করে করে তার মনুষ্যত্ব বলতে আর কিছু নেই মা!

কীর্তিমতী। বড় লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই আমার মহা ভুল হয়েছিল। সেদিন যোগেশও তোর অপমান মুখ বুজে সইলো?

কমল। সে তো আমার শত্রু।

কীর্তিমতী। জানি ওই গর্ভের কলংকটার জন্যেই বাইরে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হয়। তুই কিছু ভাবিসনি মা। এ ভালোই হলো। বড় লোকের ঐশ্বর্যের খাঁচায় দমবন্ধ হয়ে পচে মরার চেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিস, এবার আয় মায়ে-ঝিয়ে দেশের কাজ করি। ওরা বুঝি খগনকে তোর সঙ্গে আসতে দেয়নি! তাই ঠিক, যদি সে তোর ছেলে হয় তোর কাছে একদিন সে ফিরে নিশ্চয়ই আসবে।

কমল। সেই আশীর্বাদ কর মা। আর কিছুই চাই না। শুধু ঐটুকুই

আমার তপন। স্বপন আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। আমার সময় বলেও আসিনি। তার কত কষ্ট হচ্ছে!

কীর্তিমতী। সহ্য কর মা। আমরা গরীব। আঘাত তো আমাদেরই জন্য। রাধু, বজ্রবাহিনীর আড্ডায় যাও! প্রশান্তকে গিয়ে বল, যেমন করেই হোক প্রকাশকে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

প্রশান্তর প্রবেশ।

প্রশান্ত। হবে।

কীর্তিমতী। প্রশান্ত। সব শুনেছো তো বাবা!

প্রশান্ত। তাই আমি অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠতে চাই মা! ইংরেজের পা-চাটা-গোলাম ভুজঙ্গ দারোগা এতদিন ডাকাত প্রশান্তকে দেখেছে—এইবার দেখবে রণনিপুণ সেনাপতি প্রশান্তকে।

রাধু। তবে কি এবার সামনা-সামনি লড়াই হবে!

প্রশান্ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। সম্মুখ সংগ্রাম। চোরের মত আত্মগোপন করে গোপনে অস্ত্র ফেলে আর লাভ কি! একা প্রকাশ নয়, পরদেশী নিষ্ঠুর শাসকের নির্মম অত্যাচারের হাড়িকাঠ থেকে দেশের হাজার হাজার বীর তরুণদের ছিনিয়ে আনতে আমি ছিঁড়ে ফেলবো ওদের লোহার শিকল—ভেঙে ফেলবো বন্দীশালা। ধুলোয় মিশিয়ে দেব সাম্রাজ্যবাদী দম্ভের পাষাণকারা।

গীতকণ্ঠে ভবানন্দের প্রবেশ।

ভবানন্দ। গীত।

কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী
গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক কে সে রাজা,
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে!
...

বিপ্লবী—৬

ভবানন্দ। আর দেরী নয় প্রশান্ত। কাল সকালেই ওরা প্রকাশকে সদরে চালান দেবে। রাতের মধ্যেই তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়। পলাশপুর থানার পাষাণ পুরী, শত্রুর রক্তে লাল হয়ে যাক। [প্রস্থান।

প্রশান্ত। পলাশপুর থানা—পলাশপুর থানা!

কীর্তিমতী। পলাশপুর থানার হাজতখানা ভেঙে প্রকাশকে উদ্ধার করতেই হবে। এগিয়ে যাও।

প্রশান্ত। আমি মায়ের আশীর্বাদী ফুল আনছি। ভয় কি, জয় তোমাদের অনিবার্য।

মাধু। কমল! আমাদের প্রশান্তদাকে আগে কখনও দেখেছিলে?

কমল। নামই শুনেছি দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম।

প্রশান্ত। তুমিই বুঝি কমললতা! মহেন্দ্রের স্ত্রী!

কমল। স্বামীর পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়।

প্রশান্ত। বেশ তো, এখন থেকে দেশ-মায়ের মেয়ে বলেই পরিচয় দিও। মাধু, রাত্রি বারোটায় থানা আক্রমণ করা হবে। তোমরা তার আগে জনবাহিনীর অফিসে গিয়ে মিলবে।

মাধু। আক্রমণটা কিভাবে হবে দাদা!

প্রশান্ত। খুব দামী কথা বলেছো। বাইরে থেকে আঘাত হেনে অত-গুলো সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে কায়দা করা সম্ভব নয়। তবে খুব সহজে সাফল্য হয় যদি ওদের ব্যারাকে গোটা দুই হেণ্ড বোম চার্জ করা যায়। আর সেই সঙ্গেই আমরা যদি বাইরে থেকে এ্যাটাক্ করতে পারি। কিন্তু সেন্ট্রির চোখে ধুলো দিয়ে ব্যারাকের মধ্যে যাবে কে?

মাধু। সে ভারটা আমাকেই দাও না দাদা!

প্রশান্ত। তুমি! না, তুমি পারবে না।

মাধু। কেন! আমার হাত নেই বলে?

প্রশান্ত। না না, সেজন্যে নয়। তোমাকে ওরা চেনে। তাছাড়া সেন্ট্রির চোখে ধুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। কোন বাচ্চা ছেলে হলেই ভাল হয়।

কিন্তু তোমার ছেলে কে আছে।

স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। আমি আছি।

কমল। স্বপন! তুই এখানে?

স্বপন। বা রে! তুমি চলে এলে, আমি বুঝি সেখানে একা থাকবো?

প্রশান্ত। তোমার ছেলে কমল?

কমল। হ্যাঁ, আমার ছেলে। আমার স্বপন।

প্রশান্ত। যেন একটি বর্জের কথা। তুমি পারবে খোকন? পুলিশ থানাকে বোম চার্জ—না না, তোমাকে—

স্বপন। কেন পারবো না! ছেলেমানুষ বলে? দেখবে [বন্দুক বাহির করিয়া] এই দেখ—ওই ভুবন দারোগাকে সামনে পেলে—

প্রশান্ত। কি করবে?

স্বপন। গুম্ করে দেবো।

প্রশান্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীনের দেশের ছেলেরা এমনিই হয়। জান কমল, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায় একটুকু ছেলেও পিঠে ডিনামাইট বেঁধে শত্রুর ট্যাঙ্কের তলায় শুয়ে পড়ে। এ যে মাটির গুণ—এ যে দেশমাতার ডাক!

কমল। না না, ওসব কথা বলবেন না। আমার স্বপন—স্বপন আমার বাবা।

স্বপন। আমি তোমার সঙ্গে যাব না মা।

কমল। তবে কোথায় যাবি?

স্বপন। আমি যাবো পুলিশ থানাকে। দাও, বোমা দাও।

রাধু। সেখানে গেলে তুমি আর ফিরে আসতে পারবে না স্বপন।

স্বপন। কেন? ওরা আমাকে মেরে ফেলবে?

প্রশান্ত। কেউ তোমাকে মারতে পারবে না খোকন। তুমি অমর, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। যুগ যুগান্তরের ইতিহাসে বেঁচে থাকবে তোমার কীর্তি অমর অনির্বাণ হয়ে।

স্বপন। তবে আর কি? আমার আর কোন ভয় নেই। তুমত দারোগা মরবে তো? কি মজা!

কমল। স্বপন!

স্বপন। ওকি মা! তুমি কাঁদছো কেন? আমাকে যেতে দেবে না? তবে এই আমি চললুম, আর তোমার কাছে আসবো না।

প্রশান্ত। দাঁড়াও খোকন! কমল! দেশের কোটী কোটী সন্তানকে স্বাধীনতার আলোর ভরাতে তোমার একটি সন্তানকে তুমি কি পার না মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে?

কমল। না, আমি পারি না। আমি যে মা! আমাকে ক্ষমা করুন!

মাধু। আমিও বলছি দাদা দুঃখিনী কমলের ওই ছেলেটুকুই ভরসা।

প্রশান্ত। ওই মায়ার অগ্নিকণাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার শক্তি রাখে মাধু। কমল, ভাল করে ভেবে দেখ। তোমার স্বপনের মত কত শত স্বপনকে পায়ের তলায় পিষে যারা মেরেছে সেই বর্ব্বর ইংরেজের উপর প্রতিশোধ নেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? একটা পুত্র না থাকলেও কোটী কোটী পুত্র যে তোমায় 'মা' বলে ডাকবে! দাও কমল, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। দাও—দাও, তোমার স্বপনকে দাও—

কমল। ভিক্ষা! নিজে রিক্ত হয়ে আর একজনকে সর্বস্ব দান! নিজে কেঁদে পরের হাসি ফোটানো? ওকি? কে? ক্ষুদিরাম! প্রফুল্ল চাকী! বাঘা যতীন! তোমরা কেন এসেছো? ওকি! তোমাদের পিছনে কে ওই এলোকেশী! চোখ দুটো জলে ভরা! সারা গায়ে চাবুকের কত! মা! দেশ মা? জন্মভূমি মা! তুমি চাইছো আমার স্বপনকে! হ্যাঁ হ্যাঁ, দেব—নিশ্চয়ই দেব। আমি যে সারা ভারতের মা! নিজের হাতে ছেলেকে রণসাজে সাজিয়ে দিতে পারবো—নিশ্চয়ই পারবো।

প্রশান্ত। বন্দেমাতরম্! মাধু, স্বপনকে নিয়ে আমাদের অফিসে যাও।

স্বপন। মা, কেঁদো না। তুমি খাবার করে রেখো। আমি এসে পেট ভরে খাবো।

রাধু। দাদা!

প্রশান্ত। আঃ, দেরী করো না। নিয়ে যাও।

রাধু। এসো খোকন। দাদা, আপনি নিষ্ঠুর—আপনি পাষাণ।

[স্বপন সহ প্রস্থান।

প্রশান্ত। আমি নিষ্ঠুর! আমি পাষাণ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কমল। স্বপন! উঃ বুকটা এমন জ্বালা করছে কেন? না-না, আমি ভুল করেছি। স্বপনকে আপনি ফিরিয়ে দিন। হ্যাঁ, আমি ওকে যেতে দেব না। স্বপন ফিরে আয়—ফিরে আয়। [প্রস্থানোদ্যত।

প্রশান্ত। [কমলের হাত ধরিয়া] কোথা যাও কমল! কোন কিছু দেশ-মাতৃকার চরণে একবার উৎসর্গ করে আর তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

কমল। কেন আপনি আমার হাত ধরলেন? হাত ছাড়ুন। আমি পর-স্ত্রী। আমাকে স্পর্শ করার কি অধিকার আপনার আছে?

প্রশান্ত। চুপ, চীৎকার কর না। অধিকার আছে বলেই আমি তোমার হাত ধরেছি।

কমল। না না, সে অধিকার আমার স্বামী ছাড়া আর কাউকে আমি দিইনি।

প্রশান্ত। কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

কমল। সাবধান শঠ। বল্ দেশভক্তের ছদ্মবেশে কে তুই লম্পট!

প্রশান্ত। [মুখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও কালো চশমা খুলিয়া ফেলিতে মহেন্দ্রকে দেখা গেল] এ লম্পট তোমার অপরিচিত নয়।

কমল। তুমি—তুমি!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ কমল আমি! বিদেশীর করুণাশ্রিত আমার বাবা, আর পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই একদিকে সেজেছিলাম মাতাল আর ভুবন দারোগার গোয়েন্দা মহেন্দ্র। আর একদিকে সেজেছি যুববাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়। স্বপনের ওপর তোমার আমার সমান অধিকার আছে বলেই তো তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছি!

কমল। তুমি? এতদিন আমি যে তোমাকে ঘৃণা করেছি! কত কটু কথা বলেছি। তুমিই বজ্রবাহিনীর নেতা প্রশান্ত রায়! তুমিই দেশ মায়ের অজেয় সৈনিক। আজ আমার কোন দুঃখ নেই।

মহেন্দ্র। দুঃখের সংঘাতে ভেঙে পড়া আমাদের চলবে না কমল। আমার কথায় বজ্রবাহিনীর শত শত ছেলে যেখানে মৃত্যুর গুহায় ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছে, সেখানে আমার একটা ছেলেকে আমি কি বুকে লুকিয়ে রাখতে পারি? তা পারি না। এসো চোখের জল মুছে জন্মভূমি মায়ের কাছে দুজনে প্রার্থনা জানাই, খোকার আত্মবলিদান যেন ব্যর্থ না হয়। পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে ভারত মাতার কণ্ঠে স্বাধীনতার জয়মাল্য পরাতে ওই শিশু-শহীদের বুকের রক্তেই যেন জেগে ওঠে ভারতবর্ষের কোটি কোটি দামাল ছেলে।

টুটুলের প্রবেশ।

টুটুল। শুধু দামাল ছেলেরা জেগে উঠলেই হবে না দাদা। সকলের আগে দেশ থেকে মীরজাফরদের উচ্ছেদ করতে না পারলে—

মহেন্দ্র। [চকিতে মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি লাগাইয়া ও চোখে চশমা পরিয়া] যাক্, কিছু খবর আছে নাকি?

টুটুল। জরুরী খবর। খুনে দারোগা দলবল নিয়ে এলো বলে।

কমল। সেকি! এখানে?

মহেন্দ্র। আমি এসেছি, খবর পেলে কি করে?

টুটুল। মনে হচ্ছে কিছু আগে আমার শ্রীমান বাবা এখানে এসে সব দেখে গেছেন।

মহেন্দ্র। তোমার বাবা!

টুটুল। দারোগা সাহেবের সঙ্গে ফিসফাস করতে দেখে তাইতো বুঝলাম! যাক্, তুমি পথ দেখ দাদা। আমি রাত্রি ফুরোবার আগেই তোমার [illegible]।

মহেন্দ্র। খুনে দারোগার সঙ্গে কি অনেক পুলিশ আছে?

তুতুল। এক গাড়ী। বেশ দাদা, এক্কাদলা ধরা পড়েছে, আবার তুমি যেন ফাঁদে পা দিও না, তাহলে আমার অনেক সাধে বাদ পড়বে।

মহেন্দ্র। কি সাধ তোমার?

তুতুল। থানার বাবোটা বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবার মাথাটাও আমি আমি আনুকাব্‌লি করে ছাড়ব।

কমল। অর্থাৎ—হত্যা!

তুতুল। দেশের সঙ্গে যে বেইমানী করে, সে বাপ নয় দিদি—বাঘ। তাকে না মারলে পাপ হয়। আচ্ছা দাদা, আমি আসি। [প্রস্থান।

মহেন্দ্র। তাইতো! এত সহজে—

[নেপথ্যে জুরুদ দারোগার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নেপথ্যে জুরুদ। বাড়ীতে কে আছো, দরজা খোলো।

মহেন্দ্র। ইস্, ওরা যে এসে গেছে। বাড়ীও হয়তো ঘিরে ফেলেছে। কমল, তুমি একখানা ধুতি আনতে পারো?

কমল। ধুতি?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ। যেমন করে হোক ওদের চোখে ধুলো দিতে পারলে—

কমল। তাতে কি সুবিধা হবে?

একখানা ধুতি লইয়া কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। সুবিধা করে নিতেই হবে। এই নাও বাবা ধুতি। তুমি তৈরী হও—আমি ওদের কিছুক্ষণ আটকে রাখছি। [ধুতি দিয়া প্রস্থান।

কমল। একলাভাবে তুমি কেন এলে? পুলিশের হাতে ধরা পড়লে—

মহেন্দ্র। [পোষাক খুলিয়া ধুতি পরিতে পরিতে] ধরা পড়ে ফাঁসীর দড়িতে ঝোলবার ভয় আমার নেই কমল। জীবন আমাদের কাছে খোলামকুচি। তবে কিরকটা-বানচাল হয়ে যাবে এই যা—[ধুতি পরিল এবং গায়ে হাফ শার্ট চড়িল। ফুলের ক্রেক-কাট দাড়ি, চশমা ইত্যাদি প্রশান্ত-রূপের সমস্ত পোষাকগুলি খুলিয়া

কমলের হাতে দিয়া] যাও কমল, এগুলো পাশের ঘরে সাবধানে রেখে মাকে ওকের আসতে দিতে বল। [কমলের প্রস্থান।

মহেন্দ্র। [উচ্চৈঃস্বরে] চাবকে ঠাণ্ডা করবো—চাবকে ঠাণ্ডা করবো। আমার স্ত্রী হয়ে স্বদেশী গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দেওয়া!

ভুজঙ্গ ও অখিল সহ কমলের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। কই—কোথায়? আরে, মহেন্দ্রবাবু যে! আপনি কখন এলেন?

মহেন্দ্র। আপনাদের আগেই খবর পেয়ে এসেছি মশাই। ওঃ এত করে বলছি, প্রশান্ত রায় কোথায় আছে সন্ধানটা বল, কিছুতেই বলবে না! স্ত্রী তো নয় দুধ কলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষেছিলুম, বুঝেছেন! দেখুন আপনি চেষ্টা করে, যদি পারেন কথা বার করতে। আমাকে আবার এখন সদরে যেতে হবে। চ'ল, কেমন? [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। এমন খাটী মানুষের স্ত্রী হয়ে কেন চালাকী করছেন মিসেস চৌধুরী? ভেবে দেখেছেন আপনার জন্যে আপনার স্বামী-শ্বশুরের উঁচু মাথা কতটা নীচু হচ্ছে! বলে দিন, প্রশান্ত রায়কে কোন ঘরে লুকিয়ে রেখেছেন!

কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। তোমাকে তো বলছি বাবা, প্রশান্ত আমাদের এখানে আসেনি। তবু তুমি—

ভুজঙ্গ। থামুন। অখিল, সব ঘরগুলো 'সার্চ' করে এসো তো!

[অখিলের প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। মিসেস চৌধুরী, বুঝে দেখুন। আপনার শ্বশুর 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাবেন।

কমলা। তাতে তোমার কি?

ভুজঙ্গ। স্বামীর অবাধ্য হওয়া আপনার কি উচিত?

কমলা। সেটা আমার স্বামীই বুঝবেন?

ভুজঙ্গ। তা নয়। আপনার ভালোর জন্যেই বলছি। যতই গোপন করুন, প্রশান্তকে আমি ধরবই। বিশস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি—

অখিলের পুনঃ প্রবেশ।

অখিল। দেখে এলুম স্যার।

ভুজঙ্গ। দেখেছো? সব ঘরগুলো? ভাল করে? আছে?

অখিল। আছে।

ভুজঙ্গ। প্রশান্ত আছে?

অখিল। না স্যার।

ভুজঙ্গ। তবে যে বললে—আছে?

অখিল। থালা ঘটি বাটী কাপড়-চোপড় এই সব, আবার কি?

ভুজঙ্গ। তোমাকে কি আমি ওই সব দেখতে বলেছিলুম?

অখিল। প্রশান্তকে দেখতে না পেলে কি করবো বলুন?

ভুজঙ্গ। অসভ্য! গেল কোথায় লোকটা?

কীর্তিমতী। আমরা তো বলছি বাবা!

ভুজঙ্গ। শুনুন। মিষ্টি কথায় ভুজঙ্গ ভুলবে না। আপনাদের এখানে যে স্বদেশী গুণ্ডাদের আড্ডা বসে, এটা আমাদের অজানা নেই। তিন জনের মধ্যে যদি প্রশান্ত রায়ের সন্ধান না বলেন, তাহলে মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বা শাশুড়ী বলে আমি আপনাদের ক্ষমা করবো না।

কমল। জেলে পাঠাবেন?

ভুজঙ্গ। সে তো পরের কথা। তার আগে অকথ্য নির্যাতন—

[প্রস্থান।

অখিল। আমিও বলে যাচ্ছি। নির্যাতনের পরেও প্রশান্ত রায়ের সন্ধান না বললে—

কীর্তিমতী। তুমি কি আমাদের গুলী করবে?

অখিল। গুলী নয়, শ্রদ্ধায় আসনে বসিয়ে অন্ততঃ আমি আপনাদের পূজো

করবো না।

কমল। অখিলবাবু! আপনি দারোগা—

অখিল। দারোগা হলেও আমি অমানুষ নই বোন। নিমকের ঋণ শোধ করতে আমার দেহ বিদেশীর গোলামী করলেও, মনে মনে দেশবাসীর মুক্তি সংগ্রামকেই সমর্থন করি। [প্রস্থান।

কীর্তিমতী। পুলিশের মধ্যেও যখন চেতনা এসেছে তখন ইংরেজের আর বেশী দিন নয়।

কমল। মা, প্রশান্ত রায়—

কীর্তিমতী। যে মহেন্দ্র—তা আমি অনেক দিনই জেনেছি মা—

কমল। কিন্তু ওরা মদনকে নিয়ে গেল।

কীর্তিমতী। বুকটা বড় ফাঁকা লাগছে; আয়, মহাভারতের অভিমন্যুর যুদ্ধ-যাত্রার অধ্যায়টা পড়ে শোনাচ্ছি—মনে বল পাবি। [কমল-সহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। বাপ! বড়লোকের বাড়ীতে আসাই দু'শো ঝকমারী। কেন এসেছো? কি দরকার? দারোয়ানদের কাছে এই সব জবাবদিহি করতে করতে নাজেহাল। এদূর তো অনেক কষ্টে, বাইরের মহল পেরিয়ে এলাম জমিদারবাবুর মেয়ে কোন ঘরে থাকে তাই বা কে জানে?

যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। কে? চন্দনা? কি দরকার জমিদারবাবুর মেয়েকে? তুমি এখানে কেন? ভূষণবাবু তোমাকে টাকা দেয় নি?

চন্দনা। সে টাকা আমি তার নাকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে এসেছি।

যোগেশ। মানে! কত টাকা তোমাকে দেবার কথা ছিল!

চন্দনা। যত টাকাই হোক। পরের সর্বনাশ-করা-টাকা আমি চাই না।

যোগেশ। পরের! কি বলছো! তুমি তো আমাদের উপকার করেছো!

চন্দনা। কিন্তু প্রকাশবাবুদের যে সর্বনাশ করেছি তা আমার জানতে বাকী নেই।

যোগেশ। তোমার চোখ ফুটেছে দেখছি!

চন্দনা। কেন ফুটবে না? আপনাদের মত চোখ থাকতে কাণা তো নই? পতিতা হলেও, তবু এই দেশেরই মেয়ে তো?

যোগেশ। কেন এসেছো এখানে?

চন্দনা। আপনাদের জালিয়াতির কথা জমিদারবাবুর মেয়েকে জানিয়ে দিতে এসেছি।

যোগেশ। বটে! এখনি ফিরে যাও। জমিদারবাবুর মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে না।

চন্দনা। দেখা হবে না!

শিখার প্রবেশ।

শিখা। না! কেন এসেছিস? তোর সাহস তো কম নয়? কে পাঠিয়েছে তোকে?

যোগেশ। বজ্রবাহিনীর নেতা প্রশান্ত নিশ্চয়ই!

চন্দনা। যোগেশবাবু!

যোগেশ। পতিতারা যে এমন 'ফিউরিয়াস' হয় তা আমি জানতাম না শিখা!

শিখা। দারোয়ান ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দাও।

চন্দনা। শুধু বার করে দেওয়া কেন দিদিমণি! ইচ্ছে হয় আমাকে জুতো পেটা কর। কিন্তু আমার কথাগুলো—

শিখা। ঘৃণ্য পতিতার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।

চন্দনা। শুনবে না? আমার কথা শুনবে না?

যোগেশ। না না, যা—দূর হ'—

চন্দনা। যাচ্ছি—তবে তুমিও মনে রেখো যোগেশবাবু, পাপ কখনও চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তোমাদের কথা বাইরে প্রকাশ করে যদি তোমার আর ওই দুজন দারোগার মুখে চুনকালী মাখাতে না পারি তাহলে চন্দনা বাপের বেটীই নয়।

যোগেশ। আমি তোকে জুতো পেটা করবো।

চন্দনা। চন্দনা বাজারের মেয়ে দিদিমণি। পুরুষের ধমকিতে সে ডরে

পেছিয়ে যেতে জানে না। যোগেশবাবুকে সামলে রাখবেন, নইলে জুতোর উত্তর উনি জুতোতেই পাবেন। [প্রস্থান।

যোগেশ। কি ? এতদূর ? রামসিং তেওয়ারী—

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। আবার রামসিং তেওয়ারীকে কেন বাবাজী!

যোগেশ। চন্দনাকে ধরে আনবে। আমি তাকে চাবুক মারবো!

গণপতি। কেন ? তোমাকে জুতো মেরেছে বলে ?

যোগেশ। মেরেছে কোথায় ? মারবো বলেছে।

গণপতি। ও মারবো বলাও যা মারাও তাই। ইস্ বাজারের বেশ্যা তোমাকে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দিল, তাও আবার তাদীর সামনে ? তুমি মুখ দেখাচ্ছো কি করে বাবাজী। আমরা হলে—

শিখা। মামা! তুমি চন্দনাকে ডেকে আনতে পারো ?

গণপতি। যদি আবার বাবাজীকে জুতোয় ?

যোগেশ। গণপতি মামা—

শিখা। আচ্ছা থাক। কিন্তু চন্দনা কেন এসেছিল ?

যোগেশ। বললাম তো। প্রশান্ত ওকে পাঠিয়েছে।

শিখা। প্রশান্ত!

যোগেশ। প্রশান্তকে জব্দ করতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না শিখা। তুমি যদি ওদের আড্ডার সন্ধানটা বলে দাও।

শিখা। আমি ?

কৃপাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

কৃপাসন। এই যে শিখা, যোগেশ—তোমরা দুজনেই আছো। আমি ভেবে দেখলাম তত কাজে দেরী করা আর উচিত নয়।

শিখা। বাবা!

দুঃশাসন। [illegible] তোকে ডাকাতরা যেভাবে লুটে নিয়ে গেল, তারপর আমি তোকে আর অনূঢ়া রাখতে পারি না মা! আজই মহেন্দ্রকে কোলকাতায় পাঠিয়ে বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলবো। গণপতি! তুমি পুরোহিত মশাইকে খবর দাও। তিনি আশীর্বাদের দিন দেখুন! ওই সঙ্গে বিয়ের দিনটাও যেন তাড়াতাড়ি ঠিক হয়—বুঝেছো?

গণপতি। সে না হয় যাচ্ছি—কিন্তু বিয়ের আগে একটা মতামত নেওয়া তো দরকার!

দুঃশাসন। কার মতামত? যোগেশের?

গণপতি। বাবাজী যে হাত-পা ধুয়ে বসে আছে তা আমি জানি। আমি ভাইীর কথা বলছি।

দুঃশাসন। মানে তুমি বলতে চাও যোগেশের সঙ্গে বিয়েতে শিখা অমত করবে?

শিখা। না বাবা, তোমার মতই আমার মত, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তুমি যারই হাতে আমাকে দান করবে সে যত অপদার্থ হোক, তার সঙ্গে গেঁথে নেবো আমার জীবন। হ্যাঁ, তবে একটা কথা, আমার বিয়েতে বৌদি আর তপনকে আমি ফিরিয়ে আনতে চাই।

যোগেশ। কি বলছ শিখা! চৌধুরীকাকা যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন—

গণপতি। সে তো তোমারই বোন বাবাজী।

যোগেশ। আমি তাকে বোন বলে আর স্বীকার করি না।

দুঃশাসন। আমি কিন্তু তাকে আমার বৌমা বলে এখনও স্বীকার করি।

শিখা। তাহলে কালই আমি তাদের ফিরিয়ে আনবো।

যোগেশ। যদি না আসে?

শিখা। বৌদির পায়ে ধরে সাধলেও কি আসবে না?

যোগেশ। তুমি কমলের পায়ে ধরবে!

শিখা। ধরলে মান যাবে না যোগেশ। গরীবের মেয়ে হলেও সে যে আমার বড় ভাই-এর স্ত্রী, মায়ের মত!

যোগেশ। কিন্তু তোমার এখুনি আমার সঙ্গে একবার থানায় যেতে হবে।

শিখা। কেন? একাদের বিপক্ষে এজাহার দিতে?

যোগেশ। হ্যাঁ, সেই ব্রহ্মবাদিনীর আত্মার সম্মানও দিতে!

শিখা। যারা যারা সরকারী টাকায় যারা ফুর্তী লোটা করছে, পারে সম্মান তারা নিজেরাই করে নিক। আমি ওদের মধ্যে নেই।

দুঃশাসন। শিখা!

শিখা। তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়ে গেছে বাবা, দেরী কর না।

দুঃশাসন। গণপতি, তুমিও কাল সকালে শিখার সঙ্গে গিয়ে বৌমার মাকে নিমন্ত্রণ করে এসো।

গণপতি। যে আজ্ঞে!

যোগেশ। আমার মাকে?

দুঃশাসন। যত অপরাধীনীই হোন, তিনি আমার কুটুম্ব।

যোগেশ। কিন্তু আমার মা, কমল ও স্বপন এরা যদি আসে—

গণপতি। তোমার অসুবিধা কি বাবাজী?

যোগেশ। অসুবিধা আমার নয়, বরং অসুবিধা হবে চৌধুরী কাকার।

দুঃশাসন। যোগেশ!

যোগেশ। আপনি বলেছিলেন শিখার বিয়ের দিনই—

দুঃশাসন। ঈশ্বরপুরের জমিদার ত্রিগুণা রায়ের মেয়ের সঙ্গে মহেন্দ্রের বিয়ে দেব।

যোগেশ। আমিও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি।

দুঃশাসন। বেশ তো, তাদের বলে এসো।

যোগেশ। ওই দিনই বিয়ে হবে?

দুঃশাসন। না, তাঁরা যেন মেয়েকে অন্য পাত্রে দান করেন।

যোগেশ। কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি।

দুঃশাসন। তোমার কথা রাখতে বোকা আর বাদুড়াই স্বপনকে আমি পথে নামিয়ে দেবো বলতে চাও?

যোগেশ। কিন্তু মহেন্দ্ররা কমলকে ঘরে নেবে না।

ভুজঙ্গ। না নেয়, মহেন্দ্রকে আমি ত্যাগ করতে পারি যোগেশ, কিন্তু বৌমাকে নয়।

যোগেশ। চৌধুরী কাকা!

ভুজঙ্গ। ভুলে যেও না যোগেশ, ইংরেজদের দেওয়া রায়বাহাদুর খেতাবের লোভে স্বদেশীওয়ালাদের আমি শত্রু ভাবলেও, বৌমাকে দেখতে না পারলেও, আমার নাতজামাই কমলকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার রক্তের সম্পর্ক। তাই খিদের জ্বালায় সে কাঁদলে তোমাদের কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু সেই শিশুমনের নীরব অভিশাপে ঐশ্বর্যের প্রাসাদ শুদ্ধ এই ভুজঙ্গ চৌধুরীও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—ছাই হয়ে যাবে। [প্রস্থান।

যোগেশ। নাতির ওপর খুব টান দেখছি!

গণপতি। তোমার ওপরই বা টানটা কম কি? অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা! ভাগ্য বলতে হয় তোমার!

যোগেশ। ঠাট্টা-তামাশা করছো?

গণপতি। বিয়ের পর তো করা চলে না, তখন তুমি হবে আমার ভাগ্নী-জামাই। তবে একটু সাবধানে থেকো বাবাজী। একেই তো প্রশান্ত চড় মেরে দাঁত কটা আলগা করে দিয়েছে, তার ওপর বাগে পেলে চন্দনাও যদি জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেয়!

যোগেশ। গণপতি মামা—

গণপতি। আবার তোমার মা যখন আসছেন, তিনিও সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না। কাজেই—

যোগেশ। থামো ইতর।

গণপতি। ইতরের ভাগ্নীকে যে বিয়ে করে, সেও কি আর মানুষ বাবাজী!

[প্রস্থান।

যোগেশ। মা আসছে। কমললতাও আসছে। এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হলেই বাঁচি। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

থানা প্রাঙ্গণ।

অহীনের প্রবেশ।

অহীন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' কে বলেছে জান? ওই যে, কি নাম তাঁর? হাঁ সুভাষচন্দ্র। বাহাদুর ছেলে বাবা। ওই দেখ, আজাদ হিন্দ ফৌজ মার্চ করে এগিয়ে আসছে। বি কেয়ারফুল শয়তানের দল। এইবার তোমাদের জানও ছাড়তেই হবে।

ভুজঙ্গ দারোগার প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। চোপরাও শুয়ার। এটা কি যাত্রাদের আড্ডাখানা?

অহীন। এঁ্যা? গিভ মী টু পাইস্।

ভুজঙ্গ। আগে মুক্তিবাহিনীর সন্ধানটা বলে দে।

অহীন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলে দেব।

ভুজঙ্গ। দিবি? বল? আমি তোকে মোটা রিওয়ার্ড দেওয়াবো। বল্ কোথায় থাকে তারা?

অহীন। কারা বলতো?

ভুজঙ্গ। ওই মুক্তিবাহিনীর লোকেরা!

অহীন। তারা?

ভুজঙ্গ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, কোথায় থাকে?

অহীন। জাহান্নমে।

ভুজঙ্গ। খবরদার!

অহীন। তুমিও কি-কেয়ারফুল। সে আসছে—

ভুজঙ্গ। কে?

অহীন। তোমার যম—

ভুজঙ্গ। অহীন রায়—

অহীন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কুইট ইণ্ডিয়া—কুইট ইণ্ডিয়া। জয়হিন্দ—বন্দে-মাতরম্। [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। এমন ড্রাং মের্ফিলিন্ খাওয়ানোর পরও দেখছি ষ্টুপিডটা পাগল হয়নি! আমি ওকে এবার গুলি করবো। [পিস্তল ধরিল]

ঠিক সেই মুহূর্তে হারু ঘোষালের প্রবেশ।

হারু। করেন কি স্যার! আমি যে হারু ঘোষাল!

ভুজঙ্গ। ঘোষাল মশাই!

হারু। ইয়েস্, আপনার সেবেণ্ডো!

ভুজঙ্গ। তুমি একটি হোপ্‌লেস্।

হারু। কেন স্যার?

ভুজঙ্গ। তোমার কথামত গিয়ে প্রশান্তকে পেলুম কই!

হারু। লোকটা উবে গেল নাকি?

ভুজঙ্গ। উবে যায়নি। ওই মহেন্দ্রর শাশুড়ী আর বউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

হারু। আপনি থাকতে—

ভুজঙ্গ। আমি কি করবো?

হারু। যাহোক একটা ব্যবস্থা করুন। নইলে, আমাকে যে পথে বসতে হয়!

ভুজঙ্গ। পথ ছেড়ে তুমি ভাগাড়ে যাও। জার্মানীর কাছে ইংরেজ হেরে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র এগিয়ে আসছে। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিয়েছে সাত দিনের মধ্যে প্রশান্তকে এ্যারেষ্ট করতে না পারলে হয়তো চাকরীও থাকবে না। সে কথাটা ভেবে দেখেছো?

হারু। আমি বলি কি ওই প্রকাশ্যেই একটু বেশী করে ড্রাগ দিয়ে—

ভুজঙ্গ। হবে না—হবে না। ঘোড়াটার গায়ে সপাসপ চাবুক। এত মার খাচ্ছে, তবু না-কে হ্যাঁ করে না!

হারু। আর একবার চেষ্টা করে দেখুন না?

ভুজঙ্গ। শাট্‌ চাপ্‌ বলছো?

হারু। ইয়েস্‌।

ভুজঙ্গ। অখিল—অখিল।

অখিলের প্রবেশ।

অখিল। ডাকছেন স্যার?

ভুজঙ্গ। প্রকাশকে নিয়ে এসো।

অখিল। এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছেন।

ভুজঙ্গ। নিয়ে এসো। হান্টার লাগিয়ে ঘুম ছাড়িয়ে দিচ্ছি!

অখিল। আবার চাবুক মারবেন?

ভুজঙ্গ। সেই সঙ্গে গরম শিক ও ছ্যাঁকা দোব।

অখিল। তার চেয়ে গুলী করে মারলেই তো হয়!

হারু। প্রকাশের ওপর ছোটবাবুর দরদ আছে দেখছি।

অখিল। মানুষ হলে আপনারও থাকতো।

হারু। আমি কি মানুষ নই?

অখিল। না, আপনি বনমানুষ। [প্রস্থান।

হারু। দেখলেন স্যার? আমাকে বনমানুষ বললে!

ভুজঙ্গ। রাগ করছো নাকি?

হারু। রাগ? আপনাদের ওপর? ছিঃ-ছিঃ! তা আমি পারি? আপনারা হলেন আমার ফেরেস্তো। আচ্ছা স্যার প্রকাশ এলে আপনি হাতের সুখ করুন। আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে একটু জিরিয়ে নিই গে। রাত্রি অনেক হলো। প্রায় বারোটা।

ভুজঙ্গ। প্রকাশ হার—প্রকাশ হার। একটা মানুষ। অততো পুলিশ-

গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে দিনের পর দিন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ—

পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় পাথরের মত প্রকাশের প্রবেশ। তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন।

এই যে প্রকাশবাবু আসুন। আপনার কাঁচা ঘুম ভাঙাতে হলো, তার জন্য আমি দুঃখিত।

প্রকাশ। আর কিছু বলবেন!

ভুজঙ্গ। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি প্রকাশবাবু, বজ্রবাহিনীর আড্ডার সন্ধানটা বলে দিন আর প্রশান্ত রায়কে ধরিয়ে দিন।

প্রকাশ। তারপর?

ভুজঙ্গ। ভাবছেন বজ্রবাহিনীর লোকেরা জানতে পারলে আপনার ওপর ক্ষেপে যাবে? জানবে কি করে? আমরা নাম বলবো না।

প্রকাশ। আপনারা মহানুভব।

ভুজঙ্গ। বিশেষ করে আপনারা ইয়ং ম্যান, লেখাপড়া যথেষ্ট শিখেছেন, কেন কতকগুলো বদমায়েসের জন্যে নিজের ফিউচার অন্ধকার করছেন?

প্রকাশ। আপনি আমার ফিউচার আলো করে দেবেন?

ভুজঙ্গ। অফ কোর্স। সরকারকে বলে এমন রিওয়ার্ড আপনাকে পাইয়ে দেব, সারা জীবন বসে খেলেও ফুরোবে না।

প্রকাশ। তাই নাকি?

ভুজঙ্গ। বলুন তাহলে বজ্রবাহিনীর সন্ধান!

প্রকাশ। আমি জানি না।

ভুজঙ্গ। আপনি জানেন।

প্রকাশ। জানলেও বলবো না।

ভুজঙ্গ। প্রকাশ—

প্রকাশ। সাবধান দেশদ্রোহী! কৌশলে আমাকে লম্পট সাজিয়ে মত

সকলে এ্যারেষ্ট করেছো, ভেবেছো ওত সহজে আমার মুখ থেকে কথা বার করবে! প্রকাশ। জন্মভূমিকে তোমরা না চিনলেও আমরা চিনেছি। তাই যে মাটিতে আমাদের জন্মগত অধিকার; যে স্বাধীনতা আমাদের ন্যায্য দাবী, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর হাত থেকে সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আমরা হাসি-মুখে প্রাণ দেব, তবু প্রাণের ভয়ে বা সৌভাগ্যের লোভে মায়ের সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না।

ভুজঙ্গ। এখনও এত ডাঁট? তবে রে শূয়ার—[ফিতের ন্যায় পাকানো চাবুক মারিতে লাগিল। প্রকাশ আর্তনাদের স্বরে বলিতে লাগিল] "বন্দে-মাতরম্"—"বন্দেমাতরম্"। [কিছুক্ষণ প্রহারের পর ভুজঙ্গ হাঁপাইয়া পড়িল] কে আছিস?

জনৈক কনষ্টেবলের প্রবেশ।

কনষ্টেবল। হুজুর!

ভুজঙ্গ। গরম শিক নিয়ে এসো।

কনষ্টেবল। যাচ্ছি স্যার! [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। ভেবে দেখ প্রকাশ? গরম শিকে তোমার দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেব।

প্রকাশ। যা ইচ্ছে করতে পারো।

ভুজঙ্গ। তবু বলবে না?

প্রকাশ। না।

ভুজঙ্গ। আচ্ছা! দেখি—

লাল টকটকে পোড়ানো শিক হস্তে কনষ্টেবলের পুনঃ প্রবেশ।

কনষ্টেবল। এই নিন স্যার! [প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রকাশ—

প্রকাশ। [চুপ করিয়া রহিল]

ভুজঙ্গ। [জ্বলন্ত শিক প্রকাশের দেহে চাপিয়া ধরিল] বল ?

প্রকাশ। বন্দেমাতরম্—

ভুজঙ্গ। বল, প্রশান্ত যায় কোথায় ?

প্রকাশ। বন্দেমাতরম্—

ভুজঙ্গ। বল [সজোরে প্রকাশের দেহে পুনঃ পুনঃ গরম শিক চাপিয়া ধরিল। সে যন্ত্রণায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ]

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠে]—"বন্দেমাতরম্" "পালা-পালা" "মার-মার"।

ছুটিয়া অখিলের প্রবেশ।

অখিল। স্যার—স্যার !

ভুজঙ্গ। কি হল ? ব্যাপার কি ?

অখিল। পুলিশ ব্যারাকে বোমা চার্জ করেছে।

ভুজঙ্গ। বোমা ?

অখিল। হ্যাঁ, হেভী বোমা। ব্যারাকের আধখানা উড়ে গেছে।

ভুজঙ্গ। গুলী চালাও—গুলী চালাও—

অখিল। আমরা আর কী গুলী চালাবো ? বিপ্লবীরা থানা ঘিরে ফেলে বৃষ্টির মত গুলী ছুঁড়ছে।

ভুজঙ্গ। তুমি একে হাজতে ঢোকাও। আমি দেখছি— [প্রস্থান।

অখিল। কি নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ দারোগা ! মানুষের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এলেও ওর হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় নরখাদক বাঘের ; ভগবান ! তাই হয়ে চোখের সামনে ভাই-এর উপর এই বর্বর নির্যাতন আর আমি সইতে পারছি না। হয় আমাকে বিদেশীর গোলামী থেকে মুক্তি দাও, আর না হয় আমাকে মৃত্যু দাও। [প্রকাশের কাছে গিয়া] প্রকাশবাবু !

প্রকাশ। [সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া] কে ? অখিলবাবু ?

অখিল। হ্যাঁ! বজ্রবাহিনীর লোকেরা থানা এ্যাটাক করেছে। পুলিশ-ব্যারাক উড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমিও আপনাকে—

প্রকাশ। আপনি না বৃটিশরাজের কর্মচারী?

অখিল। না ভাই! দেশ-মায়ের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে চাই। [প্রকাশকে মুক্ত করিল]

প্রকাশ। অখিলবাবু!

অখিল। যান—বিপ্লবীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

প্রকাশ। আপনার এই উপকারের বিনিময়ে—

অখিল। বিনিময়ে আমার এই পিস্তলের একটা গুলী আমার বুকে খরচ করে এই ঘৃণ্য গোলামী জীবনের অবসান করে যান।

প্রকাশ। তা হয় না অখিলবাবু! আপনার মত একজন উদার কর্মীকে হত্যা করে মায়ের প্রাণে ব্যথা দিতে আমি পারি না। যদি কখনও দিন পাই, বন্ধু বলে নয়—ভাই বলেই আপনাকে কাছে টেনে নেবো। আসি, বন্দেমাতরম্—

[প্রস্থান।

অখিল। [নেপথ্যে অবিরত গুলীর শব্দ] চমৎকার রণ কৌশল। সুশিক্ষিত মিলিটারীকেও হার মানিয়ে দেয়। না, দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না, খানিকটা অন্ততঃ অভিনয় করা দরকার।

হারু ঘোষালের প্রবেশ।

হারু। অখিলবাবু কি প্রকাশকে মুক্তি দিলেন?

অখিল। আপনার তা সহ্য হচ্ছে না বুঝি?

হারু। যেহেতু সে অপরাধী—

অখিল। অতএব তাকে মুক্তি দেওয়া—

হারু। অন্যায়!

অখিল। অন্যায়ের বিচার করতে এসে আপনাকেও দেব চির-মুক্তি।

[হারু ঘোষালকে পিস্তল দেখাইয়া প্রস্থান।

হারু। বিশ্বাসঘাতক—

ছুরি হাতে মুকুলের প্রবেশ।

মুকুল। তোমার চেয়ে নয়।

হারু। কে?

মুকুল। তোমার মুক্তিদাতা।

হারু। মুকুল!

মুকুল। প্রস্তুত হও।

হারু। এঁ্যা—মানে? তুই কি চাস?

মুকুল। তোমার মাথা।

হারু। পিতৃহত্যা? নরকে পচে মরবি ব্যাটা!

মুকুল। আর দেশমায়ের সঙ্গে বেইমানী করে তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেছো! সেটি হচ্ছে না বাবা! আগে তোমার গর্দান থেকে মাথাটা নামিয়ে দিই তারপর তোমার ল্যাজ ধরে আমি স্বর্গে ঠেলে ওঠাবো।

হারু। মুকুলে আমাকে রাগারাগি করছি, তাহলে এখনি—

মুকুল। কি করবে? দুলাল দারোগাকে ডাকবে?

হারু। না—না।

মুকুল। তবে?

হারু। আমি পালাবো। [ছুটিয়া পলায়ন]

মুকুল। পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে বাবা? যমের বাড়ী গেলেও তোমার মাথা আমার চাই।

বন্দুক হাতে আকবরের প্রবেশ।

আকবর। আমিও চাই দুলাল দারোগার মাথা। কোথায়—কোথায় সেই শয়তান?

মুকুল। আকবর চাচা! ওদিকের খবর কি?

আকবর। খবর আবার জিগ্যেস করছিস বেটা? দেখছিস না, থানা দাউ দাউ করে জ্বলছে? পথ ছাড়, ভুজঙ্গ দারোগাকে আমি ওই আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো।

তুতুল। তুমি ভুজঙ্গ দারোগাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা কর, আমিও আরেকজনকে খুঁজে দেখি—

আকবর। কে—সে?

তুতুল। আমার বাবা।

আকবর। বাপকে খুন করবি?

তুতুল। হ্যাঁ চাচা, তুমি যেমন ভুজঙ্গ দারোগাকে আগুনে পুড়িয়ে তোমার কামালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চাও, আমিও তেমনি ওই দেশদ্রোহী ডাক-ঘোষালের রক্তে মুছে ফেলতে চাই আমার কলংকিত পিতৃ-পরিচয়। [প্রস্থান।

আকবর। কামাল। ওরে চেয়ে দেখ, তোর দুষমনের সঙ্গে আমরা লড়াই করছি। তোকে হারিয়ে আমি একটুও ভেঙে পড়িনি। বুড়ো হাতে আমি ভেল্কী লাগিয়ে দিচ্ছি। একনলা গুলী চালিয়ে অনেকগুলো সেপাইকে খতম করেছি। এখন ওই ভুজঙ্গ দারোগাকে পেলেই সব পূর্ণ হয়।

রাধুর প্রবেশ।

রাধু। ভুজঙ্গ দারোগাকে চাও আকবর চাচা? ওই গড়ের পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকো। শালারা এদিকে আর সুবিধে করতে না পেরে মনে হচ্ছে ওই পথ দিয়েই পালাবার ফন্দি আঁটছে।

আকবর। পালিয়ে যাবে! আকবরের হাতে বন্দুক থাকতে! হ্যাঁরে রাধু, প্রকাশকে দেখেছিস? তার গায়ে নাকি ওরা শিক পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে?

রাধু। দিয়েছে। সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না!

আকবর। উঃ! আমার কামালকে মারলে—আবার প্রকাশকেও! না—না, ওই ভুজঙ্গ দারোগাকে খতম করতে না পারলে আমার বুকের জ্বালা জুড়োবে না। [প্রস্থান।

রাধু। [কোনো রকমে বন্দেমাতরম্] পুলিশের পক্ষে গুলি চালাতে বোধ হয় আর কেউ নেই। কিন্তু খগেন কোথায় গেল, পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে আমিই তাকে পুলিশ ব্যারাকের ভিতর পাঠিয়েছি। বলেও গেছলুম, বোমা ছুঁড়ে ফেলেই যেন সে পালিয়ে আসে। তবে কি সে পালাতে পারেনি? তবে কি সেই বোমার আঘাতে তারও রক্ত মাংস এক হয়ে গেছে! দেখি আশ-পাশগুলো আর একটু ভাল করে খুঁজে দেখি! [প্রস্থানোদ্যত।

সহসা ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। অতর্কিতে বোমা চার্জ করে ব্যারাক উড়িয়ে দিলে! বেইমান বিশ্বাসঘাতক কে? বিপ্লবী? ওরে শূয়ার—

[সজোরে রাধুকে পদাঘাত, রাধু পড়িয়া গেল।

অখিলের প্রবেশ।

অখিল। আর উপায় নেই স্যার। পুলিশ বাহিনীর অর্ধেক বোমার ঘায়ে খতম হয়েছে। বাকী যারা ছিল কিছু পালিয়েছে, কিছু ওদের হাতে বন্দী হয়েছে। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে আমাদেরও ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

ভুজঙ্গ। ট্রাক ঠিক করেছো?

অখিল। আপনি আসুন।

ভুজঙ্গ। এই ইডিয়টটাকে ট্রাকের চাকায় বেঁধে দাও।

অখিল। স্যার!

ভুজঙ্গ। আঃ ককিয়ে উঠলে কেন? ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি অন্ততঃ একজন বিপ্লবীকে নিয়ে যেতে চাই।

অখিল। কিন্তু ট্রাকের চাকায় বেঁধে দিলে—

ভুজঙ্গ। হয়তো ওর এক টুকরো মাংস নিয়ে সদরে পৌঁছবে। আমি তাই চাই, যাও। এখনও এদের ওপর তোমার দয়া?

অখিল। দয়া! আমরা মানুষ, আমরা ইংরেজদের গোলাম—আমরা

বিপ্লবের হাত। বলো বলো কোন জিনিষ কি আমাদের রুখে রাখতে পারে! পারে না—পারে না! এসো রাধু, এসো ভাই, তোমরাই এই বেইমান ভাই-এর হাতে জীবন দিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দেশ-মায়ের ঋণ শোধ করবে এসো—

রাধু। আমাকে ট্রাকের চাকায় বেঁধে দেবে! তাতেও তুমি দমাতে পারবে না ভুজঙ্গ দারোগা। আমরা জিতেছি! তোমার মুখে চুনকালী মাখিয়েছি। থানা দখল করেছি! হাঃ-হাঃ-হাঃ—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মাংস রান্না করে তুমি পেট বোঝাই করে খাও। যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ততক্ষণ কিন্তু বলে যাবো—বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম্! [অখিলসহ প্রস্থান।

ভুজঙ্গ। বন্দেমাতরম্ কথাটা যেন ছুরীর ফলার মত বুকে বিঁধছে। এতগুলো পুলিশ হারিয়ে হেডকোয়ার্টারে আমি গিয়ে মুখ দেখাবো কি করে? বিপদের সময় জমিদার দুঃশাসন চৌধুরীও হাত গুটিয়ে বসে রইলো! মহেন্দ্রের সঙ্গেও দেখা নেই। সব শয়তান! গোরা পল্টন এনে গোটা পলাশপুরকে যদি শ্মশান তৈরী করতে না পারি, তবে আমার নাম ভুজঙ্গ দারোগাই নয়।

খেলার বন্দুক লইয়া স্বপনের প্রবেশ।

স্বপন। তুমিই ভুজঙ্গ দারোগা? সাবধান—

ভুজঙ্গ। বটে! কে তুই?

স্বপন। আমি তোমাদের থানাকে উড়িয়ে দিয়েছি।

ভুজঙ্গ। বোমা দিয়ে?

স্বপন। এইবার বন্দুক দিয়ে তোমাকেও খুন করে দেব।

ভুজঙ্গ। আয় আয় বিচ্ছু শয়তান। [স্বপনের গলা টিপিয়া ধরিল]

স্বপন। আঃ—

ভুজঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পড়ে থাক এইখানে। [গলা টিপিয়া স্বপনকে হত্যা করিল] তোকে দেখে পুরোনোগুলো বুঝবে, ভবিষ্যতে ভুজঙ্গ দারোগার হাতে স্তন্যপায়ী শিশুরও নিস্তার নেই। [প্রস্থানোদ্যত।

সহসা লাঠি হস্তে প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। নিস্তার তুমিও পাবে না বেইমান।

ভুজঙ্গ। তোরও বেইমানীর শেষ হোক এই পিস্তলের গুলীতে।

[প্রকাশকে গুলী করিতে পিস্তল ধরিল।]

ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুক হস্তে প্রশান্তবেশী মহেন্দ্রের প্রবেশ।

মহেন্দ্র। বন্দুকের গুলীতে তুই মর বিভীষণ।

ভুজঙ্গ। বিভীষণ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[বিদ্যুৎ গতিতে প্রকাশকে সামনে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল]

প্রকাশ। শয়তান যে পালিয়ে গেল দাদা!

মহেন্দ্র। পালিয়ে ও যাবে কোথায়? আমি ওকে—

পতাকা হস্তে ভুতুলের প্রবেশ।

ভুতুল। ওর পেছনে ধাওয়া করে লাভ হবে না দাদা। সে ব্যাটা এক ফাকে ট্রাকে চেপে হাওয়া। এখন এসো আমরা থানার ওপর আমাদের পতাকা উড়িয়ে দিই।

মহেন্দ্র। পতাকা! হ্যাঁ, বিদেশী ইংরেজের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে আমাদের জন্মভূমি-মায়ের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেব। দাও পতাকা।

প্রকাশ। দাদা! সত্যই আমাদের স্বপ্ন সত্য হল!

মহেন্দ্র। কেন হবে না ভাই! মায়ের অভয় আশীষ যে লৌহবর্ম হয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছে। এসো প্রকাশ, এসো ভুতুল—বিজয় গর্বে পতাকা নিয়ে মার্চ করে আমরা এগিয়ে যাই। বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্—

[অগ্রে পতাকা হাতে মহেন্দ্র, পশ্চাতে প্রকাশ ও ভুতুল। সকলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে মার্চ করে এগিয়ে যায়। কিছুটা যেতেই স্বপনের মৃতদেহ মহেন্দ্রের পায়ে লাগে।]

মহেন্দ্র। একি! কে—কে পড়ে এখানে?

প্রকাশ। [ছুটিয়া স্বপনকে কোলে লয়ে] দাদা, এ যে স্বপন—

মহেন্দ্র। স্বপন! স্বপন!

প্রকাশ। স্বপন কি করে এখানে এলো?

কুন্তল। প্রশান্তদাই তো ওকে ব্যারাকে বোম চার্জ করতে পাঠিয়েছিল।

প্রকাশ। কমললতার ছেলে স্বপন!

মহেন্দ্র। স্বপনতো শুধু কমললতার ছেলে নয় প্রকাশ। ও যে দেশমাতার বীর সৈনিক। আজকে থানা দখলের মূলে ওর অবদানই যে সবচেয়ে বেশী! স্বপন বিজয় গর্বে আত্মহারা হয়ে আমি তোকে ভুলেছিলাম, তাই কি অভিমান করে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিস্ বাবা—

প্রকাশ। দাদা! চিরদিনই আপনার বুকখানা পাথর দিয়ে গড়া বলেই জানতুম, কিন্তু একি দেখছি দাদা! আপনার চোখেও জল!

মহেন্দ্র। না না, আমার চোখের জলে আমি বীর সৈনিকের জয়যাত্রার পথকে পিছল হতে দেব না। স্বপন, মায়ের পায়ে নিবেদিত অর্ঘ্য। মা তাকে সাদরে বুকে তুলে নিয়েছে। তার জন্যে কি আমি কাঁদতে পারি? আমার কি কান্না সাজে? আমি হাসবো—হো-হো করে হাসবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কুন্তল। দাদা—দাদা!

মহেন্দ্র। দাও দাও, স্বপনকে আমার কোলে দাও! আমি ওকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। ও অমর—ও বিজয়ী। প্রকাশ, কুন্তল, তোমরা পরাবে ওর গলায় ফুলের মালা, আমি সাজাবো ওকে আবীর-চন্দনে। তোমরা আকাশ মাতাবে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে। আর আমি মহাপ্রস্থানের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ওকে তুলে দেব জ্বলন্ত চিতায়। তারপর এই শিশু-সৈনিকের চিতাভস্ম সযত্নে এনে বিজিত পলাশপুর থানার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এক অমর স্মৃতি-সৌধ তৈরী করে চোখের জলে আমি লিখে দেব তাতে,

'এখানে ঘুমিয়ে আছে জন্মভূমি মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে একদিন জীবন দিয়েছিল যে অগ্নিশিশু।'

প্রকাশ। দাদা!

মহেশ। শোক নয়—কান্না নয়—ব্যথা নয়—এসো ভাই, শিশু-শহীদের অমর আত্মার সম্মানে শুরু হোক আমাদের মৌন মিছিল।

[স্বপনকে বক্ষে ধারণ করতঃ প্রকাশ ও মুকুল-সহ প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

বারান্দা।

চিন্তাকুল দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। এযুগে অসম্ভবও সম্ভব হয় দেখছি! কিন্তু কেমন করে তা হল? কয়েকগুলো নেটিভ বিপ্লবী যাদের আমি ডাকাত বলেই জানতুম, একটা রাজ্যের মধ্যে থানা দখল করলে? এতবড় অপমান কি বৃটিশ সরকার মুখ বুজে সহ্য করবে? কখনই না। এইবার গোরা পল্টন আসবে। পলাশপুরটাকে দলে পিষে চুরমার করে দিয়ে যাবে। তার আগেই যোগেশের সঙ্গে শিখার বিয়ে দিয়ে কোলকাতার বাড়ীতে গিয়ে উঠতে হবে।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। দাদা—

দুঃশাসন। গণপতি? সহরের সদর থেকে ফিরলো?

গণপতি। না।

দুঃশাসন। কি যে করে সময়ে বসে, তাও বুঝি না। দেশের শাসন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কখন কি বিপদ হয় বলা যায় না। তুমি দারোয়ানদের সজাগ থাকতে বল, আর দেখ, শিখাকে এ অবস্থায় বাইরে চলাফেরা করতে দেওয়া ঠিক নয়। বরং তুমি একাই যাও। যোগা আর মদনকে—

গণপতি। সে আর যেতে হবে না দাদা।

দুঃশাসন। কেন? তারা এসে গেছে বুঝি? হেঃ-হেঃ—কি জান গণপতি,

আমি জানি, বৌমা মুখে যত রাগই করুক না কেন, আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

গণপতি। বৌমা আসেনি দাদা।

দুঃশাসন। তবে কে এসেছে? স্বপন? আমার দাদুভাই?

গণপতি। আপনার দাদুভাই—

দুঃশাসন। অভিমান করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বুঝি?

গণপতি। না দাদা!

দুঃশাসন। তবে, সে—

গণপতি। পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

দুঃশাসন। গণপতি!

গণপতি। শুনলাম কাল রাতে থানা আক্রমণের পর সে নিহত হয়েছে।

দুঃশাসন। আঃ! নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওরা এতটুকু একটা দুধপোষ শিশুকেও বলি দিল গণপতি?

গণপতি। ওদের কাছে যে দেশের চেয়ে বড় আর কিছু নেই দাদা!

দুঃশাসন। থামো। তোমাকে আর ওদের গুণকীর্তন করতে হবে না। আমি এত দিনে বুঝতে পেরেছি, বৌমার মা ওই কীর্তিমতীই আমার সবস্ব গ্রাস করতে চায়। বৌমাও কম নয়। মায়ে-ঝিয়ে আমার বুকে ছোবল মারতেই— না না, আমি দুঃশাসন চৌধুরী—আমার দাদুভাইকে যারা আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে আমি তাদের কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

শিখার প্রবেশ।

শিখা। ক্ষমা করতেই হবে বাবা। বিপ্লবীদের বীরত্বে প্রতিটি দেশবাসী আজ মুগ্ধ। আমার মনে হয়, প্রকাশ লম্পট—দুশ্চরিত্র হলেও বজ্রবাহিনীর আদর্শ নেতা। সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

দুঃশাসন। শিখা!

শিখা। তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি বাবা, বিদেশীর শাসন মুক্ত

করে গণপতিপুরের বুকে যে স্বাধীনতার পতাকা তারা উড়িয়েছে সেই পতাকাতলে তুমিও গিয়ে দাঁড়াও।

দুঃশাসন। যাবো—যাবো, তবে ওদের সমর্থন করতে নয়—ঐ গুণ্ডাগুলোকে গুলী করে মারতে।

শিখা। বাবা! রায়বাহাদুর খেতাবের লোভে—

দুঃশাসন। রায়বাহাদুর খেতাব নয় মা! ওরা আমার বুকে শেল বিঁধিয়ে দিয়েছে।

শিখা। কি? কি করেছে বাবা? তবে কি দাদাকে—

দুঃশাসন। না—না, তোর দাদা মরেছে না। শয়তানরা আমার মেয়ের হাতুড়াই স্বপনকে ওদের ধ্বংস-যজ্ঞে আহুতি দিয়েছে!

শিখা। স্বপন নেই!

গণপতি। না ভাই। ক্ষুদিরামের মত আমাদের স্বপনও বুকের রক্ত দিয়ে অমর হয়েছে। আমি দেখে এসেছি ছেলেকে হারিয়েও কমলের চোখে এক ফোঁটা জল নেই।

দুঃশাসন। থাকবে কি করে! সে কি মা!

গণপতি। না, সে প্রতিমা। তাই পুত্র শোকে ভেঙে না পড়ে বিদেশী শত্রু বিনাশে অসুর-নাশিনী খড়্গ হাতে নিয়ে আজ ভীম-ভয়ংকরী মূর্তিতে দুর্গা প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুঃশাসন। সেই ডাকিনীর কথা মুখে আনলে আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব।

গণপতি। তাড়াতে হবে কেন? আমি নিজেই যাচ্ছি।

দুঃশাসন। তোমাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে।

গণপতি। তবু আপনার তোষামোদ করে, রাজভোগ খাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আমি—নমস্কার। [প্রস্থান।

শিখা। স্বপন নেই। বৌদি মা হয়ে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে!

দুঃশাসন। তা না হলে যে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়া যায় না মা।

শিখা। তুমিও ওদের ওপর প্রতিশোধ নাও বাবা। যে গুণ্ডাদের বিশ্বাসঘাতকতা

থেকে একরত্তি ছুধের বালকও নিস্তার পায় না, তাদের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হলেও আমি হবো না। এখন বেশ বুঝতে পারছি, ইংরেজের চেয়েও ওরা তোমাকে বেশী শত্রু ভাবে। স্বপনকে মেরেছে। তোমাকেও মারবে। দাদাকেও ছাড়বে না। না—না, কতকগুলো দুর্বৃত্তের ঔদ্ধত্য আমি কিছুতেই সইবো না।

যোগেশের প্রবেশ।

যোগেশ। তোমরা সইলেও আমি সইবো না শিখা।

দুঃশাসন। যোগেশ!

যোগেশ। শিখার কাছ থেকে বজ্রবাহিনীর গুপ্ত আড্ডার খবরটা জেনে এখুনি আমি হেডকোয়ার্টারে পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টকে জানিয়ে আসবো।

দুঃশাসন। তুমি নও। যাবো আমি। শিখা! বলতো মা, কোথায় ওই শয়তানদের গুপ্ত আড্ডা? দেখি ওদের বিষদাঁত ভাঙতে পারি কি না!

শিখা। যতদূর মনে হয়, পলাশপুরের শেষ প্রান্তে ভাঙাকালী মন্দিরের পিছনে আওয়ার গ্রাউণ্ডেই ওদের আস্তানা।

দুঃশাসন। যোগেশ। মহেন্দ্রকে কোলকাতা থেকে ফেরার জন্তে এখনি তার কর। আমি চললুম পুলিশ হেড কোয়ার্টারে—

যোগেশ। ভালই হবে। আপনি নিজে গিয়ে পুলিশ সুপার জেমসেন সাহেবকে খবরটা দিতে পারলে ইংরাজেরা আপনার উপর খুশীই হবে।

দুঃশাসন। ইংরেজেরা খুশী না হলেও আমার দুঃখ ছিল না যোগেশ। রায়-বাহাদুর খেতাব না পেলেও আমি ওদারের ক্ষমা করতুম, যদি ওরা আমার বংশের একটা উজ্জল প্রদীপকে অকালে নিভিয়ে না দিত। স্বপনকে খুন করেনি—শয়তানরা এই দুঃশাসন চৌধুরীর পাঁজরটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। না—না, গুপ্ত আড্ডার সন্ধান যখন পেয়েছি—গোরাপল্টন দিয়ে আমি এমন প্রতিশোধ নেবো, যা দেখে গোটা দেশটা আতঙ্কে শিউরে উঠবে—আতঙ্কে শিউরে উঠবে। [প্রস্থান।

যোগেশ। পলাশপুরের বুকে এইবার একটা বংশের আগুন জ্বলবে শিখা! আমার মনে হয় মহেন্দ্রকে এখানে ফিরিয়ে না এনে, চলো আমরা সবাই

কোলকাতার বাড়ীতেই গিয়ে উঠি।

শিখা। ঠিক বলেছো যোগেশ। স্বপনকে হারিয়ে পলাশপুর যেন আমার কাছে মরুভূমির চেয়েও আলাদার মনে হচ্ছে। বাড়ীর চারিদিকে স্বপনের শত-স্মৃতি যেন আমায় পাগল করে দিচ্ছে। সে তো মায়ের কাছে মানুষ হয়নি—হয়েছে আমারই কোলেপিঠে! তুমি অপেক্ষা কর, আমি তৈরী হয়ে আসছি। এখনি আমরা কোলকাতা রওনা হবো। [প্রস্থান।

যোগেশ। কোলকাতার নাম করে শিখাকে একবার বাড়ীর বার করতে পারলে হয়। দেশে যা স্বদেশী হুজুগ, ইংরেজের গুণগান করে টিকে থাকা দায়। অথচ বন্দেমাতরম করলেও মাথা থাকবে না। তার চেয়ে শহরের কোন এক বস্তিতে শিখাকে নিয়ে একটা ছোট্ট সুখের সংসার বাঁধা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।

চন্দনার প্রবেশ।

চন্দনা। কাজ হাসিল করতে আমি কিন্তু আপনাকে দেব না যোগেশবাবু।

যোগেশ। আবার তুই?

চন্দনা। কি করি বলুন? আপনাদের চক্রান্তের কথাগুলো শিখাকে না বললে আমার যে ঘুম হচ্ছে না!

যোগেশ। তাতে তোমার কি লাভ হবে?

চন্দনা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

যোগেশ। চন্দনা!

চন্দনা। আজ তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না যোগেশবাবু। কথাগুলো আমি বলে যাবই।

এমন সময় শিখা আসিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইল।
যোগেশ তাহা লক্ষ্য করিল না।

যোগেশ। শোন চন্দনা! কুঞ্জ দারোগা তোমাকে মাত্র একশো টাকা দিয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।

চন্দনা। যোগেশবাবু! আপনার চেয়ে অনেক দামী দামী খদ্দের বড়োবড়ো টাকা এই চন্দনার পায়ের তলায় ঢেলে দিয়েছে। টাকার লোভ আমায় দেখাবেন না। বরং পারেন তো সব কথা প্রকাশ হওয়ার পর আপনি জমিদারবাবুর মেয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিন।

যোগেশ। ক্ষমা—

চন্দনা। চাওয়া কি উচিত নয়? ভেবে দেখুন তো, আপনারাই শিখাকে লুকিয়ে রাখলেন আমার ঘরে, অথচ দোষ দিলেন প্রকাশবাবুকে। বিনা দোষে একজন ভদ্রঘরের ছেলের মুখে কলঙ্কের কালী মাখিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে আপনারা মজা লুটতে পারেন কিন্তু আমি তা পারি না।

যোগেশ। তুমি বুঝতে পারছো না চন্দনা—আমি যা করেছি—

শিখা। কোন মানুষ তা করে না।

যোগেশ। শিখা!

শিখা। চুপ। তোমার মত ইতরের মুখে আমার নাম আমি শুনতে চাই না। এইজন্য কি সেদিন চন্দনাকে তুমি কথা বলতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে? ওঃ, কি করেছি? তোমাকে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ভদ্রতার মুখোশ পরে তুমি এমন শয়তানী করতে পারো?

যোগেশ। শিখা। মানে আমি—

শিখা। আর তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না শঠ। তোমারই জন্যে প্রকাশের সর্বনাশ করেছি। তোমার জন্যে—না না, আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। দারোয়ান! জানোয়ারটাকে বেঁধে ফেল। আমি ওকে চাবুক মারবো। ওর সব কথা বাইরে প্রকাশ করে দিয়ে আমি ওকে—

যোগেশ। সে সুযোগ তুমি পাবে না শিখা। তার আগেই আমার ঘৃণ্য পরিচয় মুছে দেব তোমার রক্তে [পিস্তল দিয়ে গুলী করিতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে চন্দনা শিখাকে বুকে চাপিয়া ধরিল]

চন্দনা। খবরদার যোগেশবাবু!

যোগেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [গুলী করিল, চন্দনার বুকে গুলী বিদ্ধ হইল]

চন্দনা। আঃ—

শিখা। চন্দনা—

যোগেশ। চন্দনার সঙ্গে এবার তুমিও যাও যমের বাড়ী। [পুনঃ গুলী করিতে উদ্যত]

সহসা আকবর প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে
যোগেশের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আকবর। হুঁশিয়ার বেইমান। [যোগেশের হাতে সজোরে মোচড় দিল। পিস্তল প'ড়িয়া গেল। আকবর সেই পিস্তল তুলিয়া লইল] এইবার!

শিখা। আকবর মিঞা!

আকবর। চন্দনার সঙ্গেই আমি এসে'ছিলুম। এমন কিছু যে একটা হবে তাও আমি আগে ভেবেছিলুম।

শিখা। ওরই পিস্তলে তুমি ওকে শেষ কর আকবর মিঞা।

আকবর। ইংরেজকে তাড়িয়ে পলাশপুরের ভার এখন প্রজারা হাতে তুলে নিয়েছে। আমি ওর কাছেই নিয়ে যাচ্ছি। বিচারে যা সাজা হয় সে-ই দেবে।

যোগেশ। আমাকে ছেড়ে দাও আকবর মিঞা।

আকবর। ছেড়ে দেব! তোকে আমরা আগে খুঁজে ফেলবো। চল বেইমান—

চন্দনা। আকবর চাচা!

আকবর। বাজারের মেয়ে বলে একদিন তোকে আমি ঘৃণা করলেও আজ তোর জন্য আমার চোখে জল আসছে। আমি তোর গলায় বলে যাচ্ছি ওই সাদা চকচকে ছুরিয়াটা তোকে না চিনলেও আমার দেশ-মা তোকে কোনদিন ভুলবে না রে—কোনদিন ভুলবে না। [যোগেশ সহ প্রস্থান।

শিখা। চন্দনা। তুমি এত ভাল? সমাজের আঁস্তাকুড়ে বাস করেও এত মহৎ তোমার প্রাণ? আমার জন্য কেন তুমি জীবন দিলে!

চন্দনা। আমার চেয়ে তোমার জীবনের দাম বেশী বলে। সব যখন শুনেছো দিদিমণি কথা দাও প্রকাশবাবুদের তুমি শত্রু মনে করবে না। তোমরা বড়লোক। তোমরা যদি তাদের পাশে দাঁড়াও তবে তো তারা বুকে বল পাবে!

শিখা। চন্দনা, ওদের জন্তে আমাদের স্বপন হারিয়ে গেছে!

চন্দনা। হারিয়ে কেন যাবে দিদিমণি? আকবর চাচা বলেছে সেই একরত্তি ছেলের শিশুই নাকি বোমা মেরে পুলিশ ব্যারাক উড়িয়ে দিয়েছে।

শিখা। চন্দনা!

চন্দনা। হ্যাঁ গো! তাই তো ভুজঙ্গ দারোগা তাকে গলা টিপে মেরেছে!

শিখা। ভুজঙ্গ দারোগা? ভুজঙ্গ দারোগা স্বপনকে মেরেছে! আমাদের স্বপন দেশ-মায়ের গলায় স্বাধীনতার মালা পরাতেই জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছে! কিন্তু আমি কি করেছি! চন্দনা বল, আমার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে?

চন্দনা। আমি পতিতা। আমি তোমাকে কি বলবো দিদিমণি?

শিখা। পতিতা হলেও—তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো। আমার চোখ থেকে ভুলের কালি মুছে দিয়েছো। সমাজের যত আবর্জনাতেই তোমার স্থান হোক আমার কাছে তুমি শ্রদ্ধার পাত্রী।

চন্দনা। ও-কথা বল না দিদিমণি। শুধু কথা দাও, প্রকাশবাবুরা বুকের রক্ত দিয়ে যে পতাকা উড়িয়েছে—[আর বলিতে পারিল না]

শিখা। সে পতাকা আমার দেহের রক্ত থাকতে আমি ধুলায় লুটিয়ে পড়তে দেব না বোন। চল তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আমি ছুটে যাব দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক সেই মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে। যদি তারা অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে দেয়, আমি ফিরে আসব না। দূর থেকেই শত্রুর আঘাত বুকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলে যাবো—এই দেশ আমার দেশ, এই জন্মভূমি আমার মা! এস বোন—তোমার এই রক্তঝরা অন্তিম মুহূর্তে সেবার শেষ সুযোগটুকু পেয়েও জীবন সার্থক করি! [চন্দনার রক্তাপ্লুত দেহ লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানা সম্মুখ।

পুষ্পমাল্যে সজ্জিত শহীদ বেদী। বেদীর নিকটে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত। থালায় করিয়া কিছু খাবার লইয়া আলুলায়িত কুন্তলা কমললতার প্রবেশ।

কমল। স্বপন! কোথায় ওরা আমার স্বপনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে? আসার সময় বলে এলো—"তুমি খাবার তৈরী করে রেখো মা, ফিরে এসে খাব।" সারাদিন আমি খাবার নিয়ে বসে রইলুম, আর সে এল না! কত খিদে পেয়েছে কে জানে! আমি মা'তো! চুপ করে কি ঘরে বসে থাকতে পারি? দেখি খুঁজে। স্বপন—[শহীদ বেদীর নিকটস্থ হইয়া] একি! এই বুঝি ওরা আমার সোনার স্বপনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে! আবার ফুলের মালায় সাজিয়ে রেখেছে দেখ! স্বপন! ওঠ বাবা। আমি তোর জন্তে খাবার এনেছি, খাবি না রে! ওঠ বাবা, খেয়ে নে! তবু ঘুমিয়ে রইলি! তবে কি আর তুই জাগবি না! খোকন—ওরে আমার সোনার খোকন—

সহসা দূরে স্বপনের ছায়ামূর্তি আবির্ভূত হইয়া গাহিল।

ছায়ামূর্তি।— গীত

একবার বিদায় দেনা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসী
(জানে) দেখবে ভারতবাসী।

কমল। কে? কে তুই? আমার স্বপন? দূরে কেন! ছায়ার মত কেন? কাছে আয়? মা বলে ডাক? ওকি, কেন আমি তোকে কোলে নিতে পারছি

না? তবে কি, না—না, তোকে হারিয়ে যেতে দেব না—স্বপন বাবা আমার—
[ছায়া মূর্তিকে ধরিতে গেল। কিন্তু ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইল, কমলও পড়িয়া মূর্ছিত হইল। ঠিক সেই সময় প্রশান্তর বেশেই মহেন্দ্র আসিল এবং ধীরে ধীরে কমলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিল]

মহেন্দ্র। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তঃ মারুতঃ।

কমল। [সংজ্ঞা পাইয়া] তুমি? আমার স্বপন কোথায় গেল! এই যে একটু আগে সে এসেছিল!

মহেন্দ্র। কেউ আসেনি কমল, ওটা তোমার মনের ভুল। ধৈর্য ধর। আত্মা অমর। কোন অস্ত্র তাকে ছেদন করতে পারে না—কোন আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি—

কমল। থামো, ওই শ্লোকটা মায়েদের জন্যে নয়।

মহেন্দ্র। তুমি তার মা, আর আমি বুঝি তার কেউ নই? বুক বাঁধো কমল। পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়তেই যে স্বপন আমাদের শহীদ হয়েছে—ওই শোন, আকাশে বাতাসে সে গেয়ে বেড়াচ্ছে জীমূতমন্দ্র জাগরণ সংগীত।

"...আমার জীবনে লভিয়া জনম
জাগরে সকল দেশ।"

কমল। তুমি নিষ্ঠুর।

মহেন্দ্র। তার চেয়ে অনেক বেশী নিষ্ঠুর তারা, যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষকে গলা টিপে মারে। তুমি স্বপনের জন্য ভেঙে পড়ছো! কিন্তু রাখুকে ওরা কি করেছে জান? ট্রাকের চাকায় বেঁধে নৃশংসভাবে খুন করেছে। রাস্তার দুধারে ছড়িয়ে আছে হতভাগ্য রাখুর দেহের এক এক টুকরো মাংস। এর পরও কি তুমি ছেলের শোকে পাগল হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে?

কমল। না, আমি কেন পাগল হব! আমি তো তোমারই স্ত্রী, আমি স্বপনের মা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, চোখের জল মুছে আমি দাঁড়াবো তোমার পাশে, দেখাবো

জগৎকে জানতেও মেয়েরা ছেলের শোকে কেঁদে বুক ভাসায় না—শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে তারাও জানে।

যোগেশ ও আকবরের প্রবেশ।

আকবর। আগে এই বেইমানটার ওপরই প্রতিশোধ নিতে হবে মা।

মহেন্দ্র। যোগেশ!

আকবর। কি করেছে জান? জমিদারবাবুর মেয়েকে ওরাই চুরি করে প্রকাশের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে। আবার কেন্দা সেই সত্যি কথা বলতে নেমক-হারামটা তাকে গুলী করে মেরেছে।

কমল। বাবা, তুমি এমন হিংস্র জানোয়ার?

আকবর। জানোয়ার না হলে নিজের মাকে ভুলে ইংরেজের দালাল জমিদার-বাবুর পা চাটতে যায়?

মহেন্দ্র। তবু ওর বাঁধনটা খুলে দাও আকবর চাচা।

কীর্তিমতীর প্রবেশ।

কীর্তিমতী। কেন বাবা? আমার ছেলে বলে? আমি একটুও চোখের জল ফেলবো না! একটা দীর্ঘশ্বাসও নয়। তুমি ওর রক্ত নাও, আমি হাসি মুখে সেই রক্তে ওরই তর্পণ করব।

যোগেশ। তাই নাও, তোমরা আমার রক্ত নাও! হাঁ—হাঁ, যে অপরাধ আমি করেছি—

মহেন্দ্র। অনুতাপ হচ্ছে?

যোগেশ। মর্মে মর্মে। উঃ এই ঘৃণ্য জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে নেই মা। তোমার এই অকৃতজ্ঞ ছেলেকে তুমি নিজের হাতে খুন কর। তবে একটা শেষ আশা—

আকবর। সে আশাটা কি? যদি আমাদের বুকে কামড় বসাতে পারতে?

যোগেশ। না চাচা। যে শয়তান ভুজঙ্গ দারোগার কথায় আমি তোমাদের

দেশকে শত্রুতা করেছি, আমার জন্মভূমি মায়ের কাছে আমি দেশদ্রোহী সেজেছি, মৃত্যুর আগে সেই ভুজঙ্গ দারোগার মাথাটা যদি মাটিতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারতুম—

মহেন্দ্র। পারবে?

যোগেশ। যদি একটা পিস্তল পাই—

মহেন্দ্র। তোমার শেষ আশা পূর্ণ করতে আমি তুলে দিলাম তোমার হাতে আমার এই আগ্নেয়াস্ত্র। যাও যোগেশ, দেশদ্রোহী ভুজঙ্গ দারোগার রক্তে স্নান করে দেশমায়ের আদর্শ পুত্র হও— [পিস্তল দান।

যোগেশ। আদর্শ পুত্রই আমি হবো, ভুজঙ্গ দারোগার রক্তে স্নান করে নয়, তোমাদেরই তাজা রক্ত গায়ে মেখে [মহেন্দ্রকে গুলী করিতে পিস্তল ধরিল]

কীর্তিমতী। যোগেশ—

যোগেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রস্তুত হও রাক্ষসী। তোমার মাতৃস্নেহের ঋণ শোধ করতে আগে তোমাকেই পাঠাবো পরপারে—[কীর্তিমতীকে গুলী করিতে উদ্যত।]

সহসা ঝড়ের বেগে বেয়নেট সমেত রাইফেল
চালাইয়া প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। [যোগেশের পৃষ্ঠদেশে সজোরে বেয়নেট বসাইয়া দিয়া] পরপারে তুই যা বিভীষণ।

যোগেশ। আঃ! হল না—কোন আশাই পূর্ণ হল না। তবে আমিও তোদের বলে যাচ্ছি—গোরা পল্টন আসছে—তোদের এই স্বাধীনতার স্বপ্ন তারা অঙ্কুরেই ধূলোয় মিশিয়ে দেবে। আঃ— [প্রস্থান।

কমল। গোরা পল্টন আসছে!

প্রকাশ। আসছে। আর আমাদের অপেক্ষা করা চলবে না প্রশান্তদা। এই মাত্র একজন গুপ্তচর সংবাদ দিলে, পুলিশ সুপার নাকি পলাশপুরের ভার মিলিটারির হাতে তুলে দিয়েছে।

মহেন্দ্র। দেবে, তা আমি আগেই জানতাম। সেজন্য আমরাও প্রস্তুত হয়ে আছি। কতগুলো সোলজার আসছে সে খবর পেয়েছো?

প্রকাশ। অসংখ্য। এবং হয়তো তারা এতক্ষণ পলাশপুর সীমান্তে এসে পৌঁছে গেছে।

মহেন্দ্র। মা!

কীর্তিমতী। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যাও বাবা। তোমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না।

মহেন্দ্র। কমল—

কমল। এবারের সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও আগামী দিনের সংগ্রাম সার্থক হবেই—

মহেন্দ্র। তা জানি কমল! আমাদের রক্তেই জন্ম নেবে হাজার হাজার তরুণ বিপ্লবী। যারা একদিন সাগর পারের ওই সাদা বাঁদরদের লাথি মেরে সাগর পারেই পাঠিয়ে দেবে। আকবর চাচা! প্রকাশ! জাগিয়ে তোল ছেলেদের। এগিয়ে এস আমার সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা কর জন্মভূমি মায়ের নামে শত শত মায়ের ছেলের বুকের খুন ঢেলে যে স্বাধীনতা আমরা কিনতে চলেছি—জীবন দিয়েও রক্ষা করবো সেই স্বাধীনতার গৌরব।

সকলে। জীবন দিয়েও রক্ষা করবো স্বাধীনতার গৌরব।

মহেন্দ্র। আসুক গোরাপল্টন, হানুক বজ্রের আঘাত, চূর্ণ বিচূর্ণ করুক আমাদের বুকের পাঁজর—বিদেশী দস্যুর বারুদের জ্বলন্ত গোলাকে আলিঙ্গন করেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে যাবো—বন্দেমাতরম্।

সকলে। বন্দেমাতরম্।

মহেন্দ্র। মেরা আজাদী জিন্দা হায়। [প্রস্থান।

সকলে। মেরা আজাদী জিন্দা হায়।

প্রকাশ। আকবর চাচা! আমাদের মা আর কমললতা রইলো। তাদের সম্মান রাখার ভার তোমার ওপর। আমি চললুম প্রশান্তদার পিছনে।

কীর্তিমতী। আমাদের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না প্রকাশ। তুমি প্রশান্তদাকে দেখ।

প্রকাশ। প্রশান্তদা যে আমাদের অশান্ত জীবনের একমাত্র সম্বল দা, আমাদের আগে তাকে কি আমরা হারিয়ে যে[illegible] দিতে পারি? আমি আপনাকে কথা দিয়ে গেলাম এই প্রকাশের আগে নিরঞ্জিৎও তার গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না। [প্রস্থান।

আকবর। তোমরা আমাদের গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে ওঠ। মা'ঠান আমিও যাচ্ছি ওই প্রকাশটার পেছনে।

কমল। আকবর চাচা—

আকবর। ওরে মা! ওই প্রকাশের মধ্যে আমি যে আমার কামালকে দেখতে পাই। তাই প্রশান্তকে যেমন জান দিয়ে বাঁচাতে হবে তেমনি আমার কামালের বন্ধু প্রকাশকেও আমি বুক দিয়ে ঘিরে রাখবো, বুক দিয়ে ঘিরে রাখবো।

[প্রস্থান।

কীর্তিমতী। তুই কি ওদের আড্ডায় গিয়ে উঠবি কমল?

কমল। তাকি পারি মা? এখানে যে আমার স্বপন ঘুমিয়ে আছে! [নেপথ্যে গুলীর শব্দ]

ছুটিয়া ভুজঙ্গ দারোগার প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। অতর্কিতে পুলিশ ব্যারাক উড়িয়ে দিয়ে থানা দখল করে শুয়োরগুলো ভেবেছিল বৃটিশ সরকারকে হটিয়ে দেবে। ছেলের হাতের মোয়া আর কি? আরে তোমরা এখানে? ও। শহীদবেদী পাহারা দেওয়া হচ্ছে? [বেদীতে লাথি মারিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

কমল। ওরে শয়তান! তোর ওই পা-খানা থাকবে ভেবেছিস?

ভুজঙ্গ। তুমিও থাকবে না সুন্দরী। মহেন্দ্রবাবু তো তোমাকে শুধু তালাক দিয়েছে, আমি তোমাকে—

কীর্তিমতী। তোর কি মা-বোন নেই? তুই কি আকাশ থেকে টিকরে পড়েছিলি? কেউটের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিলি? হায়রে পশু! পরের গায়ে নিজের মাকে গালী পাড়িয়ে মুখ নাড়তে তোর লজ্জা হয় না!

ভুজঙ্গ। উঃ! লজ্জায় মরে যাই আর কি? যে পতাকাটা বে—ওটা আমি পায়ে মাড়িয়ে দেব।

কীর্তিমতী। না না আমাদের জন্মভূমি মায়ের স্বাধীন পতাকা আমি দেব না! [পতাকা হাতে লইয়া]

ভুজঙ্গ। তোমরা বাধা দেবে? [পতাকা ছিনাইয়া লইতে গেল]

কীর্তিমতী। সরে যা—সরে যা, কাছে এলে আমি তোর মাথাটা চিবিয়ে খাব।

ভুজঙ্গ। তাই নাকি? দেখি তোমার পতাকা মাটিতে পড়ে কি না? [যে হাতে পতাকা ধরিয়াছিল সেই হাতে গুলী করিল]

কীর্তিমতী। বন্দেমাতরম্। [পতাকা আর এক হাতে ধরিল।]

কমল। মা, মাগো!

ভুজঙ্গ। দাও! দাও! তবু দেবে না? তবে রে—[পুনরায় গুলী করিতে কীর্তিমতীর হাত থেকে পতাকা পড়িয়া গেল। কমল পতাকা কুড়াইয়া কীর্তিমতীর বুকে দিল। কীর্তিমতী পতাকা বুকে চাপিয়া ধরিল।]

ভুজঙ্গ। বহুত আচ্ছা। দেখি পতাকা-প্রেম ছোটে কি না? [এইবার বুকে গুলী করিল]

কীর্তিমতী। আঃ বন্দেমাতরম্! [পতাকা পড়িয়া গেল। সেই পতাকা কমল তুলিয়া লইল।]

কমল। মাগো। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোমার পতাকা আমি পায়ে মাড়াতে দেব না।

কীর্তিমতী। কিন্ না মা! কিন্ না! অনেক সাধের পতাকা আমাদের। আঃ প্রণাব, প্রকাশ আর সব ছেলেরা রইলো, আমি যাচ্ছি। তোকেও শয়তানের কবলে রেখে গেলুম। জানি তুই আমার জন্ম প্রাণ দিবি, তবু মান দিবি না।

কমল। মা!

কীর্তিমতী। বন্দেমাতরম্—বল মা, বন্দেমাতরম্। [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কমল। বন্দেমাতরম্।

ভুজঙ্গ। রন্দোবস্তম্ করছি। আয় চলে আয় আমার সঙ্গে। [হাত ধরিল]

অখিলের প্রবেশ।

অখিল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? ছেড়ে দিন।

ভুজঙ্গ। তা কি পারি ? এদের আস্কারাতেই বিপ্লবীরা মাথায় উঠেছে! তাই এই ছুঁড়ীটাকে আমি ন্যাংটা করিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাবো।

অখিল। ভুজঙ্গবাবু!

ভুজঙ্গ। তোমাকে যেন বেসুরো বলে মনে হচ্ছে!

অখিল। সুয়ে আর বইতে পারছি না। আপনাদের এই জঘন্য নৃশংসতা আমার দেহের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

কমল। অখিলবাবু! আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে একটু বিষ এনে দিন। এই কাল-সাপটার হাত থেকে নারীর সম্রম বাঁচাতে এই উপকারটুকু আপনি অন্ততঃ করুন।

ভুজঙ্গ। বিষ নয়, আমি তোমাকে গোয়াপল্টনদের ব্যারাকে পাঠিয়ে দোব। তারা তোমাকে বিষের বদলে বরং হুইস্কি খেতে দেবে।

অখিল। ভুজঙ্গবাবু। মনে রাখবেন মানুষের একটা ধৈর্যের সীমা আছে।

ভুজঙ্গ। যাবড়াচ্ছো কেন ফ্রেণ্ড! মিসেস চৌধুরীর রাগ দেখে তোমার জিভে জল আসছে বুঝি ? তা ইচ্ছে করলে দু একটা কিস্ করে নিতে পারো।

কমল। উঃ ভগবান্! এখনো তুমি ঘুমিয়ে থাকবে! এখনও পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে না!

অখিল। হবে না, পৃথিবী তোলপাড় হবে না। ভগবানও ছুটে আসবে না। এ যে জানোয়ারের রাজত্ব। ভুজঙ্গবাবু। ভেবে দেখুন আপনার মা-বোন অথবা স্ত্রীকে যদি কেউ এমনি অপমান করে ?

ভুজঙ্গ। পথ ছাড়ো অখিল। তোমার পাগলামী শুনে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। যে ছুঁড়ি নিজের স্বামীকে ভুলে স্বদেশীওয়ালাদের সঙ্গে পিরীত করে তার ওপর বেশী দরদ দেখাতে চাইলে—

অখিল। কি করবেন? আমার চাকরী খাবেন? সে ভয় আর আমার নেই। ইংরেজের গোলামীর নেশা আমার ছুটে গেছে। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ভুজঙ্গবাবু। চোখের সামনে ভারতবাসী হয়ে ভারতীয় বোনের চরম নির্যাতন আমি কিছুতেই মুখ বুজে সইবো না। প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে—

ভুজঙ্গ। বাধা দেবে? আমাকে খুন করবে? তার আগে নেমকহারামীর বখশিস তুমি নাও। [অখিলকে গুলী করিল]

অখিল। আঃ—

ভুজঙ্গ। চলে আয় ছুঁড়ী।

কমল। না-না, আমি যাব না—

ভুজঙ্গ। আয়।

কমল। কে আছো! আমাকে একটু বিষ দিয়ে যাও—একটু বিষ দিয়ে যাও! [কমলকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

অখিল। নিয়ে গেল? পারলুম না বাঁচাতে? ওঃ! না—না, এ ভালোই হ'ল। গোরা পল্টনরা আমারই দেশের মেয়েকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খাবে। সে দৃশ্য দেখার আগে মৃত্যুই আমার ভাল। উঃ মাগো, ভারত জননী। বিদেশীর কারাগার থেকে তোমাকে মুক্ত করতে, পথের ধূলোর মত মানুষগুলো গোরা পল্টনের পায়ের তলায় পিষে মরছে! নারীর মান ইজ্জত কানাকড়ির দরে বিকিয়ে যাচ্ছে দেখেও যখন তুমি প্রলয়ের বহ্নিশিখা হয়ে জলে উঠতে পারছো না তখন আমিও তোমাকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি ওই মীরজাফরগুলোর সঙ্গে তুমিও মুছে যাও এই স্বার্থবাদী দুনিয়ার মাটি থেকে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পলাশপুরের একাংশ।

আনন্দে বিহ্বল হারু ঘোষালের প্রবেশ।

হারু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে আনন্দে খানিকটা নেচে নিই। বন্দেমাতরম্! স্বদেশী? এইবার? কেমন মজা? গোরাপল্টন এসে সব পাইকারী হারে গুলী করে মারছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ যেমন আমার চালের গোলা লুট করা, তেমন হাড়ে হাড়ে এবার ওষুধ ঢুকছে! হেঃ-হেঃ-হেঃ—

ঝুমুরের প্রবেশ।

ঝুমুর। খুব যে হাসছো বাবা?

হারু। বাবা? কোন শালা তোর বাবা?

ঝুমুর। তবে তুমি আমার কে?

হারু। কেউ নই। দূর হ ছুঁড়ি—

ঝুমুর। বেশ, চলেই যাচ্ছি। তবে মনে রেখো, খালি হাতে ঝুমুর আসেনি। ওরা তোমার চালের গোলা লুট করেছিল, আমিও ওদের সিন্দুক লুট করে রেস্ত এনেছিলুম।

হারু। কি? কাদের সিন্দুক লুঠ করেছিস্?

ঝুমুর। বজ্রবাহিনীর।

হারু। এ্যাঁ সত্যি। মোটামুটি কিছু পেয়েছিস?

ঝুমুর। তোমার জন্যই তো এনেছিলুম।

হারু। আনবি বৈকি? তুই আমার ছেলে, আমি তোর জন্মদাতা। সে

পায়ের ধুলো নে। আশীর্বাদ করি তুই বেঁচে থাক। আহা! তুই যখেধন নীলমণি আমার।

কুন্তল। এখন যে খুব খাতির দেখছি?

হারু। তোকে খাতির করবো না তো করবো কাকে? হেঃ-হেঃ, সে টাকা-গুলো আমার হাতে দে।

কুন্তল। দিচ্ছি! তার আগে তোমায় কিন্তু একটা সত্যি কথা বলতে হবে বাবা।

হারু। নিশ্চই বলবো। বল কি বলতে হবে?

কুন্তল। সেদিন প্রশান্তদাকে ধরিয়ে দিতে কুমার দারোগাকে খবরটা তুমিই দিয়েছিলে না?

হারু। দিয়েছিলুম বৈকি? ও শালারা আমার চালের গোলা লুট করেছে আমি ওদের জ্যান্ত রাখবো ভেবেছিস্? সে টাকাগুলো দে। এই হাঙ্গামা মিটে গেলে আমি তোর বিয়ে না দিই ত আমার নাম হারু ঘোষালই নয়।

কুন্তল। বাবা!

হারু। বলি ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে আছিস কেন, টাকাগুলো দে'—

কুন্তল। দেবো। তবে টাকা নয়—

হারু। কি?

কুন্তল। মৃত্যু—[পিস্তল ধরিল]

হারু। এঁ্যা! ওরে বাবা! ও কুন্তলে আমি যে তোর বাপ! পিতৃহত্যা করবি? তোকে নরকে পচে মরতে হবে যে?

কুন্তল। জন্ম জন্ম আমি নরকে পচে মরবো, তবু আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি মায়ের সঙ্গে যে বেইমানী করেছে তাকে বাঁচিয়ে রাখব না। স্বার্থের মোহে বিদেশীর দালালী করে, যে অপরাধ করেছ, বুকের রক্ত দিয়ে করে যাও তার প্রায়শ্চিত্ত। [হারু ঘোষালকে গুলী করিল]

হারু। আঃ— [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

কুন্তল। মেরেছি। একটা শয়তানকে মেরেছি এইবার। ওঃ বুকটায় এমন

মোচড় দিয়ে উঠলো কেন? ছেলে হয়ে বাপকে গুলী করলুম, তাই কি? না না, যে আমার দেশের শত্রু, সে আমার কেউ নয়। হাক বোষালের সঙ্গে তুতুলের কোন সম্পর্ক নেই। উঃ—হাত দুটো কাঁপছে কেন? কেন চোখে জল আসছে? বাবা! দুঃখ করো না। তোমার পেছনে তুতুলও যাচ্ছে। ইহলোকে সে তোমাকে পূজা করেনি, কিন্তু পরলোকে গিয়ে চোখের জলে তোমার পা ধুয়ে দেবে—পা ধুয়ে দেবে।

প্রশান্তরূপী ভ্রান্ত মহেন্দ্রর প্রবেশ।

মহেন্দ্র। চোখের জলে নয় তুতুল, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের রক্তেই ধুয়ে দিতে হবে জন্মভূমি মায়ের পা দু'খানি।

তুতুল। দাদা!

মহেন্দ্র। প্রকাশের খবর কি বলতে পারো?

তুতুল। কি করে বলবো দাদা? আমরা সব যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি!

মহেন্দ্র। আমারও গুলী ফুরিয়ে গেছে। নইলে একবার শেষ চেষ্টা করতুম।

তুতুল। আমার পিস্তলটা নেবেন?

মহেন্দ্র। না না, তুমি যাও যতগুলো পারো শত্রুকে শেষ করার চেষ্টা কর। আমি দেখছি কোন রকমে যদি কিছু গুলী যোগাড় করতে পারি।

তুতুল। তা সম্ভব হবে না প্রশান্তদা। আপনি বরং পলাশপুর ছেড়ে কোথাও সরে যান।

মহেন্দ্র। পালিয়ে যাবো?

তুতুল। কাকে নিয়ে আর আপনি যুদ্ধ করবেন?

মহেন্দ্র। কেন? তুই আছিস, আমি আছি, প্রশান্ত আছে, আকবর চাচা আছে—

তুতুল। আকবর চাচা নেই প্রশান্তদা।

মহেন্দ্র। নেই? আকবর চাচা নেই?

তুতুল। বাবুরাও—

মহেন্দ্র। মরেছে তা আমি জানি!

কুন্তল। কীর্তিমতী মাসীমাকে ভুজঙ্গ দারোগা গুলী করে মেরেছে।

মহেন্দ্র। কমললতা কোথায়?

কুন্তল। তাকেও ভুজঙ্গ দারোগা উলঙ্গ অবস্থায় সদর রাস্তা দিয়ে মার্চ করিয়ে মিলিটারীদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু—

মহেন্দ্র। কিন্তু?

কুন্তল। আমি লুকিয়ে কমলাদির হাতে একটু বিষ দিয়েছিলাম।

মহেন্দ্র। সেই বিষ খেয়ে কমল আত্মহত্যা করেছে?

কুন্তল। হ্যাঁ দাদা!

মহেন্দ্র। কমল আত্মহত্যা করেছে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! [উন্মাদের ন্যায় হাসিতে লাগিল]

কুন্তল? হাসছেন দাদা?

মহেন্দ্র। হাসবো না? আমাদেরই দেশের এক বীরাঙ্গনা প্রাণ দিয়েছে তবু মান দেয়নি। এ কি কম গৌরবের? তুমি আমাকে পালাতে বলছিলে? এরপর তা কি সম্ভব? যে দেশের মেয়েরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে সে দেশের পুরুষদের কি পালিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকা সাজে?

কুন্তল। আপনি না বাঁচলে আবার সংগ্রাম করবে কারা?

মহেন্দ্র। আবার নতুন করে পৃথিবীতে আসবে যারা। যাও কুন্তল। দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও সংগ্রাম করে যাও। বিদেশী শাসক-গোষ্ঠি জানুক, বাংলা আমরা রক্ত দেব তবু স্বাধীনতা দেব না।

কুন্তল। আশীর্বাদ করুন দাদা! মরার সময় যেন ঐ স্বার্থলোভী বিভীষণ ভুজঙ্গ দারোগাকে নিয়ে মরতে পারি। [প্রস্থান।

মহেন্দ্র। ভুজঙ্গ দারোগা—ভুজঙ্গ দারোগা! উঃ, কেন দেহটা এত ক্লান্ত লাগছে। পিস্তলে যদি একটা গুলীও থাকত! আর কোন আশা নেই। ও কি স্বপন, কমল, কেন তোমরা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ। কি বলছ? আমি তোমাদের মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছি! কিন্তু তবু তোমরা মও। আমার কথাঁ

যে শত শত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। না-না, আমি তোমাদের কারও জন্যে কাঁদবো না। যদি কাঁদতেই হয়, অনুতাপের অশ্রু ফেলে আমার অভাগিনী জন্মভূমি মাকে বলব তোমার অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ ছেলে এই মহেন্দ্রকে অভিশাপ দাও মা—তুমি অভিশাপ দাও। তোমার মুক্তি সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পূর্বেই যেন তার মৃত্যু হয়।

শিখার প্রবেশ।

শিখা। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে তোমাকে মৃত্যুর জন্য ভাবতে হবে না প্রণাতদা।

মহেন্দ্র। শিখা!

শিখা। ঐ দেখ, আমার বাবা আর ভুজঙ্গ দারোগা গোরাপল্টন নিয়ে তোমাকে ঘিরে ফেলেছে।

মহেন্দ্র। ভালবে তা আমি জানি।

শিখা। জেনেও তুমি বাঁচার কোন চেষ্টা করবে না?

মহেন্দ্র। আমাকে তুমি বাঁচাতে চাও?

শিখা। ভুল না ভাঙলে হয়তো চাইতাম না।

মহেন্দ্র। ভুল ভেঙেছে?

শিখা। তাইতো শিখা আবার আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠতে চায়।

মহেন্দ্র। বড় অসময়ে এসেছো বোন।

শিখা। সময়ে ঘুম ভাঙে না বলেই তো ইংরেজরা আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে।

মহেন্দ্র। তুমি ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে গোরা পল্টনরা তোমাকেও অপমান করবে।

শিখা। অপমানের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে আমার বৌদি যে পথে গেছে সে পথে যাওয়ার সাহস আমারও আছে প্রণাতদা। ফিরে যেতে আমাকে বলো না—ফিরে যেতে পারি না। আমি ভুজঙ্গ দারোগার গোয়েন্দা মহেন্দ্রের বোন

হলেও, বড়লাটের করুণাজোতী দুঃশাসন চৌধুরীর মেয়ে হলেও, আমি যে প্রকাশের কাছে সত্যাবদ্ধা। সেই সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আমাকে রাখতেই হবে।

মহেন্দ্র। শিখা!

শিখা। ওই গড়ের পথ ধরে আপনি জঙ্গলের মধ্যে চলে যান। আর যাবার সময় পিস্তলের একটা গুলী আমার বুকে খরচ করে যান।

মহেন্দ্র। তোমাকে গুলী করব?

শিখা। তোমাদের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান আমি ওদের বলে দিয়েছি। আমি দেশ-মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি! তুমি আমাকে শাস্তি দাও দাদা!

মহেন্দ্র। শাস্তি। শাস্তি।

ভুজঙ্গ দারোগার প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। ইয়েস শাস্তি! মানে পানিস্‌মেন্ট।

মহেন্দ্র। ভুজঙ্গ দারোগা!

ভুজঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। কি? পিস্তলটা রেখে সহজে আত্মসমর্পণ করবে না? তোমার মাথার খুলিটা তাহলে উড়িয়ে দিতে হবে বলছ?

মহেন্দ্র। ওরে জানোয়ার [ভুজঙ্গের পিস্তলসহ হাতখানা ধরিয়া ফেলিল এবং জোরে মোচড় দিতেই পিস্তল পড়িয়া গেল, তখন উভয়ে কিছুক্ষণ হাতাহাতি ও ধস্তাধস্তি চলিল। পরে ভুজঙ্গকে ধরাশায়ী করিয়া মহেন্দ্র তাহার বুকের উপর বসিয়া পিস্তল ধরিল।]

মহেন্দ্র। এইবার? ওরে মাতৃদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বল কিভাবে মরতে চাস? তোরই জন্যে স্বপন গেছে, কমল গেছে, শত শত শহীদের বুকের রক্তে কেনা স্বাধীন পতাকা আজ বিজাতী ইংরেজ দস্যুর বুটের তলায় ছিন্নভিন্ন। তুই ভারতবাসী হয়েও ভারতমায়ের শত্রু। বিদেশী ইংরেজকে মাফ করতে পারি কিন্তু তোকে নয়।

ভুজঙ্গ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর প্রতাপ রায়, আমাকে ক্ষমা কর।

মহেন্দ্র। ক্ষমা? ওরে নারী-নির্যাতনকারী পশু, আমি করবো তোকে ক্ষমা?

হাঃ-হাঃ-হাঃ ধর তোর অপরাধের চরম শাস্তি। [ভুজঙ্গকে গুলী করিতে উদ্যত হইল।]

বন্দুক হস্তে দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। খবরদার। [মহেন্দ্রের হাতে গুলী করিল। মহেন্দ্র আর্তনাদ করিয়া ছিটকাইয়া পড়িল এবং সেই অবসরে ভুজঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

শিখা। বাবা!

দুঃশাসন। শিখা, তুই এখানে? দেখ দেখ শত্রুর ওপর আমি কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি। ভুজঙ্গবাবু এবার ওকে এ্যারেষ্ট করুন।

ভুজঙ্গ। [পিস্তল কুড়াইয়া লইল] এ্যারেষ্ট কি? এই ডাকাতটাকে আমি একেবারেই শেষ করে দেবো।

দুঃশাসন। সে উপায় নেই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অর্ডার—জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতে হবে। এ্যারেষ্ট করুন।

ভুজঙ্গ। ঠিক বলেছেন। কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন একটা জানোয়ারকে মেরে ফেললে তো হয়েই গেল। ওকে বরং আমি এ্যারেষ্ট করে সদরে নিয়ে যাবো।

শিখা। থামো ইতর, তোমাদের শয়তানী আজ আমার জানতে বাকী নেই। বাবা। প্রশান্তদা কোনও অপরাধ করেননি, প্রকাশও সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রতিশোধ নিতে চাও—এই ভুজঙ্গ দারোগাকে গুলী করেই স্বপনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও।

দুঃশাসন। তোকেও দেখছি জাদু করেছে! ফিরে যা শিখা। দুঃশাসন চৌধুরীর মাথায় আজ খুন চেপেছে। শত্রু চিনতে তার এতটুকু ভুল হয়নি। কারও কথায় সে স্বদেশী গুণ্ডাকে ক্ষমা করবে না। মিঃ দাস, ওর চোখ থেকে কালো চশমা খুলে সকলের সামনে দিয়েই নিয়ে চলুন ওকে মিলিটারি ক্যাম্পে। দেশের মানুষ চিনে রাখুক দস্যু প্রশান্ত রায়ের মুখখানা।

মহেন্দ্র। দস্যু প্রশান্ত রায়ের মুখখানা দেশের মানুষের চেনার পূর্বে আপনিই

ভাল করে চিনে রাখুন। [চোখ হইতে কালো চশমা এবং নকল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি খুলিয়া ফেলিল।

শিখা। কে? দাদা?

ভুজঙ্গ। মহেন্দ্রবাবু?

দুঃশাসন। মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ মহেন্দ্র? আপনার অযোগ্য পুত্র মহেন্দ্র। দেশ-মায়ের কণ্ঠে স্বাধীনতার রত্নহার পরাতে আপনার সঙ্গে এত দিন অভিনয় করে এসেছি। অভিনয় করেছিলাম এই অমানুষ ভুজঙ্গ দারোগার সঙ্গেও।

দুঃশাসন। মহেন্দ্র। আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দিলুম? আমি তোকে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড় করালুম?

মহেন্দ্র। সে জন্তও আমার দুঃখ হচ্ছে না বাবা। দুঃখ এই যে, যে পশুর হাতে তপন মরেছে—আমার মাতৃসমা শাশুড়ী ঠাকুরুণকেও যে গুলী করে মেরেছে, কমললতা যার বর্বর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে বিষ খেয়েছে, যার জন্ত পলাশপুরের শত শত বীর তরুণের মরা দেহ শিয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাচ্ছে—সেই ভুজঙ্গ দারোগাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যেতে পারলুম না!

দুঃশাসন। মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। যদি আপনার মনে এতটুকু অনুতাপ জাগে, যদি কখনও এই নরঘাতী পিশাচটার রক্তে আমাদের তর্পণ করতে পারেন, তবেই জানব সার্থক আমার আত্মদান। [ভুজঙ্গকে] চল নরক। আমাকে এ্যারেষ্ট করতে হবে না। ধরা যখন পড়েছি তখন স্বেচ্ছায় যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। আসি শিখা—আসি বাবা। বিদায়—বন্দেমাতরম্। [ভুজঙ্গসহ প্রস্থান।

দুঃশাসন। আমি কি করলুম শিখা? আমার সযত্নে রোপণ করা আশা-তরুকে মনের মালঞ্চ থেকে আমিই উপড়ে ফেললুম? মহেন্দ্র! আমার মহেন্দ্র! দেশমায়ের নির্ভীক সৈনিক। উঃ রায়বাহাদুর খেতাবের লোভে আমি কি করেছি—আমি কি করেছি!

শিখা। যা করেছো তার জন্ত ভেঙে পড়লে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না

বাবা। এখনও সময় আছে, বন্ধবাহিনীর ছেলেরা সবাই মরেনি। তুমি উকার মত ওই বন্দুকের গুলীতেই ভুজঙ্গ দারোগাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে যাও তুমিও দেশপ্রেমিক মহেন্দ্রের উপযুক্ত জনক।

দুঃশাসন। শিখা!

শিখা। আমি প্রকাশের পিছনে চললাম। তুমিও এসো। আর না হয় পারতো তুমি আত্মহত্যাই কর। তবু ও-মুখ তুমি আর কাউকে দেখিও না, দেখিও না। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। দেখাবো না? আমি এ-মুখ কাউকে দেখাবো না? কিন্তু কেন দেখাবো না? আমি কি মহেন্দ্রের বাবা হতে পারি না? ইংরেজদের তোষামোদ করে জমিদারী লাভ? সৌভাগ্যের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি রায়বাহাদুর খেতাব? জাহান্নমে যাক সব। আমি চাই ভুজঙ্গ দারোগার মাথা—চাই ভুজঙ্গ দারোগার তপ্ত রক্ত। [প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

নেপথ্যে গুলীর শব্দ। ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় টলিতে
টলিতে বন্দুক হস্তে প্রকাশের প্রবেশ।

প্রকাশ। দেব না—দেব না। পলাশপুর থানার ওপর থেকে আমাদের জাতীয় পতাকা নামিয়ে নিতে দেব না। যদিও প্রশাস্তদা ধরা পড়েছে, আমি এখনও মরিনি। কিন্তু দেহ যে আর চলছে না। সব রক্ত কি শেষ হয়ে গেছে? কেমন করেই বা ওদের বাধা দেব! বহুবাহিনীর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি আমাদের বলতে কেউ নেই!

শিখা। [নেপথ্যে] প্রকাশ!

প্রকাশ। কে ডাকছে? এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কে আছে আমার আপনজন? কে আমাকে নাম ধরে ডাকে?

শিখা। প্রকাশ!

প্রকাশ। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। তবে কি শিখা? তার ভুল ভেঙেছে? হ্যা—সে হয়তো আমার পাশে এসে দাঁড়াবে? তবে আবার কি? একজনকে যখন পেয়েছি, আবার অন্তত যুদ্ধ করতে পারবো। শিখা—শিখা। [স্খলিত পদে অগ্রসর হইল। হঠাৎ একটি গুলী আসিয়া তাহার বুকে লাগিল] আঃ—[ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল]

শিখার প্রবেশ।

শিখা। প্রকাশ। কই? কোথায়? এই দিকেই যেন তার মত কাকে দেখলাম? প্রকাশ—

প্রকাশ। শিখা!

শিখা। ওকি? তুমি? তুমিও চলে যাবে প্রকাশ? না-না আমাকে ক্ষমা না করে তুমি যেতে পারবে না।

প্রকাশ। ক্ষমা? তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছো?

শিখা। না চাইলে আমার মনের জ্বালা যে জন্মান্তরেও জুড়োবে না প্রকাশ! কত আশা ছিল দেশমায়ের স্বাধীন পতাকা তলে তুমি আমি বাঁধব সুখের সংসার। কিন্তু—

প্রকাশ। যদি আবার কখনও পুণ্যতীর্থ ভারতের মাটিতে ফিরে আসি, এ জীবনের ব্যর্থ আশা সেদিন পূর্ণ করব শিখা। আঃ—মরণ-সেতুর উপর দাঁড়িয়েও আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তোমার ভুল ভেঙেছে। বল শিখা, তোমার চোখে আমি আর অমানুষ নই? আমি—

শিখা। একবার নয়, আমি শতবার বলছি, ওগো দেশমায়ের নির্ভীক সৈনিক, আমার চোখে তুমি দেবতা—দেবতা—

প্রকাশ। দেবতা আমি নই শিখা। আমি সামান্য একজন মানুষ। দেবতা ছিল প্রশান্তদা।

শিখা। ওই প্রশান্ত রায় তো আমার দাদা।

প্রকাশ। তোমার দাদা—মহেন্দ্র?

শিখা। তার ওই সত্য পরিচয় তুমি কি জান না?

প্রকাশ। কি আশ্চর্য। তোমার দাদা মহেন্দ্রই আমাদেরও প্রশান্তদা? একথা তো একদিনও সে বলেনি!

শিখা। ধরা না পড়লে আমিও তার সত্য পরিচয় জানতে পারতুম না।

প্রকাশ। ভালই হল। মহেন্দ্রদার ফাঁসীর সংবাদ শোনার আগেই আমি চলে যাচ্ছি। ওঃ শুধু একটা দুঃখ রইলো, দেশের শত্রু জাতির শত্রু ঐ ভুজঙ্গ দারোগাকে শাস্তি দিয়ে যেতে পারলুম না।

শিখা। ভুজঙ্গ দারোগাকে শাস্তি দেবার ভার আমি নিলাম প্রকাশ। দাও বন্দুক দাও। যে শত্রুর অত্যাচারে পলাশপুর শ্মশান হয়ে গেল—তোমার হয়ে আমি তাকে দিয়ে যাব চরম দণ্ড।

ছুটিয়া ভুজঙ্গের প্রবেশ।

ভুজঙ্গ। সে দণ্ড তুমি এই মুহূর্তে গ্রহণ কর শিখা। [গুলী করিল]

শিখা। আঃ—[পড়িয়া গেল]

দুঃশাসন চৌধুরীর প্রবেশ।

দুঃশাসন। [পিছন হইতে ভুজঙ্গের দেহে ছুরিকাঘাত] শিখার সঙ্গে তুইও যা শত।

ভুজঙ্গ। আঃ দুঃশাসন চৌধুরী, তুমি আমাকে খুন করলে ?

দুঃশাসন। তোমার গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে নুন ছিটিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

ভুজঙ্গ। তার চেয়েও অনেক বেশী শাস্তি আমার পাওনা, তা আমি জানি দুঃশাসন চৌধুরী। কিন্তু তুমি ? তুমি তো সাধু নও। আমি ইংরেজের গোলামীর দেনা শোধ করতে ভাইয়ের রক্ত গায়ে মেখেছি। আর তুমি সামান্য রায়বাহাদুর খেতাবের লোভে দেশবাসীর আন্দোলনকে ব্যর্থ করেছ। হিসাবের খতিয়ানে তোমার আমার দুজনেরই পাপের বোঝা সমান। তবু আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি তুমি পালাও। গোরা পল্টনের হাতে ধরা পড়লে তোমাকেও আমার সহগামী হতে হবে। আঃ—

[প্রস্থান।

শিখা। বাবা !

দুঃশাসন। চলে যাচ্ছিস মা ! স্বপন, কমল, মহেন্দ্র, প্রকাশ সবাই যখন গেল, তুইও বা থেকে কি করবি ! যা যা ! আমি কিন্তু যাবো না। না-না-না। আমি রায়বাহাদুর হবো। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। যুগ-যুগ ধরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক জমিদার দুঃশাসন চৌধুরীর নাম। তাতে কি হয়েছে ? আমি তো রায়বাহাদুর ! রায়বাহাদুর ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[উন্মাদের মত হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর।

সভামঞ্চ

প্রৌঢ় মহেন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র। শুনলেন তো! তারপরই আমার বাবা পাগল হয়ে গেলেন। ইংরেজের বিচারে আমার হলো দ্বীপান্তর। কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর কালাপানির নির্বাসন থেকে আমি আবার ফিরে এলুম প্রিয় জন্মভূমির বুকে। আমাদের সংগ্রামের ছোট্ট একটি কাহিনী মহেন্দ্র চৌধুরীর জীবনের এই রক্তমাখা ইতিহাস শুনে দেশবাসীর কষ্টার্জিত স্বাধীনতার মর্যাদা রাখতে আমার তরুণ বন্ধুরা যদি আজ স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদী দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে, তবে সার্থক হবে আমাদের বিয়াল্লিশের বিপ্লব। জয়হিন্দ্‌,—